Contents

চতুর্থ বর্ষ

দ্বিতীয় সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

সম্পাদক

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী

প্রতি সংখ্যার মূল্য ।।৶

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬।।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীছ

চতুর্থ বর্ষ—দ্বিতীয় সংখ্যা

জমাদিল-উলা ও জমাদিছ্-ছানি—১৩৭২ হিঃ।

ফাল্গুন ও চৈত্র—বাং ১৩৫৯ সাল।

বিষয়সূচী

বিষয়ঃ—	লেখকঃ—	পৃষ্ঠা :—
১। চির নির্ভুল (কবিতা)	রাশীদুল হাসান	৫১
২। বিশ্বনবীর (দঃ) অমর বাণী	খাদেমুল ইছলাম	৫৩
৩। দোযখের শাস্তি	ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এম, এ, বি, এল, ডি, লিট	৫৭
৪। ভারতে মোগলশাসনের এক অধ্যায়	সগীর—এম, এ	৬২
৫। ইমাম বোখারীর (রঃ) প্রতি বিশ্ব মোছলেমের শ্রদ্ধা নিবেদন ও সন্দিহানগণ কর্তৃক পরীক্ষা গ্রহণ	আবুল কাছেম মোহাম্মদ হোছাইন	৬৬
৬। শরীঅত ও তরীকত	মূল : মওলানা আবুল ওফা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী অনুবাদ : মোঃ যিল্লুর রহমান আনছারী	৭১
৭। ব্যাধির চিকিৎসা ও মুক্তির উপায়	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	৭৫
৮। ফিলিপাইনে ইছলাম	এম, এ, সলীম এম, এ	৮০
৯। ১। দিল্লী পথে ২। পুণ্য পরশ (ঐতিহাসিক কথিকা)	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	৮৬
১০। বিশ্ব পরিক্রমা (সংবাদ)	সহকারী সম্পাদক	৯১
১১। সাময়িক প্রসংগ	ঐ	৯৭

যাবতীয় মস্তিষ্কের পীড়া, অনিদ্রা, কেশ পতন, প্রভৃতি নিবারণ করিয়া কেশের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি ও মস্তিষ্ক সুশীতল রাখিতে দি এন, কেমিক্যালের রেজিষ্টার্ড ১২১ নম্বর

শিরঃশান্তি তৈল

ব্যবহার করুন। আরামদায়ক স্থায়ী গন্ধে ও গুণে ইহা অতুলনীয়। সর্বত্র পাওয়া যায়।

প্রোঃ—এম, হাফিজুর রহমান খান।
দি এন কেমিক্যাল ওয়ার্কস,
আটুয়া, পাবনা।

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল-হাদীছ

(মাসিক)

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র।

চতুর্থ বর্ষ | জমাদিল-উলা ও জমাদিছ্-ছানি—১৩৭২ হিঃ ফাল্গুন ও চৈত্র—বাং ১৩৫৯ সাল। | দ্বিতীয় সংখ্যা

চির নির্ভুল

—রাশীদুল হাসান

পল্লবহীন উলঙ্গ বেশ স্থির মহীরুহ
নীরবে দাঁড়ায়ে আছে
ধ্যান মৌনী তাপসের মতো
বুকে নিয়ে কতো কতো ক্ষতো,
হীনশ্রী সে আজ,
তবু জানি
শ্রীহীন সে নয়।

আজ তার বিধবার বেশ
দীনতার দীর্ণ পরিবেশ,
জানি—এতো ক্ষণেকের,
নব বধু বেশ ফের
নব-পত্র-সমুদ্‌গারে
শ্যামল শোভায়
হবে অচিরেই
শান্তশ্রী নয়ন লোভন।

শাখে তার পাখী আজ
গাহে নাকো গান,
পথিকেরা মূলে তার
হয় তো বা ক্ষণিক দাঁড়ায়ে
বলাবলি করিয়াছে

www.ahlehadeethbd.org

একে অন্যে অঙ্গুলী সঙ্কেতে—
আজ পাতা ঝ'রে গেছে
রুক্ষ ম্লান বেশ তাই
কোনো ছায়া নাই,
তবু এইখানে এই বৃক্ষমূলে
রৌদ্রতপ্ত কতো ক্লান্ত দেহ
পেয়েছিল কতো না সান্ত্বনা ;
তার পর চোলে যায়
বিশ্রামের আশ্বাস না পেয়ে।

তবু সে নিশ্চল তরু
বুকে নিয়ে মরুর ম্লানিমা
ধীর স্থির আছে দাঁড়াইয়া
ব্যর্থতার বেদনায়
করে নাই আত্মবলিদান।

সে তো জানে
ফের নব বসন্ত আগমে
কোমল-শ্যামল-পত্র সুশোভিত শাখে
কোকিলের কলতান
উঠিবে ধ্বনিয়া,
কতো কতো পাখী সেথা
ফের গা'বে গান,
কতো কতো পথিকের
ফের হবে ভীড়,
কতো কতো পাখী এসে
বেঁধে রবে নীড়—,
এতো কভু মিথ্যা নয়
তাহার জীবনে।

* * *

সাগরের স্রোতে ভেসে যায়—
ছিন্ন পত্র শৈবাল দল
আরো কতো ছিন্নমূল হীনবল কি যে
ডুবে আর উঠে তারা
ঢেউ এর দোলায়,
তার পর কোথা কোন্
অতলে তলায়।

আপনার বলে
পাহাড় সে জেগে আছে
সাগরের তলে ;
তার পরে বোয়ে গেছে
কতো ঢেউ কতো ঝাপ্টানি
তবু সে তো টলে নাই
কোনো ঢেউ নেয় নাই
নিতে কভু পারে নাই
সে পাহাড়ে টানি ;
তুষার পাহাড়
কখনো কখনো
এসে তারে দিয়েছে আঘাত,
সে-আঘাতে তুষার পাহাড়ই
পানিতেই হোলো মিস্‌মার।

কভু কোনো নাবিকের
জাহাজ আসিয়া
সে পাহাড়ে আঘাত খাইয়া
চূর্ণ হোলো সেথা,
পাহাড় তো পায় নাই ব্যথা।
অবিরাম স্রোতের আঘাতে
হয়তো বা খোসে গেছে
পার্শ্বদেশ হোতে
কোনো কোনো কণা
কিন্তু তার মূল
চিরনির্ভুল
অটল অনড়॥

* *

(৫৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

www.ahlehadeethbd.org

বিশ্ব নবীর (দঃ) অমর বাণী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শাদেমুল ইসলাম

৮। হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল—হে আল্লাহর রছুল (দঃ)! আমার আত্মীয় স্বজন রহিয়াছে। তাহাদের সঙ্গে আমি সদ্‌ভাব রাখিতে চাই, কিন্তু তাহারা আমার সঙ্গে অসদ্‌ব্যবহার করে। তাহাদের উপকার করি, কিন্তু তাহারা আমার অপকার করে। আমি তাহাদের প্রতি সদয়, কিন্তু তাহারা আমার প্রতি নির্দয়। তখন হযরত বলিলেন—যেরূপ বলিতেছ তুমি যদি ঠিক তাহাই হও, তাহা হইলে তুমি যেন তাহাদিগকে উত্তপ্ত অঙ্গারের বটিকা দিতেছ; এবং তুমি যতদিন এইরূপ ব্যবহার করিবে, ততদিন আল্লাহ তরফ হইতে (তাহাদের দুর্ব্যবহার হইতে রক্ষার জন্য) তোমার সঙ্গে অনবরত একজন সাহায্যকারী থাকিবে।

٨- عن ابى هريرة ان رجلا قال يا رسول الله ان لى قرابة اصلهم و يقطعونى و احسن اليهم و يسيئون الى واحلم عنهم و يجهلون على فقال لئن كنت كما قلت فكانما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم مادمت على ذالك -

---

(৪২ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

আমি শুষ্ক পত্র নোই
ঝড় এলে ঝোরে যাওয়া হয় না আমার
আমি ঐ মহীরুহ ধ্যানী,
কতো কতো পত্রের নব জন্ম দিতে
অচঞ্চল ধীর স্থির
মোর মহাস্থিতি!

নোই আমি ভেসে—যাওয়া
সাগরের স্রোতে
ছিন্নমূল তৃণ কিবা শৈবাল দল,
আপনার মহিমায়
জেগে—থাকা
আমি সেই সাগরের
পাহাড় অচল!

বর্ষে বর্ষে যুগে যুগে
কতো ঝড় বোয়ে আনে
কতো কতো ঢেউ
এ কাল সাগরে
ভুলাইতে পারে নাই
টলাইতে পারে নাই
তারা মোরে কেউ—
আমি এ সাগর তীরে
পাহাড় চূড়ায়
মহা এক মহীরুহ প্রায়
আমি এ সাগর মাঝে
গৌরব অচল॥

www.ahlehadeethbd.org

৯। হজরত আবদুর রহমান বিন-অউফ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রছুল (দঃ) বলিয়াছেন, মহান্ ও গৌরবান্বিত আল্লাহ্ পাক বলিতেছেন, আমি আল্লাহ্ এবং আমি রহমান। আমি রহম (রক্তের বন্ধন) সৃষ্টি করিয়াছি এবং আমার নাম হইতে উহা বাহির করিয়াছি। যে তাহার বন্ধন রক্ষা করে, আমিও তাহার বন্ধন রক্ষা করিব, এবং যে তাহা কর্তন করে আমি তাহাকে ধ্বংস করিব। —আবু দাউদ।

٩- عن عبدالرحمن بن عوف قال سمعت رسول الله (صلعم) يقول قال الله تبارك وتعالى انا الله وانا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمى فمن وصلها وصلته ومن قطعها تبته -

১০। হজরত আবু বাক্রাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রছুল (দঃ) বলিয়াছেন—বিদ্রোহ ও রক্তের বন্ধন ছিন্ন করা ব্যতীত আর অন্য এমন কোনও গুনাহ নাই যাহার জন্য সেই গোনাহগারের আখেরাতে শাস্তি অবধারিত থাকা সত্বেও এই পৃথিবীতে উহার শাস্তি আছে।—তিরমিজী, আবু দাউদ।

١٠- عن ابى بكرة قال قال رسول الله صلعم ما من ذنب احرى ان يعجل الله لصاحبه العقوبة فى الدنيا مع ما يدخر له فى الاخرة من البغى وقطيعة الرحم -

১১। হজরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রছুল (দঃ) বলিয়াছেন—রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে কি রকম বন্ধন রাখিতে হয় তাহা তোমাদের পূর্ব পুরুষদের নিকট হইতে শিক্ষা লাভ কর, কেননা রক্তের বন্ধনই পরিবারের ভিতর পারস্পরিক ভালবাসার কারণ, ধন বৃদ্ধির হেতু এবং মৃত্যু বিলম্বিত করার উপায়।

١١- عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلعم تعلموا من انسابكم ما تصلون به ارحامكم فان صلة الرحم محبة فى الاهل مثراة فى المال منسأة فى الاثر -

১২। হজরত বাহাজ বিন-হাকিম (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে তাঁহার পিতামহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল— হে আল্লাহর রছুল (দঃ) কে সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যবহার পাইবার যোগ্য? তিনি বলিলেন তোমার আম্মা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তারপর কে? তিনি উত্তর দিলেন, তোমার আম্মা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তারপর কে? তিনি বলিলেন তোমার আব্বা। তারপর তোমার নিকটতম আত্মীয় এবং তারপর তোমার নিকটতর আত্মীয়। —তিরমিযী, আবুদাউদ।

١٢- عن بهز بن حكيم عن ابيه عن جده قال قلت يا رسول الله من ابر قال امك قلت ثم من قال امك قلت ثم من قال امك قلت ثم من قال اباك ثم الاقرب فالاقرب -

১৩। হজরত আবদুল্লাহ বিন-ছালাম (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে— যখন রছুল করিম (দঃ) মদিনাতে উপস্থিত হইলেন, আমি আসিলাম। যখন তাহার মুখমণ্ডল পরীক্ষা করিলাম, আমি

١٣- عن عبد الله بن سلام قال لما قدم النبى (صلعم) المدينة جئت فلما تبينت وجهه

www.ahlehadeethbd.org

দেখিতে পাইলাম যে তাহার মুখ কোনও মিথ্যা-বাদীর মুখ নহে। সর্বপ্রথমেই তিনি বলিলেন— হে মানবগণ শান্তি বিস্তার কর, খাদ্য আহার করাও, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা কর এবং যখন লোকগণ নিদ্রিত থাকে তখন রাত্রিতে নমাজ পড়, তাহা হইলে শান্তির সহিত বেহেশ্‌তে যাইবে।

—তিরমিযী, এবনে মাজা।

১৪। হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন— হে আল্লাহর রছুল, কোন দান সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট? তিনি বলিলেন, দরিদ্রের দান। আত্মীয় হইতে প্রথম শুরু কর। —আবু দাউদ।

১৫। হজরত আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত আছে: এক ব্যক্তি আল্লাহর রছুলের (দঃ) নিকট আসিয়া বলিল—আমার একটি দিনার আছে। তিনি বলিলেন, তোমার নিজের জন্য তাহা ব্যয় কর। সে বলিল, আমার আর একটি দিনার আছে। তিনি বলিলেন, তোমার সন্তানগণের জন্য তাহা ব্যয় কর। সে বলিল, আমার আর একটি দিনার আছে। তিনি বলিলেন তাহা তোমার স্ত্রীর জন্য ব্যয় কর। সে বলিল, আমার আর একটি দিনার আছে। তিনি বলিলেন, তাহা তোমার খাদেমের জন্য ব্যয় কর। সে বলিল, আমার আর একটি দিনার আছে। তিনি বলিলেন তুমিই ইহার ব্যয় সম্বন্ধে উত্তমরূপে জ্ঞাত আছ। —আবু দাউদ, নেছায়ী।

১৬। হজরত আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে— হজরত আবু তালহা (রাঃ) মদিনায় আনছারদের ভিতর খেজুরের মালে সর্বাপেক্ষা ধনী ছিলেন। তাঁহার মালের মধ্যে তাহার নিকট অধিকতর প্রিয় ছিল মছজিদের সম্মুখে বিরুহা উদ্যান। আল্লাহর রছুল (দঃ) ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইহার বিশুদ্ধ পানি পান করিতেন। যখন নিম্নলিখিত-- আয়াত অবতীর্ণ হইল—

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون –

তোমরা যাহা ভালবাস, তাহা ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কিছুতেই কল্যাণ অর্জন করিতে

عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب فكان اول ما قال يا ايها الناس افشوا السلام و اطعموا الطعام وصلّوا الارحام و صلوا بالليل و الناس نيام تدخلوا الجنة بسلام –

١٤- عن ابى هريرة قال يارسول الله اى الصدقة افضل قال جهد المقل وابدأ بمن تعول –

١٥- عن ابى هريرة قال جاء رجل الى النبى (صلعم) فقال عندى دينار قال انفقه على نفسك قال عندى آخر قال انفقه على ولدك قال عندى آخر قال انفقه على اهلك قال عندى اخر قال انفقه على خادمك قال عندى آخر قال انت اعلم –

١٦- عن انس قال كان ابو طلحة اكثر الانصار بالمدينة مالاً من نخل و كان احب اموله اليه بيرحاء و كانت مستقبلة المسجد و كان رسول الله (صلعم) يدخلها و يشرب من ماء فيها طيب قال انس فلما نزلت هذه الآية

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام

www.ahlehadeethbd.org

পারিবেনা তখন আবু তাল্‌হা (রাঃ) হজরতের (দঃ) নিকট আসিয়া বলিল— হে আল্লাহর রছুল (দঃ) মহান আল্লাহ বলিয়াছেন, "তোমরা যাহা ভালবাস তাহা ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কিছুতেই কল্যাণ অর্জন করিতে পারিবেনা", এবং আমার নিকট আমার ধন সম্পত্তির মধ্যে বিরহা উদ্যানকে আমি অধিকতম প্রিয় মনে করি। আমি মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাহা দান করিলাম। আমি ইহার পুরস্কার আল্লাহর নিকট আশা করি—হে আল্লাহর রছুল (দঃ) আল্লাহ যে রূপ আপনাকে নির্দেশ দেন তদ্রূপ ইহাকে ব্যয় করুন। হজরত (দঃ) বলিয়া উঠিলেন, ধন্য, ধন্য! ইহা মূল্যবান সম্পত্তি। তুমি যাহা বলিয়াছ তাহা শুনিয়াছি। আমি আশা করি— তোমার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে ইহা বণ্টন করিয়া দিবে, আবু তালহা (রাঃ) বলিল, হে আল্লাহর রছুল (দঃ) তাহাই করিব। আবু তাল্‌হা তারপর তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও তাঁহার চাচাত ভ্রাতাগণের ভিতর তাহা বণ্টন করিয়া দিল।

—বোখারী, মোছলেম।

ابو طلحة الى رسول الله (صلعم) فقال يا رسول الله ان الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون و ان احب مالى الى بيرحاء و انها صدقة لله تعالى ارجو برها و ذخرها عندالله فضعها يا رسول الله حيث اراك الله فقال رسول الله صلعم بخ بخ ذالك مال رابح و قدسمعت ماقلت وانى ارى ان تجعلها فى الاقربين فقال ابو طلحة افعل يا رسول الله فقسمها ابو طلحة فى اقاربه و بنى عمه -

১৭। হজরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রছুল (দঃ) বলিয়াছেন, যে অর্থ তুমি আল্লাহর পথে ব্যয় কর, যে অর্থ তুমি দাসদাসীর মুক্তিতে ব্যয় কর, যে অর্থ দরিদ্রের জন্য ব্যয় কর, যে অর্থ তুমি পরিবারের জন্য ব্যয় কর, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছওয়াব ঐ অর্থের যাহা তুমি পরিবারের জন্য ব্যয় কর। —মোছলেম।

١٧- عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلعم دينار انفقته فى سبيل الله و دينار انفقته فى رقبة و دينار تصدقت به على مسكين و دينار انفقته على اهلك اعظمها اجرأ الذى انفقته على اهلك -

১৮। হারেছের (রাঃ) কন্যা হজরত মায়মুনা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে,—তিনি আল্লাহর রছুলের (দঃ) জীবিতাবস্থায় একটি দাসীকে — মুক্তি দিয়াছিলেন। হজরত (দঃ) এর নিকট উহা ব্যক্ত করা হইলে তিনি বলিলেন, যদি তুমি এই অর্থ তোমার খালাকে দিতে, তাহা তোমার অধিকতর ছওয়াবের কারণ হইত। —বোখারী, মোছলেম।

١٨- عن ميمونة بنت الحارث انها اعتقت و ليدة فى زمان رسول الله صلعم فذكرت ذالك لرسول الله صلعم فقال لو اعطيتها اخوالك كان اعظم لاجرك -

১৯। হজরত জাবের বিন-ছামোরাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রছুল (দঃ) বলিয়াছেন—যখন আল্লাহ তোমাদের ভিতর কোন ব্যক্তিকে কোন ধন দেন, সে যেন তাহা প্রথমেই নিজের জন্য ও পরিবারবর্গের জন্য ব্যয় করে। মোছলেম

١٩- عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلعم - اذا اعطى الله احدكم خيرا فليبدأ بنفسه واهل بيته -

www.ahlehadeethbd.org

দোযখের শাস্তি

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এম, এ, বি, এল, ডি, লিট।

কুরআন মজীদের এক অপরূপ চমৎকারিত্ব এই যে তাহাতে আল্লাহ তা'আলার জমাল (শান্তগুণ) ও জলাল (রৌদ্রগুণ) উভয়ই সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। আরও চমৎকার এই যে অনেক আয়াতে দুই গুণেরই কথা এক সঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা যেন একই সঙ্গে ভীষণ রৌদ্র ও শীতল ছায়ার সমাবেশ।

نبئى عبادى انى انا الغفور الرحيم - وان عذابى هو العذاب الاليم -

"খবর দাও আমার বান্দাগণকে এই যে আমি ক্ষমাশীল দয়ালু এবং এই যে আমার যে শাস্তি তাহা কষ্টকর শাস্তি।" (১৫। ৪৯)

কেহ হয়ত আল্লাহ তা'আলার অনন্ত দয়ার কথা স্মরণ করিয়া বলিতে পারেন, সন্তান যতই অপরাধী হউক, বাপ মা যখন তাহাকে আগুনে ফেলিয়া দিতে পারে না, তখন আল্লাহ পাক কি তাঁহার বান্দাকে দোযখের সেই ভীষণ আগুনে পোড়াইতে পারেন? উহা কেবল ছেলেকে জুজুর ভয় দেখান। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে আল্লাহ যেমন আর্ রহ্মানুর্ রহীম, সেই রূপ তিনি 'আযীযুন্ যু-ন্তিকাম (পরাক্রান্ত প্রতিফলদাতা)। প্রিয়তম পুত্র যদি হত্যা অপরাধে অপরাধী হয়, তবে ন্যায়বান বিচারক কি তাহার প্রাণদণ্ড দিতে কুণ্ঠিত হইবেন? পাপের শাস্তি বাহির হইতে দেওয়া হয়না, ভিতর হইতেই দেওয়া হয়। বিষ পান করিয়া যে মরে, তাহার জীবননাশের জন্য আল্লাহ দায়ী নন, যদিও আল্লাহ বিষের জীবননাশক গুণ সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু সেই পানকারীই দায়ী। যাহা হউক আমি এখানে জল্পনা কল্পনা ছাড়িয়া অভ্রান্ত পুস্তক কুরআন মজীদ এ সম্বন্ধে কি বলেন, তাহা দেখাইব। প্রথমেই বলিয়া রাখি যে কুরআন অনুসারে দোযখের শাস্তি পাপের পরিমাণ অনুযায়ী কাহার জন্য অল্পস্থায়ী, কাহার জন্য বা দীর্ঘস্থায়ী, কাহার জন্য অনন্ত স্থায়ী হইবে। আমি এখানে দেখাইব যে, কুরআন মজীদ কাহারও কাহারও জন্য অনন্ত স্থায়ী দোযখের বিধান করিয়াছেন। ইহা হইবে তাহাদের পাপের পরিণাম, আল্লাহের অত্যাচার নহে। আল্লাহ বলেন,—

وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين -

"এবং আমি তাহাদের উপর অত্যাচার করি নাই; কিন্তু তাহারাই ছিল অত্যাচারী" (৪৩। ৭৬)।

আরবী অভিধান অনুযায়ী "খলূদ" خلود শব্দের অর্থ দীর্ঘস্থায়ী, তাহা অনন্তস্থায়ী হইতে পারে, না হইতেও পারে। সুতরাং পাপীদের সম্বন্ধে خالدون বিশেষণের দ্বারা তাহাদের অনন্তকালস্থায়ী দোযখের অকাট্য প্রমাণ হইতে পারেনা। তবে আমি অবশ্য বলিব যে কুরআন মজীদে বেহেশতবাসীদের সম্বন্ধেও এই خالدون শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে এবং সর্ববাদীসম্মতভাবে তাহারা তথায় অনন্তকাল স্থায়ী হইবে। কুরআন মজীদে এমন শব্দ কি আছে যাহা দ্বারা অনন্তকাল স্থায়িত্ব বুঝাইতে পারে? অবশ্য ابدا "আবদান" সেই শব্দ বটে।

কুরআন মজীদের বহু স্থানে বেহেশ্‌ত ও দোযখের বর্ণনা পর পর আয়াতে আসিয়াছে এবং উভয় স্থানে "খালিদূন" শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। যথা

بلى من كسب سيئة واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون - والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنة - هم فيها خالدون -

হাঁ বটে, যাহারা অশুভ উপার্জন করে এবং তাহাদের অপরাধ তাহাদিগকে ঘিরিয়া লয়, অনন্তর তাহারা হইবে

www.ahlehadeethbd.org

আগুনের অধিবাসী, তাহারা তথায় হইবে চিরস্থায়ী এবং যাহারা ঈমান রাখে ও ভাল কাজ করে, তাহারা হইবে বেহেশ্‌তের অধিবাসী। তাহারা তথায় হইবে চিরস্থায়ী। (২।৮১, ৮২)

পরলোকগত মৌলানা মুহম্মদ আলী কুরআন মজীদের ইংরেজি অনুবাদে যেখানে যেখানে দোযখবাসীদের সম্বন্ধে ابدا শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেখানে সেখানে for a long time (দীর্ঘকালের জন্য) এই রূপ অনুবাদ করিয়াছেন। * অথচ তিনি বেহেশ্‌তবাসীদের সম্পর্কে ইহার যথার্থ অনুবাদ করিয়াছেন for ever, এই জন্য আমি প্রথমে দেখাইব যে, কুরআন মজীদে কোথায়ও "আবদান" শব্দ "দীর্ঘকালের জন্য" অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, কিন্তু সকল স্থানেই চিরকালের জন্য বা অনন্ত কালের জন্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। নিষেধার্থক পদের সহিত ইহার অর্থ "কখনও নয়" (never)।

ابدا শব্দ কুরআন মজীদে ২৮ স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। আমি ধারাবাহিক ভাবে সেগুলি উদ্ধৃত করিতেছি—

১। و لن يتمنّوه ابدا

তাহারা (ইহুদীরা) কখনই ইহা ইচ্ছা করিবে না। (২।৯৫)

২। خالدين فيها ابدا

তাহারা তাহাতে (বেহেশতে) অনন্তকাল স্থায়ী হইবে। (৪।৫৭)

৩। ঐ ঐ (৪।১২২)

৪। خالدين فيها ابدا

তাহারা তাহাতে (দোযখে) অনন্তকাল স্থায়ী হইবে। (৪।১৬৯)

৫। انا لن ندخلها ابدا

আমরা কখনই তাহাতে (ফলস্তিনে) প্রবেশ করিব না (৫।২৪)।

৬। ২ এবং ৩ এর ন্যায় (৫।১১৯)।

৭। ঐ ঐ (৯।২২)।

৮। لن تخرجوا معى ابدا

তোমরা কখনই আমার সঙ্গে (যুদ্ধের জন্য) বহির্গত হইবে না (৯।৮৩)।

৯। ولا تصلّ على احد منهم مّات ابدا

"এবং তাহাদের মধ্যে যে মরে, তাহার জন্য তুমি কখনও প্রার্থনা করিও না।" (৯।৮৪)

১০। ২, ৩, ৬, ৭ এর ন্যায় [৯।১০০]

১১। لا تقم فيه ابدا

"তুমি কখনও তাহাতে (মস্‌জিদে যিরারে) (নমাযের জন্য) দাঁড়াইও না।" (৯।১০৮)

১২। ما كثين فيه ابدا

"তাহারা তাহাতে (স্বর্গীয় পুরস্কারে)—অনন্তকাল অবস্থিতি করিবে।" (১৮।২)

১৩। و لن تفلحوا اذا ابدا

"এবং তখন তোমরা কখনই কৃতকার্য হইবেনা।" (১৮।২০)

১৪। ما اظن ان تبيد هذه ابدا

"আমি মনে করি না যে ইহা (বাগান) কখনও নষ্ট হইবে।" (১৮।৩৫)

১৫। فلن يهتدوا اذا ابدا

"অনন্তর তাহারা কখনই সুপথে চলিবে না।" (১৮।৫৭)

১৬। ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا

"এবং কখনও তাহাদের সাক্ষ্য কবুল করিওনা।" (২৪।৪)

১৭। ان تعودوا لمثله ابدا

"যেন তোমরা এই রকম ব্যাপারে কখনও পুনরায় না যাও।" (২৪।১৭)

১৮। ما زكى منكم من احد ابدا

"তোমাদের মধ্যে কেহ কখনও পবিত্র হইত না।" (২৪।২১)

১৯। ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا

* ইহা শুধু এই যুগের অন্যতম অনুবাদক মওলানা মোহাম্মদ আলীরই অভিমত নহে, পূর্ব যুগের শায়খুল ইছলাম ইমাম ইব্‌নে তায়মিয়া, হাফেয ইবনুল কাইয়েম প্রভৃতিও এই মত পোষণ করিতেন। ছাহাবাগণের মধ্যে হযরত উমর ফারূক, আবদুল্লাহ ইব্‌নে মছউদ, আবু সাঈদ খুদরী ও আবদুল্লাহ ইবনে আম্‌র এবং পরবর্তী বহু বিদ্বান এই অভিমতের সমর্থক ছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তর্জুমানুল হাদীছ, তৃতীয় বর্ষ ১১—১২ সংখ্যা, ৪১৫—৪২০ পৃঃ দ্রষ্টব্য। —সহ-সম্পাদক

www.ahlehadeethbd.org

"আর ইহার পর তাঁহার (রসূলুল্লাহের) স্ত্রী-গণকে তোমরা কখনও বিবাহ না কর।" (৩৩।৫৩)

২০। ৪ এর ন্যায়। (৩৩।৬৫)

২১। لن ينقلب الرسول والمومنون الى اهليهم ابداً

রসূল এবং মুমিনগণ কখনই তাহাদের পরি-জনের নিকট ফিরিয়া যাইবে না।" (৪৮।১২)

২২। ولا نطيع فيكم احداً ابداً

"আর আমরা তোমাদের সম্বন্ধে কাহারও কথা কখনও মানিব না।" (৫৯।১১)

২৩। و بدا بيننا و بينكم العداوة و البغضاء ابداً

"এবং তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে চির-কালের জন্য শত্রুতা ও হিংসা আবির্ভূত হইল।" (৬০।৪)

২৪। ولا يتمنّونه ابداً

"এবং তাহারা (ইহুদীরা) কখনও ইহা ইচ্ছা করিবেনা।" (৬২।৭)

২৫। ২, ৩, ৬, ৭, ১০ এর ন্যায়। (৬৪।৯)

২৬। ঐ ঐ। (৬৫।১১)

২৭। ৪, এবং ২০ এর ন্যায়। (৭২।২৩)

২৮। ২, ৩, ৬, ৭, ১০, ২৫ এবং ২৬ এর ন্যায়। (৯৮।৪)

উপরি উদ্ধৃত উদাহরণগুলি হইতে দেখা যায় যে, যেমন বেহেশ্‌তবাসীদের সম্বন্ধে خالدين ابداً শব্দ ৮ স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই রূপ দোযখবাসীদের সম্বন্ধেও ৩ স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। যখন বেহেশ্‌ত-বাস অনন্ত স্থায়ী, তখন দোযখ-বাসও অনন্তস্থায়ী হইবে। যদি কেহ দোযখ-বাসকে দীর্ঘস্থায়ী মনে করেন, তবে বেহেশ্‌ত-বাসকেও দীর্ঘস্থায়ী মনে—করিতে হইবে, চিরস্থায়ী বলা চলিবে না।

এক্ষণে দেখা যাউক কাহারও পক্ষে দোযখ-বাস যে চিরস্থায়ী হইবে, তাহার অন্য কোনও দলীল আছে কি না।

১। وما هم بخارجين من النار

"এবং তাহারা সেই আগুন হইতে বাহির হইতে পারিবে না।" (২।১৬৭)

২। يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم *

"তাহারা সেই আগুন হইতে বাহির হইতে চাহিবে; কিন্তু তাহারা তাহা হইতে বাহির হইতে পারিবে না আর তাহাদের জন্য থাকিবে স্থায়ী শাস্তি।" (৫।৩৭)

৩। و عد الله المنٰفقين والمنٰفقٰت والكفار نار جهنّم خٰلدين فيها - هى حسبهم - و لعنهم الله - ولهم عذاب مقيم *

"আল্লাহ ভণ্ড (মুনাফিক) পুরুষ ও স্ত্রীগণ এবং অবিশ্বাসী (কুফ্‌ফার) দিগের জন্য জাহান্নামের আগুনের অঙ্গীকার করিয়াছেন। তাহারা সেখানে চিরস্থায়ী হইবে। তাহা তাহাদের জন্য উপযুক্ত। আর আল্লাহ তাহাদিগকে লা'নত (অভিসম্পাত) করিয়াছেন। আর তাহাদের জন্য থাকিবে স্থায়ী শাস্তি।" (৯।৬৮)। দোযখবাসীদের সম্বন্ধে যেমন বলা হইয়াছে "তাহারা তাহা হইতে বাহির হইতে পারিবে না," সেইরূপ বেহেশতবাসীদের সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে—

وما هم منها بمخرجين

"এবং তাহারা তথা হইতে বহিষ্কৃত হইবে না" (১৫।৪৮)

দোযখের আযাবকে যেমন 'মুকীম' مقيم বলা হইয়াছে, সেইরূপ বেহেশ্‌তের নি'আমতকেও মুকীম বলা হইয়াছে।

فيها نعيم مقيم — خالدين فيها ابداً

"তাহাতে (বেহেশ্‌তে) থাকিবে স্থায়ী অনুগ্রহ, তাহারা তথায় অনন্তকাল স্থায়ী হইবে।" (৯, ২১, ২২)

যেমন আল্লাহ্ মুনাফিক ও কাফিরগণের জন্য চিরস্থায়ী দোযখের অঙ্গীকার করিয়াছেন, সেইরূপ মু'মিন স্ত্রী পুরুষের জন্য চিরস্থায়ী বেহেশ্‌তের অঙ্গী-কার করিয়াছেন—

وعد الله المؤمنين والمؤمنٰت جنّٰت تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها

www.ahlehadeethbd.org

"আল্লাহ মুমিন স্ত্রী পুরুষদের জন্য বেহেশ্‌তের অঙ্গীকার করিয়াছেন, যাহার নিকট দিয়া নদীসকল— বহিতেছে, তাহারা তথায় চিরস্থায়ী হইবে।" (৯। ৭২)

আল্লাহ কখনও নিজের ওয়াদা খেলাফ করেন না।

এক্ষণে নির্দ্দিষ্টকাল স্থায়ী দোযখের শাস্তি সম্বন্ধে যেসকল প্রমাণ উপস্থিত করা হয়, তাহার খণ্ডন করিতেছি।

(১) সূরা হূদে বলা হইয়াছে—

خالدين فيها ما دامت السموات والارض
الا ماشاء ربك ان ربك فعال لما يريد *

তাহারা তথায় (দোযখে) থাকিবে যতদিন আস্‌মান যমীন থাকিবে, তবে তোমার প্রতিপালক প্রভু (রব্ব) যদি অন্য কিছু চান, সে ভিন্ন কথা। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক প্রভু যাহা চান, তাহা করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম।" (১১। ১০৭)

ইহার পরের আয়াতেই বেহেশ্‌ত সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

خالدين فيها ما دامت السموات والارض الا
ماشاء ربك - عطاء غير مجذوذ *

"তাহারা তথায় (বেহেশতে) থাকিবে যতদিন আস্‌মান যমীন থাকিবে, তবে তোমার প্রতিপালক প্রভু (রব্ব) যদি অন্য কিছু চান, সে ভিন্ন কথা। তাহা হইবে এক অসীম দান স্বরূপ।" (১১। ১০৮)

এই দুই আয়াতের ইবারতের মধ্যে পার্থক্য এই যে দোযখ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, "নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক প্রভু যাহা চান, তাহা করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম।" আর বেহেশ্‌ত সম্বন্ধে বলা হইয়াছে— "তাহা হইবে এক অসীম দান স্বরূপ।" ইহাতে কুরআন মজীদের অতি সুন্দর রচনাকৌশল প্রকাশিত হইয়াছে। দোযখের অনন্ত শাস্তি সম্বন্ধে তাঁহার সম্পূর্ণ শক্তিমত্তা এবং বেহেশ্‌তের অনন্ত সুখ সম্বন্ধে তাঁহার অসীম দানের উল্লেখ অতি উপযুক্ত। সূরাঃ হজে বেহেশতের বর্ণনাতেও দোযখের অনুরূপ বাক্য ব্যবহৃত হইয়াছে—

ان الله يفعل ما يريد

"নিশ্চয় আল্লাহ যাহা চান, তাহা করেন।" (২২। ১৪)

বেহেশ্‌তের সুখ যদি চিরস্থায়ী হয়, তবে দোযখের শাস্তিও চিরস্থায়ী।

২। সূরাঃ নবায় বলা হইয়াছে—

لبثين فيها احقابا

"তাহারা তথায় (দোযখে) বহু "আহকাব" বাস করিবে।" (৭৮। ২৩)

আহ্‌কাব শব্দের এক বচন হুকুব— (الحقب) তাহার অর্থ বৎসর, ৮০ বৎসর, দীর্ঘকাল; কেহ কেহ ৭০ বৎসরও বলিয়াছেন। এখানে বহুবচন থাকায় অনন্তকাল বুঝাইতেছে, যেমন ইংরেজিতে বলে— long long years. ইহা দ্বারা দোযখ-বাস যে চিরস্থায়ী হইবে না, তাহা কিছুতেই বোঝায় না বিশেষতঃ কুরআন মজীদের অন্য বচন হইতে যখন কাহারও কাহারও দোযখ বাস যে চিরস্থায়ী হইবে, তাহা প্রমাণিত হয়। কুরআনের এক বচন অন্য বচনের বিরুদ্ধ হইতে পারে না।

এক্ষণে হদীসের দিকে লক্ষ্য করা যাউক। সীহাহ্ সিত্তা কিংবা অন্য কোনও প্রামাণিক হদীসের পুস্তকে এমন কোনও হদীস পাওয়া যায় না যে, দোযখ কোনও কালে শূন্য হইবে, সমস্ত দোযখী উদ্ধার পাইবে। কেবল মুসলিম শরীফের নিম্নে উদ্ধৃত হদীসের কদর্থ করিয়া প্রতিপক্ষগণ নিজেদের মতের সমর্থন করিতে চেষ্টা করেন—

فيقول الله شفعت الملائكة و شفع النبيون
و شفع المؤمنون و لم يبق الا ارحم الراحمين
فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم
يعملوا خيرا قط -

"অনন্তর আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, ফেরেশতাগণ শফা'অত করিল, নবীগণ শফা'অত করিল, মু'মিনগণ শফা'অত করিল। পরম দয়াময় ভিন্ন আর কেহ বাকি রহিল না। অনন্তর তিনি আগুন হইতে এক মুষ্টি লইয়া তাহা হইতে এমন এক দলকে বাহির করিবেন যাহারা কিছু মাত্র ভাল কাজ করে নাই।"

www.ahlehadeethbd.org

এই হদীস সেই সকল মু'মিনের সম্বন্ধে যাহারা কিছু মাত্র ভাল কাজ করে নাই; কিন্তু যাহাদের আল্লাহের তওহীদের উপর বিশ্বাস ছিল। অন্য হদীসে ইহাদিগকে মুওয়াহ্হিদূন موحدون বলা হইয়াছে। এই হদীস কাফিরদিগের সম্বন্ধে নয়। কুরআন মজীদে বলা হইয়াছে—

ان الله لا يغفر ان يشرك به و يغفر
مادون ذالك لمن يشاء - و من يشرك
بالله فقد افترى اثما عظيما *

"নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁহার সহিত শরীক করাকে ক্ষমা করিবেন না; আর ইহা ভিন্ন অন্য, যাহার জন্য চাহিবেন, ক্ষমা করিবেন। আর যে আল্লাহের—সহিত শরীক করে, নিশ্চয় সে এক অতি বড় পাপ সংঘটন করে।" (৪। ৪৮)

আরও বলা হইয়াছে—

انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه
الجنة وما وه النار - وما للظلمين من انصار *

"যে ব্যক্তি আল্লাহের শরীক করে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহার জন্য বেহেশ্‌ত হারাম করেন আর তাহার ঠিকানা হয় আগুন। আর অত্যাচারীদের জন্য কোনও সাহায্যকারী নাই।" (৫। ৭২)

কাফেরদের জন্য এই যে অনন্ত শাস্তি, ইহার কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত গুরুতর পাপ শিরক شرك (অংশিবাদিতা)।

ان الشرك لظلم عظيم *

নিশ্চয়ই শিরক এক অতি বড় অত্যাচার। (৩১। ১৩)

যেমন হত্যা অপরাধের জন্য অনন্তকালের জন্য জীবনবিনাশ, সেইরূপ শিরকের জন্য এই অনন্তকাল স্থায়ী দোযখ-নিবাস। বাইবেলেও এই অনন্ত নরকের উল্লেখ দেখা যায়।

"পরে তিনি বাম দিকে স্থিত লোকদিগকেও বলিবেন, ওহে পাপগ্রস্ত সকল, আমার নিকট হইতে দূর হও, দিয়াবলের (divil) ও তাহার দূতগণের জন্য যে অনন্ত অগ্নি প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে যাও।" (মথি, ২৫। ৪)

"পরে ইহারা অনন্ত দণ্ডে, কিন্তু ধার্ম্মিকেরা অনন্ত জীবনে প্রবেশ করিবে।" (ঐ ২৫। ৪৬) *

* দুযখের দণ্ড এবং বেহেশতের সুখ ঐশ্বর্যের দীর্ঘ ও অনন্ত স্থায়িত্বের প্রশ্ন সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পূর্বে পাঠকবর্গকে তর্জুমানে প্রকাশিতব্য শ্রদ্ধেয় সম্পাদক ছাহেবের ছুরৎ আলফাতিহার তফসীরের বেহেশ্‌তী সুখের বিস্তৃততর আলোচনা এবং দুযখ ও বেহেশ্‌তের তুলনামূলক পর্যালোচনার জন্য ধৈর্যাবলম্বন করিতে অনুরোধ করি।

—সহ-সম্পাদক।

www.ahlehadeethbd.org

ভারতে মোগলশাসনের এক অধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—সগীর, এম, এ।

রফিউদ্দৌলার রাজত্ব

১৯শে রজব, ১১৩১ হিজরীতে (৬ই জুন, ১৭১৯ খৃষ্টাব্দ) সিংহাসন-ত্যাগী সম্রাট রফিউদ্দরজাতের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি রফিউদ্দরজাত অপেক্ষা বয়সে ১৮ মাসের বড় ছিলেন। তিনি শাহজাহান সানী বা দ্বিতীয় শাহজাহান নামে পরিচিত। তাঁহার রাজত্বকালে মুদ্রায় ও জুমার খোতবায় নামের পরিবর্ত্তন ছাড়া রাজ্য শাসনের ব্যাপারে কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হইল না। তিনি কখন কি আহার করিবেন, কখন দরবারে আসিবেন, কখন কোন পোষাক পরিধান করিবেন, সব কিছুই হিম্মত খাঁ বারহার নিয়ন্ত্রাণাধীনে পরিচালিত হইত। কোন আমীরকে সাক্ষাৎ দান এবং সাধারণ মসজিদে নামাজ আদা করার ব্যাপারও সৈয়দ ভ্রাতারা খুব কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতেন।

আগ্রা দুর্গ অবরোধ ও নেকোশীয়রের আত্মসমর্পণ

নব সম্রাটের সিংহাসন আরোহণ ও তৎসংক্রান্ত জরুরী বিষয়গুলির আঞ্জাম সাধনের পর অবশেষে ৬ই সাবান (২৩শে জুন, ১৭১৯ খৃঃ) দিল্লী হইতে সসৈন্য আগ্রা যাত্রা করিলেন। মোহাম্মদ আমীন খাঁ চীন, খান দওরান, জাফর খাঁ প্রভৃতি আমীর—ওমারা ও সেনাপতিরা তাঁহার সহিত চলিলেন। তাঁহারা আগ্রা পৌছিয়া আগ্রার কেল্লা অবরোধ করিলেন। তাহাদের সাহায্যার্থে অবিলম্বে প্রচুর সৈন্যসামন্ত আসিয়া পৌছিবে এই আশায় দুর্গ রক্ষী সৈন্যরা বসিয়া রহিল। কিন্তু বহুদিন অতীত হওয়ার পরও যখন ঐ রূপ সাহায্যের কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না, এমন কি এ সম্বন্ধে কোন সংবাদাদিও পৌছিল না তখন তাহারা ক্রমশঃ হতাশ হইয়া পড়িতে লাগিল। দুর্গের খাদ্য সামগ্রীও ফুরাইয়া আসিল। দুর্গরক্ষী সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করিলে—তাহাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই অবলম্বিত হইবে না, এই আশ্বাস প্রদান করায় দুর্গরক্ষীরা দুর্গদ্বার উন্মুক্ত করিতে উন্মুখ হইল। কিন্তু দুর্গাধ্যক্ষ সফি খানের বিরুদ্ধতায় তাহা প্রথমতঃ সফল হইল না। পরে দুর্গাধ্যক্ষের ভ্রাতা ইসলাম খানের লিখিত বলিয়া একটী জাল পত্র সফি খানের নিকট প্রেরণ করায় অবশেষে তিনি দুর্গ সমর্পণ করিতে সম্মত হইলেন। ২৭শে রমজান (১২ই আগষ্ট) দুর্গ রক্ষী সৈন্যরা—আত্মসমর্পণ করিল। নেকোশীয়র ও তাঁহার অন্যতম ভ্রাতুস্পুত্র "বাবা মোগলকে" বন্দী করিয়া হোসেন আলী খাঁর শিবিরে আনয়ন করা হইল। নেকোশীয়র তথায় স্ত্রীলোকসুলভ কাকুতি মিনতি সহকারে বারম্বার নিজের প্রাণ ভিক্ষা করিলেন। তিনি যে এই বিদ্রোহে লিপ্ত ছিলেননা, বরং তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ করা হইয়াছে তাহা বলিয়া নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণের জন্য ভয়ানক ব্যস্ততা দেখাইলেন। মিত্র সেন আত্মহত্যা করিয়া সৈয়দ ভ্রাতাদের কোপ হইতে রক্ষা পাইলেন। তিন দিন ধরিয়া বিজয় উৎসব চলিল। অবশেষে নেকোশীয়র ও অন্যান্য শাহজাদাকে প্রথমতঃ দিল্লী ও পরে সলিমগড়ের দুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল।

এর পর দুর্গস্থ গুপ্ত ধনাগারের সন্ধান করা হইল। হোসেন আলী নিজে দুর্গমধ্যে আসিয়া ইহার তদারক করিতে লাগিলেন। জাহাঁদার শাহ আগ্রা আসিয়া গুপ্তধনাগার আবিষ্কারের যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। সম্রাট আলমগীরের আমলের যে সব বরখাস্ত-করা দুর্গরক্ষী

www.ahlehadeethbd.org

সৈন্য তখনও জীবিত ছিল তাহাদিগের সন্ধান করিয়া দুর্গ মধ্যে লইয়া আসা হয় এবং তাহাদিগকে প্রচুর পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া তাহাদের সাহায্যে মৃত্তিকার অভ্যন্তরস্থ ধনাগার আবিষ্কৃত হইল। উহার মধ্যে এক স্থানে পাঠান সম্রাট সেকেন্দর লোদীর আমলের (১৪৮৮—১৫১৬ খৃষ্টাব্দ) ৩৫ লক্ষ তঙ্কা পাওয়া গেল। অন্য স্থানে বাদশাহ শাহ্‌জাহানের আমলের ৭৫ লক্ষ রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া গেল। সম্রাট আকবরের আমলেরও ১০ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইল। এই সব ধনরত্নের হিসাবের কাগজ পত্রও পাওয়া গেল। উহা হইতে দেখা গেল যে, সম্রাট আলমগীর নিজে তৎকালীন আমীরুল-উমারা শায়েস্তাখানের তত্ত্বাবধানে এই সব অর্থ তথায় প্রোথিত করিয়াছিলেন। তারপর আলমগীরের দীর্ঘকালব্যাপী ক্রমাগত—দাক্ষিণাত্যে অবস্থান ও তথায় তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় এর সন্ধান কেহ পায় নাই। একটি পেটিকার মধ্যে মণি মুক্তা খচিত নূরজাহান বেগমের ব্যবহৃত—একখানা বহু মূল্যবান শাল পাওয়া গেল। তাহা ছাড়া সম্রাট জাহাঙ্গীরের একখানা মূল্যবান তরবারী এবং মমতাজ-মহলের সমাধির উপর আচ্ছাদন রূপে ব্যবহার করার জন্য নির্ম্মিত একখানা মণিমুক্তা-হিরা-জহরত খচিত বহু মূল্যবান আস্তরণও পাওয়া গেল। নগদ মুদ্রা ও এই-সব দ্রব্যের মূল্য ধরিয়া উহাদের মূল্য তৎকালীন মুদ্রায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। কাফি খাঁর মতে—উহাদের মূল্য ৩ কোটী মুদ্রার কম ছিল না।

রফিউদ্দৌলা ও কুতুবুল্‌মুল্কের আগ্রা যাত্রা

রাজা জয়সিংহ কর্ত্তৃক অম্বর পরিত্যাগ ও আগ্রা অভিমুখে যাত্রার সংবাদ দিল্লী পৌঁছাইলে আবদুল্লাহ্ খাঁ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। অনেক চিন্তার পর তিনি স্থির করিলেন যে, অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া স্বয়ং সম্রাটকে লইয়া তাঁহারও আগ্রার দিকে অভিযান করা একান্ত প্রয়োজন। তদনুযায়ী সৈয়দ খান জাহানের উপর রাজধানী ও প্রাসাদের কর্ত্তৃত্ব ভার অর্পণ করিয়া তাঁহারা উভয়েই ২৯শে সাবান (১১৩১ হিজরী) আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

হোসেন আলী খাঁ যখন তাঁহাদের দিল্লী পরিত্যাগের কথা জানিতে পারিলেন, তখন তিনি ইহাতে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া অবিলম্বে তাঁহাদিগের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে, রাজা জয়সিংহের রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করার কোন প্রয়োজন নাই, যদি তাঁহাদের মনঃপুত হয় তাহা হইলে তাঁহারা যে স্থানে উপনীত হইয়াছেন, সেই স্থানেই অবস্থান করিতে পারেন; অন্যথায় আগ্রা আগমন করিতে পারেন। ইত্যবসরে হোসেন আলী খাঁ কর্ত্তৃক আগ্রা দুর্গ অধিকারের সংবাদও উজিরের নিকট আসিয়া পৌঁছাইল। যুদ্ধ-লব্ধ ধন-সামগ্রী হইতে তিনি বঞ্চিত হইতে পারেন, এই আশঙ্কা করিয়া উজির সম্রাট সহ ক্ষিপ্রগতিতে আগ্রার দিকে ধাবিত হইলেন। ২০শে শওওয়াল তাঁহারা আগ্রায় পৌঁছাইলেন। যুদ্ধ-লব্ধ ধন-সামগ্রীর বিভাগ লইয়া এখানেও উভয় ভ্রাতার মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইয়া গেল। রাজা রতন চাঁদের মধ্যস্থতায় এবারও উহার একটা আপোষ মীমাংসা হইয়া যায়। আপোষ ব্যবস্থামতে যুদ্ধে লব্ধ ধন-সামগ্রীর মধ্য হইতে যুদ্ধের খরচ পত্র মিটাইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিল তাহার অর্দ্ধেক উজির পাইলেন। এই হিসাব মতে উজিরের ভাগে ২১ লক্ষ টাকা পড়িল। বাদশাহ জাহাঁগীরের তরবারী ও বেগম নূরজাহানের শাল সম্রাট নিজে রাখিয়া দিলেন।

রফিউদ্দৌলার অসুস্থতা ও মৃত্যু

রফিউদ্দৌলার স্বাস্থ্য গোড়া হইতেই ভাল ছিল না। তদুপরি বরাবর অহিফেন সেবনে তাঁহার স্বাস্থ্য আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। সিংহাসন আরোহণের পর হঠাৎ এই দীর্ঘস্থায়ী অভ্যাস পরিত্যাগ করায় তাঁহার আমাশয় রোগ দেখা দেয়। পথিমধ্যেই এই পীড়া প্রবলাকার ধারণ করে। অবশেষে ৪ঠা বা ৫ই জিলকদ তারিখে বিদ্যাপুর নামক স্থানে শিবির মধ্যে তাঁহার দেহান্তর ঘটে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রফিউদ্দৌলার পীড়া ও মৃত্যু সম্বন্ধে নানাপ্রকার গল্প প্রচলিত আছে। ঐতিহাসিক কামওয়ার খান ইহাকে বিষ প্রয়োগের পরিণতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং এর জন্য সৈয়দ ভ্রাতাদ্বয়কেই দায়ী করিয়াছেন। কিন্তু এই অভিযোগের সত্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ বিরাজমান। যিনি নামে মাত্র সম্রাট ও তাঁহাদের হস্তের ক্রীড়নক ছিলেন তাঁহাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করিয়া অপসারিত করার কোন—কারণ আছে বলিয়া ধারণা করা যায় না। সম্রাটকে অপসারিত করিয়া সৈয়দ ভ্রাতারা যদি নিজেরাই সিংহাসন আরোহণের স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা। অবশ্য এই মর্ম্মে একটী কিম্বদন্তি প্রচলিত আছে যে, তাঁহারা স্থির করিয়াছিলেন যে এই ভাবে তৈমুর বংশকে উজার করিয়া কুতুবুলমুল্ক হিন্দুস্তান এবং হোসেন খাঁ দাক্ষিণাত্য ও মালবের সম্রাট হইবেন।

ফররোখশীয়রের রাজপুত পত্নীকে তদীয় পিতার হস্তে সমর্পণ

সম্রাট রফিউদ্দৌলা ও উজীর আবদুল্লাহ্ খান ইলাহবাদ যাত্রার পূর্ব্বে মহারাজ অজিৎ সিংহকে অগ্রবর্তী সেনাদলের নায়ক নিযুক্ত করিয়া অগ্রে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। ইহাতে তিনি এই আপত্তি উত্থাপন করেন যে, যদি তিনি তাঁহার কন্যাকে (ফররোখশীয়রের বিধবা পত্নী) বাদশাহী হেরেমে রাখিয়া যান, তাহা হইলে তাঁহার কন্যা, হয় বিষ সেবন করিয়া আত্মহত্যা করিবেন, নয় তাঁহার কন্যার নামে কলঙ্ক রটিত হইবে। এই আপত্তি শ্রবণে আবদুল্লাহ্ খাঁ উক্ত মহিলাকে তদীয় পিতার হস্তে সমর্পণের ব্যবস্থা করিলেন। তদনুযায়ী এই মহিলা হিন্দুধর্ম্মের ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত করিয়া হিন্দু ললনার বেশ ধারণ করিলেন। তৎপর তাঁহাকে তাঁহার স্ত্রীধন, মণিমাণিক্য ও হীরা-জহরাতাদি সমেত যোধপুরে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। ঐ সবের মূল্য তৎকালীন মুদ্রায় ১ কোটী টাকার অধিক। এই ব্যবস্থায় মুছলমানদের মধ্যে—বিশেষ করিয়া ওলামাদের মধ্যে ভয়ানক বিক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছিল। প্রধান কাজী নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, যাহাকে একবার ইসলামে দীক্ষিত করা হইয়াছে তাহাকে তাহার বিধর্ম্মী আত্মীয় স্বজনের নিকট ফিরাইয়া দেওয়া শরিঅত বিরুদ্ধ। কিন্তু কে তাহাদের বিক্ষোভে বা প্রতিবাদে কর্ণপাত করেন! মহারাজা অজিত সিংহ ছিলেন সৈয়দ পার্টির একজন প্রধান পরিপোষক। মহারাজা স্বীয় জামাতা ভূতপূর্ব্ব সম্রাট ফররোখশীয়রকে সিংহাসনচ্যুত করার ব্যাপারেও সৈয়দ ভ্রাতাদের সাহায্য করিয়াছিলেন। সুতরাং এহেন মিত্রকে সৈয়দ ভ্রাতারা যে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাঁহার অসঙ্গত দাবী দাওয়া পূর্ণ করিতে দ্বিধাবোধ করিবেন না, তাহাতে আর বিচিত্র কি! ইহার পূর্ব্বে কিন্তু কোন রাজপুত রাজকুমারী বাদশাহী হেরেমে একবার—প্রবেশ করিলে, আর কখনই তাঁহার স্বজনদের নিকট যাওয়ার অনুমতি পান নাই, ফররোখশীয়রের এই বিধবা পত্নী তদীয় পিতৃ প্রাসাদে ফিরিয়া যাইবার পর ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে তাঁহার নাম চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়া যায়।

মোহাম্মদ শাহের সিংহাসন আরোহণ : সৈয়দ ভ্রাতাদের সর্ব্বময় কর্তৃত্ব

১০ই জিলকদ পর্য্যন্ত রফিউদ্দৌলার মৃত্যু সংবাদ গোপন রাখা হইল। উজীর ও আমীরুল উমারা—উভয়েই যথাবিধি সম্রাট শিবিরে আসা যাওয়া করিয়া এই ভাব দেখাইতে লাগিলেন যে, তাঁহারা নিয়মমাফিক সম্রাটের দরবারে হাজীরা দিতেছেন। ওদিকে অতি সঙ্গোপনে শাহী-বংশীয়দের মধ্য হইতে কাহাকে সিংহাসনে স্থাপন করা যায় তাহার সন্ধান চলিতে লাগিল।

অবশেষে ১১ই জিলকদ, ১১৩১ হিজরী বাদশাহ্ বাহাদুর শাহের চতুর্থ পুত্র মরহুম খুজিস্তা আখতার জাহান শাহের পুত্র শাহজাদা রওশন আখতারকে সঙ্গে লইয়া গোলাম আলী খাঁ বিদ্যাপুর ক্যাম্পে উপস্থিত হইলেন। তৎপর দিবস রফিউদ্দৌলার মৃত্যুর কথা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ঘোষিত হইল; এবং তাঁহার মৃত দেহকে সমাধিস্থ করার জন্য দিল্লীতে প্রেরিত হইল। পরবর্ত্তী সম্রাটের সিংহাসন আরোহণ ও অভিষেক ক্রিয়ার জন্য যথারীতি উদ্যোগ আয়োজনও চলিতে লাগিল।

১৫ই জিলকদ, ১১৩১ হিজরী (২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৭১৯ খৃঃ) শাহজাদা খুজিস্তা আখতার, আবুল ফতেহ নাসির উদ্দিন মোহাম্মদ শাহ বাদশাহ গাজী নাম ধারণ করিয়া বিদ্যাপুর শিবিরেই সিংহাসন আরোহণ করিলেন। সিংহাসন আরোহণের সময় তাঁহার বয়স চান্দ্র মাসের হিসাব অনুযায়ী ১৮ বৎসর হইয়াছিল। তিনি বেশ সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহার নামে নূতন সিক্কা প্রচলিত করা ও জুমার খোতবায় তাঁহার নাম যোজিত করা ছাড়া, দেশ শাসনের অন্য সমস্ত ব্যবস্থা পূর্ব্ববতই চলিতে লাগিল। সৈয়দ হিম্মত খাঁ পূর্ব্ববর্ত্তী দুই সম্রাটের ন্যায় এই নব সম্রাটেরও শিক্ষক ও অভিভাবক পদে নিযুক্ত থাকিলেন। মোহাম্মদ শাহ তাঁহার প্রতি যথারীতি সম্মান দেখাইতেন এবং তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে জুমার নামাজ পড়িবার জন্য সাধারণ মসজিদে পর্য্যন্ত যাইতেন না। এইভাবে সমস্ত বিষয়ে সৈয়দদের সর্ব্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল।

জয়সিংহের সহিত বিবাদ নিষ্পত্তি

স্থির হইল যে নব সম্রাট শেখ সেলিম চিস্তির মাজার জিয়ারত করিয়া আজমীরে খাজা মঈনউদ্দিন চিস্তির মাজার জিয়ারতে গমন করিবেন। আজমীর গমনের মূল উদ্দেশ্য হইতেছে রাজা জয়সিংকে ভীতি প্রদর্শন। মহারাজা যে তাঁহার রাজধানী অম্বর হইতে বহির্গত হইয়া আগ্রার দক্ষিণ পশ্চিম দিকে প্রায় ৮০ মাইল দূরে অবস্থিত টোডাতালাব পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। রাজপুতদের চিরাচরিত প্রথানুযায়ী, হয় জয় না হয় মৃত্যু—এই প্রতিজ্ঞা করিয়া রাজধানী হইতে তিনি বহির্গত হইয়াছিলেন এবং তিনি ও তাঁহার অনুচরবৃন্দ এই প্রথা অনুযায়ী গেরুয়াবস্ত্র পরিধান ও তৃণমণ্ডিত মস্তকাবরণ ধারণ করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া তিনি প্রকাশ্য ভাবে ঘোষণাও করিয়া দিয়াছিলেন যে, অম্বর নগরী তিনি ব্রাহ্মণদিগকে দান ও দক্ষিণা হিসাবে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন।

জয়সিংহকে বশ্যতা স্বীকারে সম্মত করাইবার ভার মহারাজা অজিৎসিংহ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে যে দীর্ঘসূত্রতার নীতি অবলম্বন করিলেন তাহা হোসেন আলী খাঁর ন্যায় তেজস্বী প্রকৃতি লোকের পছন্দ হইবার কথা নয়। কাজে কাজেই ফতেপুরসিক্রী হইতে আজমীরের দিকে অভিযানের কথাই স্থির হয় এবং তদনুসারে—নিকটবর্ত্তী স্থানে শিবিরের গমনাগমন চলিতে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আজমীর অভিমুখীন অভিযান কিছুই হয় না। ইত্যবসরে নব সম্রাটের মাতা (যিনি তৎকালে নওয়াব কুদসীয়া নামে পরিচিতা হইলেন) দিল্লী হইতে ঐ ক্যাম্পে আসিয়া পৌঁছাইলেন। সম্রাট-মাতা তথায় আসিয়া এমন ব্যবহার করিলেন যাহাতে সৈয়দ ভ্রাতারা তাঁহার সম্বন্ধে কোনও প্রকার সন্দেহ পোষণ করার কারণ পাইলেন না। তাঁহার নিজ খরচার জন্য মাসিক ৫০০০০৲ টাকা বরাদ্দ করা হইল।

অবশেষে জয়সিংহের সহিত মিটমাটের আলাপ আলোচনা ফলপ্রসূ হইল। কিন্তু ইহার জন্য সৈয়দ ভ্রাতাদিগকে প্রভূত মূল্য দিতে হইল। কুড়ি লক্ষ টাকা লইয়া জয়সিংহ টোডাতালাব হইতে শিবির উঠাইয়া অম্বরের দিকে ফিরিয়া গেলেন। এই অর্থ প্রদানের হেতুবাদ স্বরূপ বলা হইল যে, ব্রাহ্মণদের নিকট হইতে অম্বর নগরী পুনরায় ক্রয় করিয়া লইবার জন্য এই পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। জনসাধারণের নিকট প্রচার করা হইল যে, অজিৎসিংহের এক কন্যার সহিত জয়সিংহের বিবাহ ধার্য্য হওয়ায়—বিবাহের যৌতুকস্বরূপ এই অর্থ প্রদান করা হইল।

এই আপোষ নিষ্পত্তির অন্যতম শর্ত্ত স্বরূপ স্থির হইল যে, অজিৎসিংহের অধীনস্থ গুজরাট সুবার অন্তর্গত পরগণা সোরাত বা সৌরাষ্ট্রের ভার জয়সিংহ প্রাপ্ত

(৬৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

www.ahlehadeethbd.org

ইমাম বোখারীর (রঃ) প্রতি বিশ্বমোছলেমের শ্রদ্ধা নিবেদন ও সন্দীহানগণ কর্তৃক পরীক্ষা গ্রহণ

আবুল কাছেম মোহাম্মদ হোছাইন,
বাসুদেবপুরী।

ইমামুল মোহাদ্দেছীন আবু আবদুল্লাহ—মোহাম্মদ বিন্ ইছমাইল বোখারীর অসাধারণ পাণ্ডিত্ব ও বিদ্যাবত্তার কথা শ্রবণ করিয়া দেশ বিদেশের লোক তাঁহাকে দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত। যখন তিনি কোন সহরে শুভাগমন করিতেন তখন তাঁহার চেহারা মোবারক দর্শনের জন্য চতুর্দিক হইতে এত লোকের সমাগম হইত যে তাঁহার উপস্থিতি স্থানে তিল ধারণের স্থান অবশিষ্ট থাকিত না। শিক্ষা সমাপন করিয়া যখন তিনি স্বীয় জন্মভূমি বোখারায় প্রত্যাগমন করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন এবং বোখারার অধিবাসীবৃন্দ তাঁহার আগমন বার্তা শুনিতে পায়, তখন শহরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই তাঁহার শুভাগমন প্রতীক্ষায়—সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকে। তাঁহার সাদর সম্বর্ধনার্থে শহরের বহির্দেশে তিন মাইল পর্যন্ত সামিয়ানা ও অসংখ্য তাবু খাটান হয়। শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে এমন কেহই ছিলেন না যিনি তাঁহার অভ্যর্থনায় যোগদান করেন নাই। নগর প্রান্তে উপনীত হইলে নগরবাসীগণ অত্যন্ত আড়ম্বর ও জাঁকজমক সহকারে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সহরে প্রবেশ করে। অতঃপর তাঁহাকে তাহারা সমস্ত সহর—প্রদক্ষিণ করাইয়া একটি প্রীতিভোজের দ্বারা আপ্যায়িত করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মঙ্গল কামনায় দীন দরিদ্র ব্যক্তিগণকে ভূরি ভোজনে তৃপ্ত ও অজস্র মুদ্রা ও মিষ্টান্ন বিতরণ করান হয়।

ইমাম ছাহেব যখন নিশাপুরে শুভাগমন করেন তখন সেখানেও তাঁহাকে এই রূপ বিপুল অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়। ইমাম মোছলেম বর্ণনা করিতেছেন, "নিশাপুরের অধিবাসীগণ তাঁহার শুভাগমনের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার সম্বর্ধনার জন্য সম্মুখে দুই দুই তিন তিন মঞ্জিল পর্যন্ত গিয়া উপস্থিত হন। তাঁহারা এমন ধূমধামের সহিত তাঁহাকে লইয়া নগরে প্রবেশ করেন যে, অদ্যাবধি কোন প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাট বা অপর কোন বিদ্বান ব্যক্তিকে এই রূপ সৌভাগ্য লাভ করিতে আমি দেখি নাই।" মোহাম্মদ বিন মনছুর বলিতেছেন, "তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য চারি সহস্র অশ্বারোহী যোগদান করিয়াছিল, এদ্ব্যতীত পদাতিক, গর্দভ ও খচ্চারোহীগণের সংখ্যা কত ছিল, তাহা নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে।" (১)

এইরূপ তাঁহার বসরা আগমনের সংবাদ প্রচারিত হইলে তথায়ও বিপুল উৎসাহের সঞ্চার হইয়া যায়। ইউছুফ বিন মারওয়াজি বলিতেছেন, "আমি একবার

(১) الفوائد الدراري

(৬৫ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

হইবেন। গুজরাটের অবশিষ্ট অংশ অজিৎসিংহের—অধীনে থাকিবে এবং তাহা ছাড়া তিনি সমগ্র আজমীর সুবারও ভার প্রাপ্ত হইবেন। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী রাজধানী দিল্লীর ৬০ মাইল দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদ্র উপকূলস্থ সুরাট বন্দর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল এই দুই রাজপুত রাজার অধিকারভুক্ত হইল। পরবর্তী ঘটনা হইতে প্রমাণিত হয় যে, এই দুই রাজার বিশ্বাসঘাতকতা মূলক মনোবৃত্তির ফলেই মারাঠারা শনৈঃ শনৈঃ উত্তর ভারতের দিকে তাহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই ব্যবস্থার দ্বারা সৈয়দ ভ্রাতারা ভারতে হিন্দু শক্তির পুনরুত্থানেরই পরোক্ষ সাহায্য করিয়াছিলেন। —ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বসরার জামে মছজিদে উপস্থিত ছিলাম। একজন নকীবকে চীৎকার করিয়া ঘোষণা করিতে শুনিলাম, “বসরার শিক্ষিত মণ্ডলী, মোহাম্মদ বিন ইছমাইল বোখারী এখানে আগমন করিয়াছেন।” এই ঘোষণা বাণী প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সাদর অভ্যর্থনার জন্য চতুর্দিক হইতে বহু লোকের সমাবেশ হইতে লাগিল। আমিও তাহাদের সহিত গিয়া মিলিত হইলাম। দেখিলাম ইমাম বোখারী একজন নব্য যুবক, তাঁহার শ্মশ্রু গুম্ফগুলি সম্পূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ। তিনি একাকী একটি স্তম্ভের পশ্চাতে নফল নামাজ আদা করিতেছেন। নামাজ শেষ হইলে চতুর্দিক হইতে সকলে তাঁহাকে পরিবেষ্টিত করিয়া ফেলিল। জন সমুদ্র কিয়ৎকালের জন্য নিস্তব্ধ ভাব ধারণ—করিল। অতঃপর বসরার কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তি ইমাম ছাহেবের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া —হাদীছ লিখাইবার মছলিছ مجلس املا স্থাপনের জন্য দরখাস্ত পেশ করিলেন, ইমাম ছাহেব তাঁহাদের আন্তরিক আগ্রহ দর্শনে উহা মঞ্জুর করিলেন। বসরার জামে মছজিদে এই সংবাদ আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করা হইল। পর দিবস অতি প্রত্যূষ হইতে ফোকাহা, দার্শনিক, মোহাদ্দেছীন ও হাফেজগণ দলে দলে নির্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইতে লাগিলেন। অত্যল্পকাল মধ্যে সহস্র সহস্র ব্যক্তি জমা হইয়া গেলেন। নির্দিষ্ট সময়ে ইমাম ছাহেব মেম্বরে উপবেশন পূর্বক সর্বপ্রথম এই বলিয়া সম্বোধন করিলেন, “বসরার অধিবাসীবৃন্দ, আপনারা আমার—নিকট ‘এম্লার’ মজলিছের জন্য আবেদন করিয়াছিলেন, আমি সানন্দে উহা মঞ্জুর করিয়াছি। এক্ষণে আমি এই বিখ্যাত বসরা নগরীতে যে সমস্ত হাদীছ আপনাদের নিকট নাই, সেই গুলি বর্ণনা করিতে ইচ্ছা করি।” এতদ্শ্রবণে বসরার শিক্ষিত সম্প্রদায় সকলেই অত্যন্ত বিস্ময় বোধ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের উৎকণ্ঠা দ্বিগুণ বর্ধিত হইয়া উঠে। অতঃপর তিনি একটি হাদীছ এই ভাবে লিখাইতে আরম্ভ করেন,—

حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة بن رواد العتكى بلدتكم قال ثنا ابى عن شعبة عن منصور وغيره عن سالم بن ابى الجعد عن انس بن مالك ان اعرابيا جاء الى النبى صلعم فقال رسول الله صلعم الرجل يحب القوم (الحديث)

এই হাদীছটি লিখাইবার পর তিনি বলিলেন, “বসরার অধিবাসীগণ, আমি যে হাদীছটি আপনাদের নিকট বর্ণনা করিলাম সেই হাদীছটি মনছুরের মধ্যবর্তিতায় আপনাদের নিকট পৌঁছে নাই। বরং অপরের মধ্যবর্তিতায় পৌঁছিয়াছে।”

ইউছুফ বিন্ মুছা বলিতেছেন, “ইমাম ছাহেব একটি পূরা মজলিছে এইভাবে হাদীছ লিখাইতে লাগিলেন এবং প্রত্যেক হাদীছ বর্ণনার পর পর বলিতে লাগিলেন, এই হাদীছটি অমুক সূত্রের দ্বারা আপনাদের নিকট পৌঁছে নাই. বরং অপর সনদের সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। (১)

ইমাম কুতায়বা বিন্ সাঈদ বলিতেন,—“আমি বহুকালাবধি খ্যাতনামা ওলামাগণের সাহচর্যে—কাটাইয়াছি, কিন্তু যখন হইতে আমার জ্ঞানসঞ্চার হইয়াছে তদবধি আমি মোহাম্মদ বিন্ ইছমাঈলের ন্যায় সর্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তি আর কাহাকেও দেখি নাই।”

ইমাম ছাহেব যখন অল্প বয়স্ক ছিলেন, তখন তাঁহার শিক্ষকগণ তাঁহার খোদাপ্রদত্ত অসীম স্মৃতি শক্তি দর্শন করিয়া বলিতেন, ‘এই বালক অসাধারণ ও অদ্বিতীয় বটে!’ (২)

একদা আহ্মদ বিন হাফ্ছ তাঁহার মুখ মণ্ডলের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, ‘একদিবস জগতে ইঁহার ডঙ্কা هذا يكون له صيت বাজিবে’। ছোলায়মান বিন্ হরবও একদিন —এবম্প্রকার উক্তি করিয়াছিলেন।

হাশেদ বিন ইছমাইল বর্ণনা করিতেছেন, “ইমাম বোখারী বসরার মোহাদ্দেছগণের শিক্ষাগারে আমাদের সহিত যোগদান করিতেন। কিন্তু লিখিবার

(১) الفوائد الدرارى

(২) مقدمة فتح البارى

www.ahlehadeethbd.org

সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ থাকিত না। এই অবস্থায় কিছুদিন অতিবাহিত হইলে আমরা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিতে লাগিলাম, আপনি অনর্থক মূল্যবান সময়-গুলি নষ্ট করিয়া ফেলিতেছেন, আমাদের এই — অভিযোগগুলি শুনিতে শুনিতে একদিবস তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন,— قد اكثرتم علي আপনারা আমার উপর সীমা অতিক্রম — করিয়া চলিয়াছেন। আচ্ছা বেশ কথা, এত দিন পর্যন্ত আপনারা যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন তাহা আমার নিকট উপস্থিত করিয়া পাঠ করুন। তখন একে একে আমরা সকলে আপনাপন লিখিতাংশ গুলি বাহির করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় যখন আমাদের সকলের পাঠ শেষ হইল তখন ইমাম ছাহেব আমাদের লিপিবদ্ধ অংশ গুলি সমস্তই হুবহু মুখস্থ আবৃত্তি করিয়া শুনাইয়া দিলেন। এতদুপরি আরও পনর সহস্র হাদীছ আমাদিগকে শুনাইলেন, এমন কি, আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ লিখিত হাদীছগুলি তাঁহার মৌখিক আবৃত্তি হইতে সংশোধন করিয়া লইলাম।" (১)

আজহার সাজাস্তানী বর্ণনা করিতেছেন, আমরা ছুলায়মান বিন্ হরবের শিক্ষাগারে উপস্থিত হইতাম। ইমাম বোখারীও আমাদের সহিত যোগদান করিতেন। তিনি হাদীছ কেবলমাত্র শ্রবণ করিতেন, লিপিবদ্ধ করিতেন না, এ জন্য কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইনি লিপিবদ্ধ করেন না কেন? অনুসন্ধানে জানা গেল তিনি যখন বোখারায় গমন করেন তখন এখানকার (মক্কার) হাদীছগুলি সেখানে গিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া লন।

ছুলায়মান বিন হরব (—২২৪ হিঃ) তাঁহার আপন যুগে উচ্চ শ্রেণীর হাফেজুল হাদীছগণের অগ্রণী ছিলেন এবং মক্কা মোয়াজ্জমায় কাজীপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিখ্যাত মোহাদ্দেছ শো'বা, জারির বিন্ আরেম প্রভৃতি তাঁহার শিক্ষাগুরু এবং ইয়াহইয়া বিন্ কাত্তান ও মোহাম্মদ বিন্ জাফর তাঁহার প্রসিদ্ধ শিষ্য ছিলেন। তাহার স্মৃতি-শক্তি এতই প্রখর ছিল যে, তিনি দশ সহস্র হাদীছ মৌখিক রেওয়াত করিয়াছেন, অথচ কোন দিন কেতাব হস্তে ধারণ করেন নাই। আবু হাতেম বর্ণনা করিতেছেন, একবার আমি— বাগ্‌দাদ নগরে তাঁহার শিক্ষাগারে উপস্থিত ছিলাম। তাঁহার শিষ্যগণের সংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার হইবে। ইনি ইমাম বোখারীর ওস্তাদ ছিলেন। এমন একজন প্রতিভাসম্পন্ন ও খ্যাতনামা মোহাদ্দেছ হওয়া সত্ত্বেও তিনি ইমাম বোখারীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন, بين لنا اغلاط شعبة আপনি শোবার ভুল ভ্রান্তিগুলি আমাদের নিকট বর্ণনা করুন।

শরহু আলাফিয়া, শরহু বোখারী, তওয়ারীখ গ্রন্থসমূহ, মকদ্দমাতুল ফতহ, তমিজুল-মোশকাল, তাহজিবুল আছমা, তাবাকাতে কোবরা লিস্ সবকী, তাবাকাতে হানাবেলা, মিরকাত শরহে মিশকাত প্রভৃতি গ্রন্থে বাগদাদে ইমাম ছাহেবকে হাদীছ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের একটি অভিনব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার ঘটনা সবিস্তার বিবৃত হইয়াছে। উহার সংক্ষিপ্ত-সার নিম্নে প্রদত্ত হইল।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এই সময় ইছলাম জগতের বিশ্ববিশ্রুত রাজধানী বাগদাদ জগতের শ্রেষ্ঠতম শিক্ষাকেন্দ্র রূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছে। এই সময় মহানগরী বাগদাদের অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের সংখ্যা নিরূপণের জন্য গণনা কার্য আরম্ভ হয়। যে সমস্ত কৃতবিদ্য চিকিৎসকগণ পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, গণনায় তাঁহাদেরই সংখ্যা দাঁড়াইল নয় শত যে নগরীতে পরীক্ষোত্তীর্ণ ও সার্টিফিকেট প্রাপ্ত চিকিৎসকের সংখ্যাই ৯০০ শত তথায় দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, অধ্যাপক, ফোকাহা, মোহাদ্দেছীন প্রভৃতির সংখ্যা কত হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। মোহাদ্দেছীন প্রসঙ্গে মোসলেম বিন ইব্‌রাহীম বর্ণনা করিতেছেন, "আমি একমাত্র বাগদাদ নগরীতে অবস্থান করিয়া আটশত অধ্যাপকের নিকট হইতে হাদীছ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি। এই সমস্ত হাদীছ শাস্ত্রবিদ্ অধ্যাপকগণ সকলেই শায়খ উপাধী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

(১) الفوائد الدارى

www.ahlehadeethbd.org

ইমাম বোখারী যখন এহেন বাগদাদ নগরীতে পদার্পণ করিলেন, সেই সময় তাঁহার খোদাপ্রদত্ত অসাধারণ স্মৃতি শক্তি এবং হাদীছ শাস্ত্রে অগাধ পণ্ডিত্বের কথা ইছলাম জগতের চতুর্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার এই জগৎ জোড়া প্রতিভার সত্যাসত্য পরীক্ষার জন্য তদানীন্তন বাগদাদ নগরীর মোহাদ্দেছগণের অন্তরে একটি বাসনা জাগ্রত হইয়া উঠিল। তাঁহারা ইমাম ছাহেবের স্মৃতিশক্তি ও পাণ্ডিত্ব পরীক্ষার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়া এক অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করিলেন।

স্থির হইল, এক শতটি হাদীছ নির্বাচনপূর্বক এক একটি হাদীছের সনদকে অপর হাদীছের মতনের সহিত সংযোজিত করিতে হইবে। দশজন নির্বাচিত ব্যক্তির প্রত্যেকেই দশটি করিয়া হাদীছ অন্য দশটী হাদীছের সনদের সহিত যুক্ত করিয়া পাঠ করিবেন এবং ইমাম ছাহেবকে উহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবেন। যুক্তি অনুসারে কাজ করার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করিয়া একটি সাধারণ সভা আহূত হইল। ইমাম ছাহেবকে পরীক্ষা করার বারতা— চতুর্দিক প্রচারিত হইল। মহানগরীর যাবতীয় সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং বিজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ লোক দলে দলে আসিয়া নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। অতঃপর পূর্ব ব্যবস্থামত এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার উপর ন্যস্ত দশটী হাদীছের একটি অন্য সনদসহ পাঠ করিলেন। পাঠান্তে— জিজ্ঞাসিত হইয়া ইমাম ছাহেব উত্তর করিলেন, لاادری আমি অবগত নহি। দ্বিতীয় হাদীছ পঠিত হওয়ার পরও তিনি একই ভাবে বলিলেন, لاادری আমি অবগত নহি, এই ভাবে ১ম ব্যক্তি দশটি হাদীছ পর পর পাঠ করিয়া শোনানর পর ইমাম ছাহেব প্রত্যেকটির উত্তরে ঐ একই রূপ 'অবগত নহি' কথার পুনরাবৃত্তি করিলেন। অতঃপর দ্বিতীয় ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইয়া এক দুই করিয়া প্রথম ব্যক্তির ন্যায়ই দশটি হাদীছ আবৃত্তি করিলেন। এই রূপ একাদিক্রমে দশ ব্যক্তিই সর্বমোট একশত হাদীছ পাঠ করিয়া শুনাইলেন, ইমাম ছাহেব— প্রত্যেকটির উত্তরে একই ভাবে لاادری আমি অবগত নহি—এই জওয়াব প্রদান করিলেন। সভাস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে যাহারা অনভিজ্ঞ ছিল তাহারা বিরক্ত ও হতাশ হইয়া পড়িল, তাহাদের এই প্রত্যয় জন্মিল যে, ইমাম ছাহেব পরীক্ষায় সম্পূর্ণ অকৃতকার্য ও পরাজিত হইলেন। তাহারা ভাবিল ইমাম— ছাহেবের বহু প্রচারিত স্মৃতি শক্তি ও বিদ্যাবত্তার কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। কিন্তু জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সবই বুঝিতে পারিলেন এবং বলিয়া উঠিলেন, فهم الرجل হাঁ, ইমাম ছাহেব ইহাদের চাতুরী বুঝিয়া ফেলিয়াছেন।

অতঃপর ইমাম ছাহেব স্ফীত বক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া প্রথম হাদীছ বর্ণনাকারীকে সম্বোধন পূর্বক তাহার প্রশ্নের প্রথম হাদীছটি তাঁহারই ন্যায় অবিকল বিকৃত সনদসহ আবৃত্তি করিয়া বলিলেন,—

اما حديثك الاول فبهذا الاسناد خطاء و صوابه كذا

আপনার প্রথম বর্ণিত হাদীছের সূত্রটি ভুল, উহার সহিহ সনদ এই রূপ। এই রূপে এক দুই করিয়া দশ জন প্রশ্নকারীর একশত হাদীছের প্রত্যেকটি ঠিক বর্ণিত আকারে পুনরাবৃত্তি করিয়া তন্মধ্যস্থিত ভুলগুলি পৃথক পৃথকভাবে বাহির করিয়া এবং— প্রত্যেক হাদীছের সনদগুলিকে সংশোধন করিয়া দিয়া সকলকে চমৎকৃত ও বিস্ময়াভিভূত করিয়া ফেলিলেন। মহানগরী বাগ্‌দাদের আপামর জনসাধারণ তাঁহার দক্ষতা ও কৃতিত্বে মুগ্ধ হইয়া লক্ষ কণ্ঠে তাঁহার গুণগাঁথা কীর্তন করিতে লাগিলেন।

মিরকাত লেখক বলিতেছেন—

فبهر الناس عند ذالك واذعنوا له

বিজ্ঞ ও দক্ষ পণ্ডিতের নিকট অশুদ্ধ সূত্রগুলি শুদ্ধরূপে বর্ণনা করিয়া দেওয়াটাই খুব কঠিন কাজ ও বড় কথা নহে। কিন্তু এক্ষেত্রে আশ্চর্য বিষয় এই যে, উপস্থাপিত একশত অশুদ্ধ সূত্রের হাদীছ সমূহ একবার মাত্র

www.ahlehadeethbd.org

শ্রবণ করিয়া বর্ণিত প্রকরণ ও তরতিব সহকারে অবিকল পরক্ষণেই আবৃত্তি করা এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটির ভুল প্রদর্শন ও সহিহ্ সনদের উল্লেখ করিতে সক্ষম হওয়া মোটেই সহজ কথা নহে।"

এই রূপে বাগ্দাদের পালা শেষ হওয়ার পর তিনি সমরকন্দে গমন করেন। সেই সময় সমরকন্দ সহরে ৪০০শত প্রসিদ্ধ মোহাদ্দেছ বিরাজমান ছিলেন। পূর্ব হইতেই ইমাম ছাহেবের প্রতিভার কথা—অবগত হইলেও তাঁহারা স্বয়ং তাঁহাকে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাহিলেন, সম্ভবতঃ ইহাই ছিল সেই যুগের রেওয়াজ। সমরকন্দের সমস্ত ওলামা একজোট হইয়া ফন্দিফিকির ঠিক করিয়া লইলেন। আহুত সভার বিরাট অধিবেশন ৯ দিবস পর্য্যন্ত চলিল। ইমাম ছাহেবকে পরাজিত করার জন্য তাঁহারা তাঁহাদের শক্তির শেষ জাররা পর্যন্ত ব্যয় করিলেন। তাঁহারা শ্যামবাসীগণের হাদীছ ইরাক বাসীগণের ছনদের সহিত, হেজাজবাসীগণের মতন গুলি ইয়ামানীগণের সনদের সহিত মিশ্রিত করিয়া ইমাম ছাহেবের সম্মুখে উপস্থিত করেন। কিন্তু তাহাদের সব চেষ্টা, সব পরিশ্রম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ইমাম ছাহেব অত্যন্ত দক্ষতার সহিত বিকৃত সনদ ও হাদীছগুলি হইতে বিশুদ্ধ সনদ ও হাদীছ গুলি পৃথক্ করিয়া দেখাইয়া তাঁহাদের চাতুর্য জনসাধারণে্য প্রকাশ করিয়া দেন। মোল্লা আলী কারী লিখিতেছেন—

فما استطاعوا (اهل سمرقند) مع ذالك ان يغلبوا عليه بسقطة لا فى سند ولا فى متن –

"সনদ ও মতনের এই বিকৃত বর্ণনার কোন দিকদিয়াই সমরকন্দবাসীগণ ইমাম ছাহেবকে পরাজিত করিতে পারিলেন না, বরং নিজেদের পরাজয় স্বীকার-—করিতে বাধ্য হইলেন। অবশেষে তাঁহারা ইমাম ছাহেবের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রতিভার সামনে শির নোয়াইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্বক নিজেদেরকে ধন্য মনে করিলেন।

ইমামুল মোহাদ্দেছীন স্বয়ং তাঁহার স্মৃতি শক্তি সম্বন্ধে বর্ণনা করিতেছেন, "এক দিবস আমি হজরত আনাছ (রাঃ) ছাহাবীর শিষ্য সংখ্যা নির্ণয় করিবার মনস্থ করিলে নিমেষের মধ্যে তিন শত জন শিষ্যের নাম স্মরণ পথে উদিত হইয়া যায়।"

অর্‌রাক বলিতেছেন, "ইমাম ছাহেব এক দিবস রাত্রিকালে বিভিন্ন গ্রন্থ সমূহে যে সমস্ত হাদীছ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা গণনা করিতে আরম্ভ করেন, তাহাতে দুই লক্ষ হাদীছ গণনা করা হয়। তিনি বলেন, যদি আমাকে এখানে বসিয়া নামাজ সম্বন্ধীয় হাদীছ রেওয়ায়ত করিতে বলা হয়, তাহা হইলে একমাত্র সেই সম্বন্ধেই দশ সহস্র হাদীছ রেওয়ায়ত করিয়া দিতে পারি (১) অর্‌রাক ইহাও বর্ণনা করিতেছেন যে, ইমাম বোখারী 'কেতাবুল হেবা' كتاب الهبه নামক এক খণ্ড গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। উহাতে ৫ শত হাদীছ রেওয়ায়ত করিয়াছেন। অথচ ওয়াকি লিখিত 'কেতাবুল হেবায়' দুই কিম্বা তিনটি মাত্র 'মরফু' হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে আর ইবনুল মোবারক লিখিত 'কেতাবুল হেবা'য় ৫ কিম্বা ৬টি হাদীছ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

আবু বকর কালুজানি বলিতেছেন, আমি—মোহাম্মদ বিন ইছমাঈলের ন্যায় সর্বগুণ সমন্বিত ব্যক্তি অপর কাহাকেও দেখি নাই। তিনি যে গ্রন্থখানি একবার উঠাইয়া দেখিয়াছেন উহাই কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছেন। (২)

این سعادت بزور بازو نیست
تانه بخشد خدائے بخشنده – *

---

(১) مقدمة الفتح (২) الفوائد الدراری

* লেখকের 'বোখারী চরিত' এর পাণ্ডুলিপি হইতে সঙ্কলিত।

Contents

শরীয়ত্ ও তরীকত্

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মূল—

আবুল ওফা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী।

এহেন দুই জন মহামান্য বুজর্গের সাক্ষ্য প্রমাণাদির দ্বারা ইহাই সাব্যস্ত হইল যে, শরীয়ত দুই ভাগে বিভক্ত— যাহের ও বাতেন। যাহেরী আমল হইল নামাজ, রোযা, ইত্যাদি এবং বাতেনী অংশ হইল খোদা তায়ালার সহিত বান্দাগণের— ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত করা। যাহেরী আমলসমূহের সঠিক ব্যবস্থা ও নিয়মাদি বাৎলান যাহেরী উলামাগণের কার্য্য আর বাতেনী তায়াল্লুকাত অর্থাৎ খোদায়ী সম্পর্কের দৃঢ়তাসাধন এবং সঠিক ভাবে তাহাতে সফলকাম হওয়া ছুফিয়ায়ে কেরামের সংসর্গ ও সাহচর্য লাভেরই ফল। কিন্তু কে সে ছুফী? যিনি লোমশ আল্খেল্লা বা পশমী বস্ত্রবিশেষ পরিধান করিয়া থাকেন, তিনি? না, কখনই নহে। বরং প্রকৃত ছুফী সেই ব্যক্তি যাঁহার বাতেনী সম্পর্ক শরীয়তের প্রকাশ্য ও অন্তর্নিহিত এই উভয় অংশের উপর পূর্ণ আমল দ্বারা মযবুত ও সুদৃঢ় হইয়াছে। এরূপ তছওওফ ও তরীকতকে ইনকার করিবে কে?

উল্লিখিত তছওওফের উপর আমল করিবার এবং প্রকৃত ছুফী হইবার জন্যই আল্লাহ পাক তাকিদ সহকারে ফরমাইতেছেন—

يـا ايـهاالذيـن امنوا دخلوا فى السلم كافة

অর্থাৎ—হে বিশ্বাসপরায়ণ বান্দাগণ, তোমরা ইছলামের যাহের ও বাতেন উভয় অংশের উপর পুরাপুরিভাবে আমল করিয়া ইছলামকে কামেল ও পূর্ণ কর। কারণ ইখলাছ ও তছওওফের দ্বারা আত্মশুদ্ধি এবং রুহানী উন্নতি বিধান না করিয়া লক্ষ্যহীন ভাবে শুধু শরীয়তের কতকগুলি নিয়মের অনুসরণ করিয়া কোনই লাভ নাই।

এ সম্বন্ধে কোরআন মজিদে স্পষ্ট ভাবে আল্লাহ পাক ফরমাইয়াছেন—

অনুবাদ—

মোহাম্মদ যিল্লুর রহমান আনছারী।

ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب

"উদ্দেশ্যহীন ভাবে শুধু পূর্ব বা পশ্চিমমুখী হওয়াতে কোনই লাভ বা নেকী নাই," কোন সাধক ইহার দিকেই ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছেন—

نماز جاهلان سجده سجود است

نماز عاشقان ترک وجود است

অর্থাৎ কামেল বান্দাদিগের নামাযের বড় অংশ হইল পূর্ণ ইখলাছ ও ঐকান্তিক একাগ্রতা এবং উহার পরিপূর্ণতার উপর তাঁহারা অধিক যত্নবান হন। কতকগুলি সামান্য সামান্য যাহেরী নিয়মের ব্যতিক্রমের জন্য তাঁহারা পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ ও মনোমালিন্যের সৃষ্টি করেন না।

তছওওফের দ্বারা আভ্যন্তরীণ সম্পর্কের পরিপূর্ণতা কিরূপ ভাবে সাধিত হয় তাহার একটি দৃষ্টান্ত হযরত হুজ্জাতুল্লাহ উছতাদুল্ হিন্দ শাহ ওলীউল্লাহ দেহলবী ছাহেব তাঁহার হাম্আত (همعات) নামক পুস্তিকায় এইভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন—

"همه چيز درتحصيل ايـن معنى ازملاحظ مجادبه بيـن الله وعبده چنانچه درحديث قسمت الصلواة بيـنى و بيـن عبدى بدان اشارت است نافع ترزيست"

উক্ত ইবারতের মতলব প্রকাশের পূর্ব্বে ঐ হাদিছের মর্ম্ম অবগত হওয়া আবশ্যক যাহার দিকে শাহ ছাহেব ইঙ্গিত করিয়াছেন—হাদিছ কুদছিতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ বলেন, আমি নামাযকে নিজের মধ্যে ও নিজের বান্দাগণের মধ্যে বণ্টন করিয়াদিয়াছি। যখন আমার বান্দা الحمد لله বলে তখন আমি বলি আমার বান্দা আমার প্রশংসা করিল, যখন আমার বান্দা الرحمن الرحيم বলে তখন আল্লাহ বলিয়া

www.ahlehadeethbd.org

Contents

থাকেন, আমার বান্দা আমার গুণ কীর্ত্তন করিল। আর যখন বলিয়া থাকে مالك يوم الدين তিনি বলেন আমার দাস আমার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিল। আর যখন ايـاك نعبد وايـاك نستعين বলিয়া থাকে আল্লাহ পাক তখন বলেন—

هذا بيني و بين عبدي ولعبدي ماسأل

ইহা আমার ও আমার বান্দার মধ্যে বিভাজ্য অর্থাৎ ইহাতে আমার তা'রীফ এবং বান্দার প্রার্থনা দুইই আছে আর বান্দা যাহা আমার নিকট—চাহিয়াছে তাহা সে পাইবে। আর যখন বলা হয় اهدنا الصراط المستقيم শেষ পর্য্যন্ত, খোদা তখন বলেন—هذا لعبدي ولعبدي ماسأل ইহা আমার বান্দার দুআ এবং সে যাহা প্রার্থনা করিয়াছে তাহা প্রাপ্ত হইবে। এই হইল হাদীছ শরীফের মর্ম্ম যাহার দিকে শাহ ছাহেব ইশারা করিয়াছেন যে, হৃদয়ের অন্ধকার বিদূরিত করিয়া ছাফায়ী এবং পবিত্রতা অর্জনের ইহার চাইতে উপকারী বস্তু আর কিছুই নাই। নামাযী নামাযের মধ্যে রছুলুল্লাহ (صلعم) এর নির্দ্দেশ অনুযায়ী প্রতিটি বাক্যের প্রতি এরূপ ধারণা পোষণ করিবে যে, সে আল্লাহর নিকট হইতে তাহার প্রত্যেক কথার জওয়াব পাইতেছে। এই রূপ গওর ও ফিক্‌র এবং অনুধাবন ও অনুশীলন সহকারে নামায পড়াতে অন্তঃকরণে উন্নত মার্গের বিশুদ্ধতা অর্জিত হইয়া থাকে। এটি একটি উপমা মাত্র, সমস্ত কার্য্যের মর্ম এই ভাবেই বুঝিতে হইবে। এই সদ্ অভ্যাসকে মযবুত এবং সুদৃঢ়—করিতে নেক লোকদের সংসর্গ ও সাহচর্য বিশেষ ফলপ্রদ হয় এবং এই কারণেই খোদাতা'লা রছুলুল্লাহ (صلعم) সম্বন্ধে ফরমাইয়াছেন—

يتلوا عليهم ايـاته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة

অর্থাৎ আল্লাহ পাক যে রছুল প্রেরণ করিয়াছেন তিনি আল্লাহর আহকাম মানবগণকে শুনাইয়া থাকেন, তাহাদিগকে শোধিত ও পবিত্র করেন এবং কিতাব ও জ্ঞান শিক্ষা দেন। অত্র আয়তে তা'লিম ও উপদেশ ছাড়া তযকীয়াহ (تزكية) শব্দও প্রয়োগ করা হইয়াছে। এই তাযকীয়াহ অর্থাৎ সংশোধনই হইল তছওওফের গোড়ার কথা এবং এই তাযকীয়াহ (تزكية) তছওওফ ও তরীকতের নিয়মানুবর্বিতা দ্বারা অর্জিত হইয়া থাকে। মোট কথা আভ্যন্তরীণ—বিশুদ্ধতার ফলেই মানুষ নিজের পরওয়ারদিগারের ইবাদত মনোযোগ সহকারে ও একাগ্রচিত্ততার সহিত করিতে অভ্যস্ত হয় ও সাংসারিক জীবন যাপন—করিয়াও দুনিয়ার মোহ মায়া হইতে নির্লিপ্ত থাকিতে সক্ষম হয় এবং তাহার মনে অহরহ এই বাসনাই জাগ্রত হয় যে, আমার প্রভু যেন আমার উপর সন্তুষ্ট থাকেন এবং দুনিয়া হইতে আমাকে যেন ক্ষতি গ্রস্ত হইয়া প্রত্যাগমন করিতে না হয়।

ছুফিয়ায়ে কেরাম এবং পুণ্যবানগণের সংসর্গের উপমা এরূপ মনে করিতে হইবে যেরূপ কোন প্রথম শিক্ষার্থী নিজের মনমত কোন প্রকারে শুদ্ধাশুদ্ধ বর্ণ সংযোগে ইবারত লিখিয়া থাকে, তাহার লিখিত বিষয়ের মর্মও হয়ত বুঝিতে পারা যায় কিন্তু অনুরূপ লেখার যোগ্যতা লইয়া সে কোন সরকারী দফতরে কাজ করিতে পারেনা যে পর্য্যন্ত সে উক্ত বিষয়ে সিদ্ধ হস্ত না হয়। কিম্বা মনে করুন, এক ব্যক্তি পাহলোয়ানদের কুস্তির সমস্ত কৌশলগুলি একই দিনে শিখিয়া লইল কিন্তু ঐ শিক্ষাদ্বারা সে কোন বড় অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ কুস্তিগীরের সহিত মোকাবিলা করিতে সক্ষম হয়না। ঠিক এমনিভাবে মানুষের কোন কোন সময় এরূপ অবস্থা উপস্থিত হয় যে, সে তখন দুনিয়াকে সম্পূর্ণ অনর্থক ও অস্থায়ী মনে করিয়া কিছুক্ষণ একাগ্রচিত্ত হইয়া আল্লাহর দিকে মনোসংযোগ করিয়া থাকে কিন্তু তাহার এই অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হয়না। মনের এই অস্থির অবস্থাকে অবিচল ও অটল রাখিতে হইলে প্রকৃত ছুফিয়ায়ে কেরাম এবং পুণ্যবানদের সাহচর্য ও সংস্পর্শ একান্ত আবশ্যক। এই জন্যই ছাহাবায়ে কেরাম, যাঁহারা ছাইয়েদুল আম্বিয়া রছুলুল্লাহ (صلعم) এর ঘনিষ্ঠ সংসর্গ লাভের সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিলেন তাঁহারা পৃথিবীর সমগ্র মুছলমান হইতে আফজল ও শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হইয়াছেন।

www.ahlehadeethbd.org

তছওওফ ও তরীকতের নতীজা

উপরোল্লিখিত প্রমাণাদির দ্বারা ইহা সুস্পষ্ট রূপে সাব্যস্ত হইল যে, মহামান্য ছুফিয়ায়ে কেরাম ও আওলিয়ায়ে ইযামের প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা, তাঁহাদের সম্মান এবং আদর আপ্যায়ন—ঈমানের চিহ্ন এবং তাঁহাদের সহিত হিংসা, শত্রুতা ও তাঁহাদের প্রতি বিরূপ ধারণা পোষণ করা গুমরাহ্ ও পথভ্রান্ত হওয়ারই আলামত, যেহেতু আল্লাহর অলী ও সাধন-সিদ্ধ পুরুষগণ শরীয়তের এক সঠিক নমুনা বরং তাঁহারাই শরীয়তকে আমল দ্বারা পূর্ণ প্রকাশিত করিয়াছেন। অতএব যে ব্যক্তি এহেন সত্যিকার খোদাপরস্ত আদর্শ ছুফীবৃন্দের সহিত হিংসা ও শত্রুতা পোষণ করে সে কিরূপে ঈমানদার মুছলমান হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। হাদিছ কুদ্ছিতে আছে, আল্লাহ বলিতেছেন,—

من عادى لى وليا فقد اذنته بالحرب

যে ব্যক্তি আমার অলীর সহিত শত্রুতা রাখে আমি তাহাকে আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়ার আহ্বান করিতেছি।

কিন্তু এখন বিবেচ্য বিষয় এই যে, সম্মান ও তা'যিমের অর্থ কি? খৃষ্টান ও মুছলমান উভয় সম্প্রদায়ই হযরত ঈছা আলায়হেছ ছালামের সম্মান করিয়া থাকে, তবে এই তা'যিমের মধ্যে পার্থক্য এই যে, খৃষ্টানগণ হযরত ঈছা আলায়হেছ ছালামকে খোদা, খোদার পুত্র এবং উপাস্যরূপে সম্মান প্রদর্শন করে, অথচ এরূপ সম্মান প্রদর্শনকে মুছলমানগণ কুফর এবং উহাকে তৌহিদের পরিপন্থি মনে করিয়া থাকে, আর হযরত ঈছা (আঃ) নিজেও এরূপ সম্মান কঠোর ভাবে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, প্রকৃত তা'যিম এবং সত্যিকার সম্মান পদবাচ্য হইতে পারে সেই আচরণ যাহা ঐ মুকর্বরম ও সম্মানিত জনের ইচ্ছানুরূপ ও মনঃপুত। বর্ত্তমান সময়ে তা'যিম ও তকরিমের ব্যাপারে যে ভাবে আওলিয়ায়ে ইযাম ও বুজর্গানে দীনের ইচ্ছার বিপরীত এবং তাঁহাদের আদর্শের প্রতিকূল বাড়াবাড়ি ও সীমা অতিক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে উক্ত আচরণকে কিছুতেই তা'যিম বা সম্মান বলা চলেনা বরং উহা তাঁহাদের প্রতি ঘোর অসম্মান এবং অতিশয় বে-আদবি ছাড়া অন্য কিছুই নয়, যাহার দরুন অযথা তাঁহাদিগকে আল্লাহ পাকের দরবারে জওয়াবদিহি করিতে হইবে, যেমন কোরান মজিদে হযরত ঈছা আলায়হেছ ছালাম এবং অন্যান্য ছালেহীনদের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

و يوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول ءانتم اضللتم عبادى هؤلاء ام هم ضلوالسبيل قالوا سبحنك ما كان ينبغى لنا ان نتخذ من دونك من اولياء ولكن متعتهم و ابائهم حتى نسوالذكر و كانوا قوما بورا — الفرقان - ١٧-١٨ اياة —

অর্থাৎ যে দিবস ঐ সকল রছুল ও আওলিয়াগণকে এবং যাহারা তাঁহাদের পূজা অর্চ্চনা করিত তাহাদিগকে আল্লাহ্ পাক একত্রিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন। তোমরাই কি আমার এই সকল বান্দাদিগকে গুমরাহ করিয়া ছিলে, না তাহারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হইয়াছিল? তাঁহারা বলিবেন হে পবিত্র আল্লাহ্ আমাদের এ অধিকার এবং যোগ্যতা ছিল না যে, আমরা তোমাকে ব্যতীত অন্য কাহাকেও অলী বা অভিভাবক রূপে গ্রহণ করি, পরন্তু তুমিই তাহাদিগকে ও তাহাদের পিতা পিতামহদিগকে প্রশস্ততা প্রদান করিয়াছিলে, অতঃপর তাহারা উপদেশ বিস্মৃত হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। সব চাইতে বড় বে-আদবী ও ধৃষ্টতা বুজর্গানে দীন এবং আওলিয়ায়ে কেরামের সহিত এই করা হইয়া থাকে যে, তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাদের নিকট সাহায্য ভিক্ষা এবং স্বীয় অভিষ্ট কামনা ও অভাব পূরণের প্রার্থনা করা হয়, যথা বড় পীর হযরত কুতুবে রব্বানী শেখ আবদুল কাদের জীলানীকে (رح) সম্বোধন করিয়া এই ওযিফা উচ্চারণ করা,—

امداد كن امداد كن ازبند غم آزاد كن
دردين و دنيا شاد كن يا شيخ عبد القادرا —

অর্থাৎ সাহায্য কর, সাহায্য কর, দুঃখ ও চিন্তার বন্ধন

www.ahlehadeethbd.org

হইতে মুক্ত কর, ইহকাল ও পরকালে আনন্দ দান কর, হে শায়খ আবদুল কাদের! কিম্বা— شيأ لله يا عبدالقادر হে পীর সাহেব আবদুল কাদের কিছু আল্লাহর ওয়াস্তে প্রদান কর, ইত্যাদি, ইত্যাদি অথচ ইহার প্রতিবাদে স্বয়ং হযরত মহবুবে ছুবহানী হযরত বড় পীর শায়খ আবদুল কাদের জীলানী (رح) তাঁহার বিখ্যাত কেতাব ফতুহুল গায়েব নামক গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাছ (রাঃ) হইতে একটি হাদিছ উদ্ধৃত করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন—

اذاسألت فاسئل الله واذا استعنت فاستعن بالله و لوجهد العباد ان ينفعوك بشئ لم يقضه الله لك لم يقدروا عليه ولوجهدالعباد ان يضروك بشئ لم يقضه الله عليك لم يقدروا الى ان قال فينبغى لكل موسن ان يجعل هذا الحديث مرئة لقلبه وشعاره ودثاره وحديثه فيعمل به فى جميع حركاته و سكناته حتى يسلم فى الدنيا و الاخرة و يجدالعزة فيهما برحمة الله عز وجل - (مقالة ٤٣)

অর্থাৎ যখন তোমরা যাচ্ঞা কর আল্লাহর নিকটই কর, যখন সাহায্য প্রার্থনা কর তখন তাঁহারই নিকটে সাহায্য প্রার্থনা কর; বান্দা যদি তোমার কোন কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করে অথচ তাহা যদি তোমার জন্য আল্লাহতায়ালা নির্দ্দিষ্ট না করিয়া থাকেন তবে কিছুতেই সে তোমার কোন কল্যাণ সাধন করিতে পারিবেনা আর যদি বান্দা তোমাকে ক্ষতিগ্রস্ত— করিতে চায় যে ক্ষতি তোমার জন্য আল্লাহ নির্দ্ধারিত করেন নাই কস্মিনকালেও সে তোমার কোন অনিষ্ট করিতে সক্ষম হইবেনা। এই হাদিছ উদ্ধৃত করিবার পর হযরত বড় পীর ছাহেব ফরমাইতেছেন, প্রত্যেক মুমেনের কর্ত্তব্য, সে যেন এই হাদিছটিকে স্বীয় হৃদয়ের দর্পণ করিয়া রাখে এবং সর্ব্বাঙ্গের— পরিচ্ছদ স্বরূপ ব্যবহার করে। ওঠা বসা, চলা ফেরা, সর্ব্ব অবস্থায় সর্ব্বক্ষেত্রে ইহাকে নিজের কর্ম্মময় জীবনের সাথী করিয়া চলিতে পারিলে ইহকাল পরকালের নিরাপত্তা ও শান্তি এবং আল্লাহর অনুগ্রহে উভয় কালে সম্মনিত জীবনের অধিকারী হওয়া তাহার পক্ষে সহজসাধ্য হইবে।

উপসংহারে খোলাছা কথা এই যে, প্রকৃত আওলিয়াগণের প্রতি ভক্তি ও মুহব্বতই ঈমান, তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষ ভাব ও শত্রুতাই বে-ঈমানির নিশান এবং কুরআন ও হাদিছের নির্দ্দেশের প্রতিকূলে তাঁহাদের ইচ্ছার বিপরীত তাঁহাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা আর উঠিতে বসিতে তাঁহাদের নামের ওযিফা পাঠ করাও ইছলাম ও ঈমানের সম্পূর্ণ বরখেলাফ।

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين -

www.ahlehadeethbd.org

ব্যাধির চিকিৎসা ও মুক্তির উপায়

মোহম্মদ আবদুর রহমান।

পূর্ব সংখ্যায় প্রকাশিত "ধ্বংসের মুখোমুখী—'সুসভ্য' দুনিয়া" প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে, সভ্যতার দাবীদার দুনিয়ার মানবমণ্ডলী কিরূপ নৃশংস ও বর্বর পন্থায় একে অপরকে ধ্বংস করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের তথা সমগ্র দুনিয়ার নিশ্চিত বিধ্বস্তির সমাধি নিজ হস্তে রচনা করছে আর বলা হয়েছে কেন এই ধ্বংসমুখীন অন্ধ অগ্রগতি রোধ করা কোন মতেই সম্ভব হচ্ছে না।

এর মূলীভূত কারণ স্বরূপ বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার বিবাদমান রাষ্ট্র গোষ্ঠির এক পক্ষ মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকেই অস্বীকার এবং পারলৌকিক পুনরুত্থান ও তাঁর নিকট জওয়াবদিহির কথাকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিচ্ছে আর অন্যপক্ষ তাঁর অস্তিত্ব মুখে স্বীকার করলেও পার্থিব জীবনে তার সার্বভৌম প্রভুত্ব অস্বীকার ক'রে তাদের ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনকে নিজেদের আবিষ্কৃত মনগড়া নীতি ও স্বার্থ-দুষ্ট ব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত করছে। উভয় দলের এই জওয়াবদিহির সম্পর্ক ছিন্ন মনগড়া বস্তুতন্ত্রগত নীতি ও স্বার্থ প্ররোচিত ব্যবস্থাই ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির, শ্রেণীর সাথে শ্রেণীর এবং জাতির সঙ্গে জাতির স্বার্থের বিরোধ ও ভোগ দখলের সংঘাতকে উদ্যাম ক'রে তুলেছ যার অপরিহার্য পরিণামেই অশান্তির আগুন চতুর্দিকে প্রধূমিত ও সকলের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

এই সঙ্কটময় পরিস্থিতি যে মানুষের অপরিণামদর্শী কর্মের অপরিহার্য ফল আল্লাহর কালাম কোরআন মজীদে তা দীর্ঘ চৌদ্দশত বৎসর পূর্বেই বজ্রনির্ঘোষে উচ্চারিত হয়েছে—

ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت ايدى الناس –

মানুষের হস্ত যা অর্জন করেছে তাই জলে স্থলে পরিব্যাপ্ত অশান্তির আকারে,— ফসাদ ও বিবাদের মূর্তিতে প্রকাশ পেয়েছে। অর্থাৎ দুনিয়া জোড়া এই অশান্তি, যুদ্ধ বিগ্রহ ও সংঘাত সংঘর্ষ তাদেরই আচরণের প্রত্যক্ষ ফল। (সুরারুম—৪১ আয়ৎ)

এই আচরণ যে বিকৃত মনোভাব ও মানসিক রোগের বাহ্য লক্ষণ পাশ্চাত্যবাসী তার মূল অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত না হয়ে বিভিন্ন ইজ্‌মের ব্যর্থ ওষুধ প্রয়োগ এবং বাহ্য প্রলেপ দিয়ে সেই রোগের প্রতিকার করতে চাচ্ছে কিন্তু তারা প্রতিকারের পরিবর্তে এর জটিলতা ও মারাত্মকতাই বাড়িয়ে দিচ্ছে। দিশাহারা মানব মুক্তির কোন পথ কোন দিকেই যখন খুঁজে পাচ্ছে না, শান্তির জন্য ব্যাকুলভাবে ফ্যালফাল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তখন মহিমান্বিত কোরআন ব্যাধি-কবলিত, রোগ-দুস্থ, শান্তি-হারা ও পথভ্রান্ত মানব মণ্ডলীকে আশ্বাস দিয়ে এই শাশ্বত আহ্বান জানাচ্ছে,

يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور – و [redacted] هدى و رحمة للمؤمنين –

হে বিশ্ব জগতের সর্বপ্রান্তের সর্বযুগের মানব মণ্ডলী, তোমাদের সার্বভৌম প্রভু বিশ্ব মালিকের নিকট থেকে তোমাদের নিকট উপদেশ বাণী এসে গেছে, আর এসেছে তোমাদের অন্তর রাজ্যের যাবতীয় রোগের আরোগ্য-বিধায়ক ধন্বন্তরী মহৌষধ; এবং তা বিশ্বাস-পরায়ণদের জন্য হেদায়ত ও রহমত —পথ চেনার আলোক বর্তিকা ও কল্যাণ অবদান।

(ইউনুছ—৫৮ আয়ত)

অন্য আয়তে আল্লাহতা'লা মানুষের প্রতি তাঁর অনন্ত নেয়ামত ও অফুরন্ত রহমতের কিঞ্চিৎ উল্লেখ ক'রে তাঁর উপদেশ বাণী বা কর্তব্যের নির্দেশ প্রদান করছেন,

يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم و الذين من قبلكم لعلكم تتقون – الذى جعل

www.ahlehadeethbd.org

لكم الارض فراشا والسماء بناء و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم –

হে মানব মণ্ডলী, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে সৃজন করেছেন তাঁর পূর্ণ দাসত্বের শৃঙ্খল বরণ কর যাতে ক'রে তোমরা ন্যায়-পরায়ণ হ'তে পারে। যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে শয্যারূপে এবং আসমানকে চন্দ্রাতপরূপে সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ থেকে বারিধারা বর্ষণ করিয়ে তদ্বারা তোমাদের আহারের জন্য ফল শস্যাদি (জমিন থেকে) উদ্গত করাচ্ছেন। — (বাকারা—২০ ও ২১ আয়ৎ)

উপরোক্ত আয়তদ্বয়ে মানুষদিগকে সেই—শ্রেষ্ঠতম সর্বশক্তিমানের সার্বভৌম প্রভুত্ব স্বীকার ও দাসত্ব বরণ করতে বলা হয়েছে যিনি তাদের স্রষ্টা, প্রভু ও প্রতিপালক। তাঁর প্রভুত্ব স্বীকার ও দাসত্ব বরণের অর্থ এই যে, তাঁর পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার ক'রে তাঁরই নির্দেশিত পন্থায় এবং প্রদর্শিত ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন, গড়ে তুলতে হবে।

সুতরাং বাঞ্ছিত জীবন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হ'ল আল্লাহর জাত ও তাঁর ছেফাত সমূহের উপর পরিপূর্ণ আস্থা। এই অটল বিশ্বাসের মর্মর ভিত্তিতেই বিশ্বাসপরায়ণদের পার্থিব জীবনকে গ'ড়ে তুলতে হবে। তাদের বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ যেমন মানুষের এবং সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা (الخالق) ও জীবনদাতা (المحيى) তেমনি তিনি তাদের সকলের সংহারক (المميت)। তাঁর সৃষ্টির সেরা মানবকে তিনি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে তাঁর প্রতিনিধিত্বের গৌরব দিয়ে এই ধরাধামে পাঠিয়েছেন। তিনি উপর থেকে তাঁর রছুলদের মারফত মানবমণ্ডলীকে নির্দেশদান ও পথ প্রদর্শন করছেন—(الهادى) এবং তাদের জীবন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করছেন (الديان)। তিনি যেমন সর্বসৃষ্টির সূচনাকারী (المبدى) তেমনি তাঁহারই নিকট সকলের চরম প্রত্যাবর্তন (المعيد) আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তনের পর মানুষ তাদের প্রতিনিধিত্বের—মর্যাদা কি ভাবে প্রতিপালন করল আল্লাহ বিচার দিবসে তার পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। তাই কোরআন মজীদে এই ঘোষণা রছুলুল্লাহ (দঃ) এর মারফত প্রচারিত হয়েছে—

عليك البلاغ و علينا الحساب

হে মোহাম্মদ (দঃ), আপনার কর্তব্য বান্দাদের নিকট সংবাদ পৌঁছিয়ে দেওয়া আর আমার কর্তব্য বিচার দিবসে তাদের কাজের হিসাব লওয়া।

(ছুরা রা'দ—৪০ আয়ৎ)

আল্লাহ অন্যত্র বলছেন—

الىّ مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون

আমারই নিকট তোমাদের চরম প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তোমরা পৃথিবীতে কি আমল করেছিলে সে সবই আমি তোমাদের জানিয়ে দেব—

(আন্‌কাবূত—৮ আয়ৎ)

শুধু জানিয়ে দেওয়া নয় তিনি তন্ন তন্ন ক'রে হিসাব নেবেন, এমন কি—

ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا –

নিশ্চয় শ্রবণ-যন্ত্র, চক্ষু এবং অন্তর—ইহাদের প্রত্যেকটিকে উহার কার্যাবলী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে। (বনি ইছরাইল—৩৬ আয়ত)

আল্লাহর ন্যায়-বিচারে সেই ভীষণ দিবসে বান্দা দুনিয়ায় কৃত তার সামান্যতম কর্মটিকেও সেখানে—প্রত্যক্ষ করতে পারবে। আল্লাহ বলেন—

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره و من يعمل مثقال ذرة شرا يره –

যে ব্যক্তি এক যাররাহ পরিমাণ সৎ কাজ—করবে সে তাহাও প্রত্যক্ষ করবে আর যে এক যাররাহ পরিমাণ মন্দ কাজ করবে সে তাহাও দেখে নিবে।

এমন কি মানুষের অন্তরে যে ভাব ও চিন্তারাশি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জাগ্রত হয় আল্লাহ উহার সব কিছুরই খবর রাখেন এবং তারও হিসাব না নিয়ে ছাড়বেন না—

و ان تبدوا ما فى انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله –

এবং তোমাদের অন্তরে যা কিছু উদিত হয় যদি তা প্রকাশ কর কিম্বা গোপন করিয়াই রাখ আল্লাহ তারও হিসাব গ্রহণ করবেন। (বাকারা—২৮৪ আয়ৎ)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে : যারা আল্লাহকে সত্য সত্যই বিশ্বাস করবে তাদেরকে তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তন এবং কৃত কর্মের হিসাব দেওয়ার গুরু দায়িত্বের কথা সর্বদা মনের অন্তঃস্থলে গেঁথে রাখতে হবে, এবং এই বিশ্বাস ও খেয়ালের ভিত্তির উপরই তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে দাঁড় করাতে হবে। এই ভিত্তি যদি মজবুৎ ও সুদৃঢ় না হয়, শিথিল ও ভাসা ভাসাই থেকে যায় তা হলে তার উপর যে জীবন-ধারার ইমারত খাড়া হবে তা দোদুল্যমান হয়েই থাকবে। বাইরের বিরুদ্ধ ভাবধারার ঝড়ঝাপটায় তা অনায়াসে উড়ে যেতে কিম্বা বিপরীত আদর্শের বিভ্রান্তিময় প্রচারণার স্রোতবেগে ধ্বসে যেতে পারে। তাই ছাইয়েদুল মুরছালীন খাতামুন্নাবীয়িন মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) তাঁর নবীজীবনের দীর্ঘতর সময় মানুষের অন্তরে আল্লাহর উপর এই অবিচল বিশ্বাস এবং আখেরাতের জওয়াবদিহির কথাই সর্বাপেক্ষা জোরে শোরে এবং অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে প্রচার ক'রে তাঁর উম্মতের কর্ম ও আচরণের ভিত ভূমিকে পাকা পোখ্‌ত করার সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

আল্লাহর উপর এই অটল বিশ্বাস এবং পরকালভীতি কিভাবে মহাপ্রভুর যে কোন নির্দেশ মানুষকে তার মজ্জাগত অভ্যাস ও চিরাভ্যস্ত আচরণ পরিত্যাগ করা'তে এবং প্রবৃত্তির দাসত্ব বন্ধন ছিন্ন করতে অনুপ্রাণিত করতে পারে আর এই বিশ্বাস ও ভীতির যেখানে অভাব সেখানে শুধু লৌকিক সরকারের আইনগত চাপ উক্তরূপ অভ্যাস ও দুর্দম বাসনাগুলোকে দূর করতে কিরূপ ব্যর্থতার পরিচয় দেয় নিম্নে তার একটি নযির পেশ করা যাচ্ছে।

আরববাসীগণ দীর্ঘদিন থেকে মদ্য পানে অভ্যস্ত ছিল, তারা মদের ভিতর যেন আকণ্ঠ ডুবে থাকত। কিন্তু যেদিন মদের এই চরম নিষেধমূলক আয়ত—

يا ايها الذين امنوا انما الخمر الميسر .....رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه –

"হে—বিশ্বাস পরায়ণগণ নিশ্চয় মদ্য, জুয়া প্রভৃতি শয়তানের অন্যতম ঘৃণ্য কাজ সুতরাং উহার পান হ'তে বিরত হও" অবতীর্ণ হল এবং মদিনার অলিতে গলিতে তা প্রচার ক'রে দেওয়া হল তখন তখনই মদ্যপানরত ব্যক্তিরা বিরত হয়ে গেল। মদ্যাসক্ত ব্যক্তিগণ তাদের মজ্জাগত অভ্যাস চিরদিনের তরে পরিত্যাগ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা এতটুকু কষ্ট অনুভব করল না। নিষেধ বার্তা তাদের কর্ণরন্ধে প্রবেশ মাত্র অন্তরের মর্মকেন্দ্রকে স্পর্শ করল, উত্তোলিত পান পাত্র নিমেষে হস্তচ্যুত হয়ে খান খান হয়ে গেল। শরাবের জৌলুস আড্ডা ও সরগরম জলসা এক মুহূর্তে ভেঙ্গে গেল! সমস্ত পুঞ্জীভূত শরাব মটকা উজার ক'রে ঢেলে ফেলা হল যার ফলে মদিনার রাস্তা দিয়ে শরাবের স্রোত বয়ে চল্‌ল! এজন্য কোন প্রচার প্রপাগাণ্ডার প্রয়োজন হ'ল না। বাধ্যবাধকতার কোন পন্থা অবলম্বনেরও কিছুমাত্র দরকার অনুভূত হ'ল না।

অন্যদিকে এর বিপরীত ছবি ও প্রতিক্রিয়ার দিকে লক্ষ করুন। অতি আধুনিক কালে 'সুসভ্য ও সুমার্জিত' আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সরকার, নেতৃবৃন্দ এবং সমাজ হিতৈষীগণ যখন ব্যাপক মদ্যপানের মহা অনিষ্টকারিতার কথা হৃদয়ঙ্গম করলেন, তখন উহার ব্যবহার আইনের সাহায্যে বন্ধ ক'রে দেওয়ার সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন। কিন্তু তৎপূর্বে উদ্দেশ্য যাতে সফল হ'তে পারে তার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুতের কাজ শুরু ক'রে দিলেন। কয়েক বৎসর পর্যন্ত প্রচার-ইশ্‌তেহার পত্রিকা, ম্যাগাজিন, দেওয়াল পত্র, ছবি ও সিনেমা প্রভৃতির প্রচার মাধ্যমে নানাপ্রকার যুক্তি প্রমাণ ও সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্যে মদ্যপানের অপকারিতার ছাপ জনমনে এঁকে দেওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা ধুমধামের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সঙ্গে চালান হ'ল এবং এজন্য মোট খরচ হ'ল সাড়ে ছ' কোটি ডলার! অবশেষে দেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভোটে সর্বশ্রেষ্ঠ আইন সভায় মদ্যপান নিষিদ্ধ এবং অমান্যকারীদের শাস্তির দণ্ড নির্ধারিত ক'রে ১৯২০ খৃঃ এক আইন পাশ হ'ল।

কিন্তু ঐ পর্যন্তই। আইনের দণ্ডভয়ে প্রকাশ্য মদ্যপান, খোলা জায়গায় মদ্য প্রস্তুত ও বিক্রয় কেন্দ্র বন্ধ হ'ল বটে কিন্তু অসংখ্য গোপন কারখানা নূতন করে স্থাপিত হ'ল। আইনকে ফাঁকি দিয়ে বিচিত্র উপায়ে মদ্য বিক্রয় ও পান অবিরাম চলতে লাগল। নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে শরাব প্রস্তুতির কারখানা ছিল মোট চারিশত আর নিষিদ্ধ হওয়ার ৭ বৎসরের মধ্যে পুলিশ আবিষ্কার করতেই সক্ষম হ'ল ৭৯৪৩৭টি গোপন কারখানা এবং ৯৩৮৩১টি ভাটি। অথচ মোট গোপন কারখানা সমূহের মাত্র এক দশমাংশই নাকি পুলিশ ধরতে পেরেছিল।

এ সময়ে মদ্যপান সম্বন্ধে তদন্ত করার কাজে নিযুক্ত কমিশন অনুমান করলেন, নিষিদ্ধতার আমলে আমেরিকাবাসী বার্ষিক ২০ কোটি গ্যালন শরাব পান করেছে। নিষিদ্ধতার আইন কিরূপ উল্টা ফল দিয়েছিল নিউইয়র্ক সহরের হাসপাতালের এক সংখ্যাতত্ত্বের হিসাব থেকে তা আরও স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যাবে। ১৯১৮ সনে নিউইয়র্ক সহরে মদ্যপানের অ্যলকোহল-জনিত ক্রিয়ায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ছিল ৩৪৭১ আর তা থেকে মৃত্যু সংখ্যা ছিল মাত্র ২৫২ কিন্তু ১৯২৬ সালে নিষিদ্ধতার ৬ বৎসর পরে এই কারণে রোগীর সংখ্যা দাঁড়ায় এগার হাজার এবং তন্মধ্যে মৃত্যু ঘটে সাড়ে সাত হাজার জনের। শুধু বয়স্কদের মধ্যেই যে মদ্যপানের নেশা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তা নয়, বালকদের মধ্যেও উহা দ্রুত বিস্তার লাভ করতে থাকে। আমরিকার জজদের বিবরণ এই যে, "আমাদের দেশে নেশাখোরী অবস্থায় এত অধিক সংখ্যক বালক ইতিপূর্বে কোন দিন ধরা পড়ে নাই।" ১৯২০ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত এই আইনকে বলবৎ করতে যে অর্থ যুক্ত রাষ্ট্র সরকারকে ব্যয় করতে হয় তার মোট পরিমাণ ৪৫ কোটি পাউণ্ড। আইন কার্যকরী করার ব্যাপারে ১৩ বৎসরে ২০০ জনের মৃত্যু ভোগ এবং ৫৩৪৩৩৫ জনের বন্দীত্ব বরণ করতে হয় আর এক কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ডের জরিমানা ও চল্লিশ কোটি চল্লিশ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। কিন্তু এত করেও যখন দেখা গেল যে ১৩ বৎসরে মদ্যপায়ীদের সংখ্যা শতকরা ২০০ গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে তখন বাধ্য হয়ে ১৯৩৩ খৃঃ যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে তাদের ভুল (?) সংশোধনপূর্বক এই হারাম কৃত দ্রব্যটিকে হালাল পর্যায়ভুক্ত করতে হয়।

শুধু মদ্যপানের ব্যাপারেই নয়, চুরি, ডাকাতি, বাটপারি, জুয়াচুরি, সুদ, ঘুষ, ফাঁকিবাজি, প্রতারণা, শঠতা, প্রবঞ্চনা, যৌন ব্যভিচার, প্রভৃতি প্রতিটি ব্যাপারেই এই দুই ক্ষেত্রে ঐ একই রূপ বিপরীত মুখীন ফল আমরা প্রত্যক্ষ করত পারব। ব্যভিচারের কথাই ধরা যাক। ব্যভিচার আরববাসীদের মধ্যে এত মারাত্মক আকারে প্রকটমান ছিল যে বিমাতা ও স্বামী-পুত্রের মধ্যেও এই জঘন্য পাপ ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হ'ত। কিন্তু আল্লাহর এই একটি মাত্র নির্দেশবাণী—

﴿ لا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا ـ

"তোমরা ব্যভিচারের নিকটেও যেয়োনা, উহা অত্যন্ত ঘৃণ্য কাজ এবং খারাপ পন্থা" যাদুমন্ত্রের ন্যায় আরববাসীদের এই দীর্ঘাভ্যস্ত ঘৃণ্য অভ্যাসটিকে — কেমন বিস্ময়কররূপে শোধরে দিয়েছিল তা হাদীছ ও তারীখ গ্রন্থ সমূহের পাতা উল্টালেই সম্যক বুঝতে পারা যাবে। এর পর যদিও বা প্রবৃত্তির সাময়িক প্ররোচনায় কেউ কখনও নিষিদ্ধ যৌন ক্রিয়ায় লিপ্ত হয়েছে, পরক্ষণেই বিবেকের আঘাতে, অনুশোচনার অগ্নিতে দগ্ধিভূত হয়ে আল্লাহর ক্রোধ ও আখেরাতের ভীষণ শাস্তির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য — ছঙ্গেছার বা প্রস্তর বর্ষণের শাস্তিতে মৃত্যু বরণ দ্বারা তার প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণের জন্য স্বেচ্ছায় উন্মাদের মত রসুলুল্লাহর (দঃ) নিকট ছুটে এসেছে। আর আজ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ইউরোপ আমেরিকা তথা পৃথিবীর প্রতিটি 'সভ্য' দেশে ব্যভিচার ক্রিয়া একটি ঘৃণ্য ও অন্যায় বস্তুরূপে কথিত হলেও প্রকাশ্য অথবা অপ্রকাশ্য ভাবে এই মহাপাতক মারাত্মক আকারে প্রসার লাভ ক'রেই চলেছে।

www.ahlehadeethbd.org

এজন্য অনুশোচনা ও স্বেচ্ছায় শাস্তিগ্রহণ দূরে থাক বরং আইনকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য কত বিচিত্র পন্থা অবলম্বিত হচ্ছে, কত 'সুরুচি সম্পন্ন' ভদ্রলোক (?) গোপনে ব্যভিচারের ব্যবসা ফেঁদে কত অভিনব উপায় ও কৌশলে লোকদিগকে আকর্ষণ ক'রে সমাজ ও দেশের অধঃপতন ঘটাচ্ছে!

ধর্মের চক্ষে যা পাপ, ন্যায়ের দৃষ্টিতে যা অকর্তব্য, বিবেকের বিচারে যা ঘৃণ্য— সে সব কর্মের প্রতি সভ্য-যুগের মানুষের এই যে উদ্রগ্র অনুরাগ, প্রবৃত্তির তাড়নায় সাময়িক সুখ অনুভূতির জন্য এই যে অন্ধভাবে ছুটে চলার উৎকট ও দুর্দমনীয় আকাঙ্খা, এর মূল অনুসন্ধান করতে গেলে ঐ একই কারণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, তারা তাদের এসব আচরণের জন্য কোন দিন কোন বৃহত্তর শক্তির নিকট জওয়াবদিহি করতে হবে, এ বিশ্বাস পোষণ করে না এবং পারলৌকিক শাস্তির কোন ভয় তাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে নেই।

আজ ব্যাধি জর্জরিত দুনিয়ার সম্মুখে যে সমস্যা উৎকট ভাবে দেখা দিয়েছে তার সমাধান ও প্রতিবিধান কেও করতে পারছেন না—এই মূলগত বিষয়টিকে উপেক্ষা করার ফলেই।

ইছলাম দুনিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বপ্রথম এই মৌলিক ব্যাধিটিকেই দূরীভূত ক'রে আল্লাহর নিকট জওয়াবদিহির প্রস্তর ভিত্তিতে শান্তির সৌধ রচনা করতে প্রয়াস পেয়েছে। ইতিহাস জলন্ত অক্ষরে সাক্ষ দেবে ইছলাম কি রূপে তার এই শুভ প্রয়াসে সফলকাম হয়েছে।

শান্তির এই দৃঢ়মূল ভিত্তির পরিচয় লাভের পর ইছলাম ইহার উপর পার্থিব শান্তি প্রতিষ্ঠার যে উপায় ও পদ্ধতি বাৎলিয়ে দিয়েছে এবং সেগুলোকে কার্যকরী ক'রে স্বর্ণযুগে আদর্শ শান্তির যে বাস্তবায়িত নমুনা দুনিয়ার সামনে পেশ করেছে, এখন সেদিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রয়োজন।

মানুষের সাথে মানুষের বিভিন্নরূপী সম্পর্ককে কেন্দ্র ক'রে এই শান্তি গড়ে উঠে— যথা, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে শান্তি, শ্রেণীতে শ্রেণীতে শান্তি, — সমাজে সমাজে শান্তি, ধর্মে ধর্মে শান্তি, এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের শান্তি, এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির শান্তি, প্রভৃতি। এর একটি অপরটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রে গ্রথিত ও ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত এবং পরস্পর নির্ভরশীল। এর এক-দিকে শান্তির বাঁধন ছিন্ন হলে অপর দিকেও শান্তি ব্যাহত হ'তে বাধ্য। ইছলাম প্রতিটি ক্ষেত্রে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কি ব্যবস্থা প্রদান করেছে এবং অশান্তি ও ফাসাদ, অবিচার ও অত্যাচার এবং অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার মূল কারণ গুলোর গোড়া কেটে সর্বত্র শান্তির পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কি ভাবে কোন পথে অগ্রসর হয়েছে আমারা ইনশা আল্লাহ তা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে সবিস্তার আলোচনার প্রয়াস পাব। এখানে ইছলাম শান্তির উপর কেমন গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং অশান্তি ও ফাসাদকে কিরূপ ঘৃণার চক্ষে দেখেছে শুধু তাই সংক্ষেপে উল্লেখ ক'রে বক্ষমান প্রবন্ধের উপসংহার করব।

'ইছলাম' শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ 'শান্তি' আর ইছলামের আল্লাহর অন্যতম গুণবাচক নাম হ'ল السلام শান্তিময় ও শান্তির উৎস। সুতরাং ইছলাম যে শান্তির ধর্মরূপেই পরিগণিত হবে তাতে আর বিচিত্র কি? মানুষ শান্তির উৎস আল্লাহর নিকট থেকেই এসেছে পুনঃ সেই চির প্রশান্ত আল্লাহ অশান্তি-কাতর মানব- والله يدعو الى دارالسلام মণ্ডলীকে তাঁর অনন্ত শান্তি ধাম পানেই আহবান জানাচ্ছেন। —ইউনুছ—২৫ আয়ৎ। এই শান্তি ধামে পৌছার জন্য বান্দাদিগকে শান্তির পথেই অগ্রসর হতে হবে। এ পথ আল্লাহ স্বয়ং প্রদর্শন করেন যেমন কোরআনে মজীদে উক্ত হয়েছে—

يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام

যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ অনুসরণ করেন তাদিগকে তিনি তার গ্রন্থ মারফত শান্তির পথ সমূহ দেখিয়ে দেন। —মায়েদা—১৮ আয়ৎ।

অশান্তির পথ আল্লাহর নিকট চিরঘৃণ্য। আল্লাহ তাঁর বান্দা- والله لا يحب الفساد

(৮০ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য)

www.ahlehadeethbd.org

ফিলিপাইনে ইসলাম

এম, এ, সলিম,— এম, এ।

ইসলাম আল্লাহ্‌তালার মনোনীত ধর্ম্ম! ইসলাম মানুষের স্বভাব ধর্ম্ম!!

"দুর্গম গিরি, কান্তার মরু" সব কিছু অতিক্রম করিয়া মানুষ সারা বিশ্বে ঘর বাঁধিয়াছে। আর মানুষের স্বভাব ধর্ম্ম ইসলাম আরবের উষর মরুপ্রান্তে আবির্ভূত হইয়া বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

মূল ভূখণ্ড হইতে দূরে, বহু দূরে, প্রশান্ত মহা সাগরের অথৈ নীল পানির মাঝে জাগিয়া আছে ক্ষুদ্র বৃহৎ কতকগুলি দ্বীপ। সভ্যতাগর্ব্বী পাশ্চাত্যের। তার নাম দিয়াছে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ।

বিশাল বারিধির উত্তাল তরঙ্গমালা আর প্রচণ্ড টাইফুন উপেক্ষা করিয়া দলে দলে মানুষ আসিয়াছে এই দ্বীপপুঞ্জে কিসের টানে কে জানে! আর ইসলাম সেখানে প্রথম আবির্ভূত হয় ইসলামের জন্মস্থান আরবেরই এক মনীষীর পূতপাদস্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে!!

এই দ্বীপমালায় ইসলামের অভ্যুদয়, প্রচার আর আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামের বিচিত্র কাহিনীই আমাদের আলোচনার বিষয় বস্তু।

মোরো" (Moro) নামের তাৎপর্য্য ও উৎপত্তি।

ফিলিপাইনের মুসলিম অধিবাসীরা "মোরো" নামে পরিচিত। এই নামের পশ্চাতে একটা ইতিহাস আছে। আর সে ইতিহাস আর একটা শোকাবহ স্মৃতির উদ্রেক করিয়া মুসলমানের অন্তরকে ব্যথা ভারাতুর করিয়া তুলে। যে মদগর্ব্বী স্পেনীয়রা একদিন আন্দালুসের মুসলিমদের নির্ম্মমভাবে নিহত আর তাদের সাজান উদ্যান হইতে চরম ভাবে নির্ব্বাসিত করে, সেই স্পেনীয়রাই এই দ্বীপপুঞ্জে আসিয়া বিজয়ীর বেশে ঘাঁটি গাড়িয়া বসে। কিন্তু সে বিজয় ছিল নেহায়েত পাশব শক্তির বিজয়। এই সাম্রাজ্যবাদী শোষণকারী স্পেনীয়রাই এই দেশের মুসলিম অধিবাসীদের নামকরণ করিয়াছিল "মোরো" বলিয়া। বংশের দিক দিয়া স্পেনের মুসলমানদের সহিত (যাঁহারা পাশ্চাত্য জগতে 'মুর' নামে পরিচিত) ফিলিপাইনবাসী মুসলমানদের কোনই সংযোগ নাই। কিন্তু যেহেতু তাহারা উভয়েই একই ধর্ম্মাবলম্বী তাই স্পেনীয় মুসলমানেরা যেমন "মুর", তেমনি ফিলিপাইনের মুসলমানেরাও "মোরো"। ফিলিপাইনের মুসলিম অধিবাসীদের এই "মোরো" নামকরণ স্পেনীয়রাই করিয়াছিল। আর পরবর্তী কালে তাহাদের সেই নামই অব্যাহত রহিয়াছে।

মোরোদের আদিম বাসভূমি ও জাতীয়তা

জাতীয়তা (Race) ও উৎপত্তির দিক দিয়া—

(৭৯ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

দের মধ্যে ফাসাদ কস্মিনকালে ভালবাসেন না। অন্যত্র তিনি মানবমণ্ডলীকে লক্ষ ক'রে এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করছেন—

ولا تبغ الفساد فى الارض ان الله لايحب المفسدين —

সাবধান, তোমরা কখনও পৃথিবীতে অশান্তি বিস্তারের দুরাকাঙ্খা পোষণ করোনা। নিশ্চয় আল্লাহ্ ফাসাদী লোকদেরকে ভালবাসেন না। আল্‌কাছাছ--৭৭ আয়ৎ।

অন্য দিকে শান্তিকামীদেরকেও তিনি এই শুভবার্তা জানিয়ে দিয়েছেন—

تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لايريدون علوا فى الارض ولا فسادا —

আখেরাতের সেই চিরস্থায়ী শান্তির আবাস—দারুল আমান আমরা তাদেরই জন্য নির্ধারিত ক'রে রেখেছি যারা দুনিয়ায় ঔদ্ধত্য-প্রদর্শন ও ফাসাদ কামনা করে না। আল্‌কাছাছ— ৮৩ আয়ত।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মোরোরা খ্রীষ্টান ফিলিপিনোদের সম গোত্রীয়। ঐতিহাসিক ও জাতিতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা তাহাদিগকে মালয় জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। অবশ্য মালয় জাতির আদিম বাসভূমি কোথায়, সে লইয়া নানা মতভেদ আছে। কেহ বলেন—দক্ষিণ ইউরোপ, কেহ বলেন—দক্ষিণ আমেরিকা; আর কেহবা বলেন—ভারত ও মালয় উপদ্বীপ। সে যাহাই হউক, ঐতিহাসিক যুগে তাহারা মালয় উপদ্বীপ হইতে এই দ্বীপপুঞ্জে আগমন করিয়াছে, ইহাই অধিকাংশের মত। এই দেশে আগমনের ৩টী প্রবাহ নির্ণীত হইয়াছে। ১ম প্রবাহের সময় হইতেছে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২০০ অব্দ হইতে ১০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। ২য় প্রবাহের বিস্তৃতি কাল ১০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। এবং শেষ প্রবাহ ১৩৭০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

ইসলামের প্রথম আগমন ও বিজয় অভিযান

মোরোদের "টারিসলা" বা ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত হইতে জানা যায় যে, 'মখদুম' নামীয় জনৈক আরবীয় মনীষী মালাক্কা হইতে সর্ব্বপ্রথম এই দ্বীপপুঞ্জের সুলু দ্বীপে অবতরণ করেন এবং তিনিই সর্ব্বপ্রথম এই দেশে ইসলামের দীপ-মশাল প্রজ্বলিত করেন। মখদুম যে কাহারও নাম নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। অতীতে যে সব ওলি দরবেশদের আপ্রাণ চেষ্টায় ইসলাম প্রচারিত হইয়াছে, তাঁহাদের অনেকের আসল নাম চাপা পড়িয়া গিয়া তাঁহারা "মখদুম সাহেব" বলিয়াই আখ্যাত হইতে থাকেন। ফিলিপাইনে ১ম ইসলাম প্রচারকের ভাগ্যেও যে অনুরূপ ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি হইয়াছে তাহা সহজেই বুঝা যায়। ইহার সম্বন্ধে আর বেশী কিছু জানা যায় না। সম্ভবতঃ তিনি ১৩০০ খৃষ্টাব্দের শেষ দশকে তথায় গিয়াছিলেন।

ইহার ১০ বৎসর পরে সুমাত্রার অন্তর্গত—"মেনাব-কা-বাউ" নামক স্থানের অধিপতি রাজা বাগুইন্দা একদল মুসলিম সৈন্য লইয়া ঐ দ্বীপে অভিযান চালান। স্থানীয় অধিবাসীরা সহজেই পরাস্ত হয়। কারণ রাজা বাগুইন্দার সৈন্য দল আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করিয়াছিল কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীরা উহার ব্যবহার পর্য্যন্ত জানিত না। ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে জোহরের অন্যতম মুসলিম জননায়ক আবু বকর ঐ দ্বীপে আগমন করেন। তিনি রাজা বাগুইন্দার কন্যা রাজকুমারী 'পারামিসুলী'কে বিবাহ করেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় ঐ দ্বীপবাসীরা দলে দলে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে থাকে। রাজা বাগুইন্দার মৃত্যুর পর তিনি ঐ রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া "সুলতান" উপাধি গ্রহণ করেন। আরবীয় মডেলে তিনি শাসন বিধির সংস্কার করেন। দেশে প্রচলিত রেওয়াজ রসুমের সংশোধন করিয়া তিনি ঐগুলিকে কোরআনী কানুনের সহিত সুসমঞ্জস করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। মোট কথা, তিনি ধর্ম্মপ্রাণ সুশাসক ছিলেন। ৩০ বৎসর শান্তিপূর্ণ ভাবে রাজত্ব করার পর তিনি পরলোক গমন করেন।

এই দ্বীপপুঞ্জের অন্যতম বৃহৎ দ্বীপ "মিন্দানাওকে" মুসলিম শাসনাধীনে আনয়ন করার কৃতিত্ব জহোরের অন্যতম মুসলিম প্রধান শরিফ কাবুংসোয়ান এর প্রাপ্য। তাঁহার নামের সঙ্গে শরীফ উপাধি সংযুক্ত থাকায় মনে হয় তিনি আরব বংশ-সম্ভূত কিন্তু মূল নাম দেখিয়া ধারণা হয় যে, তিনি মালয় এর আদিম অধিবাসী। প্রকৃত ব্যাপার কি, তাহা এখনও জানা যায় নাই। যাহাই হউক, তিনি "মিন্দানাও" দ্বীপের "কোটাবারো" নামক স্থানে ১৪৭৫ খৃষ্টাব্দে অবতরণ করিয়াছিলেন। ঐ দ্বীপের "পুত্তি তোনিয়া" নাম্নী একজন রাজকুমারীকে তিনি বিবাহ করেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় ঐ দ্বীপবাসীরা ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে। তিনিই মিন্দানাও দ্বীপের প্রথম—মুসলিম অধিপতি। তাঁহার মৃত্যুর পর শরীফ আলাবী নামীয় অন্য একজন আরবীয় ঐতিহাসিক ঐখানে আগমন করেন। ঐ দ্বীপবাসী যাহারা তখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করে নাই তাহারাও তাহার হস্তে ইসলামে বয়েত গ্রহণ করে।

এইরূপে ইসলাম সেখানে রাষ্ট্র শক্তির অধিকার অর্জ্জন করে। ইসলামের মোজাহেদেরা এর পর

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের উত্তরবর্তী দ্বীপ সমূহ যথা, মিণ্ডোরা, বাটাঙ্গা ও মানিলা উপসাগরের উপকূলবর্তী ভূভাগে বিজয় অভিযান চালান। রাজা সোলায়মান, এমন কি প্রাচীন ম্যানিলা নগরীও অধিকার করিয়া স্বীয় শাসনাধীনে আনিয়াছিলেন। অবশেষে ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সহিত স্পেনীয়দের যে ভীষণ সংগ্রাম হয়, তাহাতে প্রধানতঃ সংখ্যাল্পতার দরুণ রাজা পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হন। তাহা ছাড়া স্পেনীয়রা ছিল সেই যুগের মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। রাজা সোলায়মান বশ্যতা স্বীকার না করিয়া বীরের ন্যায় শাহাদৎ বরণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর সহিত "লুজন" দ্বীপে ইসলামী শাসনের অবসান ঘটে।

স্পেনীয়দের সহিত সংগ্রাম

স্পেনীয়রা ফিলিপাইনের অন্যান্য দ্বীপগুলি অপেক্ষাকৃত সহজে অধিকার করিয়া তথাকার অধিবাসীদিগকে পরাধীনতার নিগড়ে আবদ্ধ করিয়া জবরদস্তিমূলক শাসন ও শোষণ চালাইতে আরম্ভ করিল। নিজেদের শক্তিকে সংহত করার পর তাহারা তথায় মুসলিম অধ্যুষিত "মিণ্ডানাও" এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র দ্বীপগুলির দিকে মনোনিবেশ করিল। স্পেনীয়দের উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ: ১ম, ঐ দ্বীপগুলি জয় করিয়া তথাকার প্রাকৃতিক ধন সম্পদ নিজেদের কুক্ষিগত করা এবং ২য়, তথাকার মুসলিম অধিবাসীদিগকে খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করা। কিন্তু ঐ দ্বীপবাসীরা তাহাদের ধর্ম আর স্বাধীনতাকে নিজেদের প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিত। তাই তারা স্পেনীয়দের এই মহৎ (?) উদ্দেশ্য সাধনের বিরোধী হইয়া উঠিল। ফলে অহিংসার এই মূর্ত্তপ্রতীকেরা হিংসার যে কালানল প্রজ্জ্বলিত করিল, তাহা যুগযুগান্তরেও নির্বাপিত হইল না!

১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে গভর্ণর জেনারেল ফ্রান্সিস্কো ডি-সাণ্ডের নির্দেশমত ক্যাপ্টেন ইষ্টেবান রোডাগ্রিও নামধেয় জনৈক সেনাপতির অধিনায়কত্বে সুলু দ্বীপ আক্রান্ত হয়। তথাকার সুলতান পাঙ্গুয়ান আক্রমণ প্রতিরোধার্থে প্রবল সংগ্রাম চালাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও উহার প্রধান নগরী স্পেনীয়দের হস্তগত হয়। এই আক্রমণই স্পেনীয় ও মোরোদের মধ্যে সংঘটিত যুগযুগান্তর ব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সূচনা করিল।

ইহার পর মিণ্ডানাও দ্বীপ অধিকারের প্রচেষ্টা চলিতে লাগিল। ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন ফিগারোয়া এক বিরাট সৈন্যদল লইয়া "রাইওগ্র্যাণ্ডী" নামক নদীর মোহানায় অবতরণ করেন। "দাতু সিলিঙ্গন" ও "দাতু বুইসান" নামীয় দুইজন মুসলিম প্রধানের অধিনায়কত্বে মোরোরা উহাতে বাধা দেয়। ফলে যে তুমুল সংগ্রাম হয় তাহাতে ক্যাপ্টেন ফিগারোয়া স্বয়ং নিহত হন। "দাতু সিলিঙ্গনের" পিতৃব্য "দাতু ওবাসের" হস্তেই তাঁহার ভবলীলা সাঙ্গ হয়। ইহার ফলে স্পেনীয়দের এই অভিযান একেবারে ব্যর্থ হইয়া যায়। সম্পূর্ণ বিনা কারণে এইভাবে আক্রান্ত হওয়ায় মোরোরা এর পর প্রতিহিংসা সাধনের জন্য স্পেনীয়দের অধিকৃত ভূভাগে পাল্টা আক্রমণ চালাইতে থাকে। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে দাতু বুইসান ও দাতু সিলিঙ্গন ভিণ্টা (অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় ক্ষীপ্রগামী পোত) বহর লইয়া, "পানাই," "নেগ্রোস্" ও "সেবু" এর খ্রীষ্টীয়ান কলোনীগুলিতে হানা দেন। তাঁহারা তথাকার রক্ষী ঘাটীগুলি বিধ্বস্ত করিয়া ৮০০ শত খ্রীষ্টান বন্দী সহ দেশে ফিরিয়া আসেন। মোরোদের এই পাল্টা আক্রমণের কথা অবগত হইয়া স্পেনীয়রা ভয়ানক চিন্তিত হইয়া পড়ে। মোরোদের এই প্রকার দুঃসাহস আর যাহাতে না হয় তার জন্যও অবশ্য সমরায়োজন চলিতে থাকে। ক্যাপ্টেন জুয়ান গ্যালিনাটো ১৬০২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ২০০ বন্দুকধারী স্পেনীয় সৈন্য-সহ "জোলো" নামক মোরো-অধ্যুষিত এক ক্ষুদ্র দ্বীপ আক্রমণ করেন। মোরোরা পদে পদে উহাতে বাধা প্রদান করিতে থাকে। ক্রমাগত ৩ মাস এইভাবে যুদ্ধ চালাইয়া ক্যাপ্টেন জুয়ান কোন কিছু সুবিধা করিতে পারেন না। তাই বাধ্য হইয়া হতাশ চিত্তে তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন।

১৬১০ খৃষ্টাব্দে আবার সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইল।

www.ahlehadeethbd.org

এইবার স্পেনীয়রা মিণ্ডানাও দ্বীপের রাইও গ্র্যাণ্ডী নদীর মোহানায় অবস্থিত মোরোদের প্রস্তর নির্ম্মিত দুর্গগুলি অধিকার করার জন্য আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণ পরিচালিত হইয়াছিল মেজর ফ্রান্সিসকো রুইজ নামধেয় সৈনাধ্যক্ষের নেতৃত্বে। মিণ্ডানাওর সুলতান কুদরত এই আক্রমণ পর্য্যুদস্ত করিয়া দেন। স্বয়ং মেজর রুইজ নিহত হন। ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে কুষ্টো-বাল-ডি-লুগো ১০০০ দেশীয় খৃষ্টান সৈন্য ও ১০০ স্পেনীয় সৈন্য লইয়া পূর্ব্বকথিত ক্ষুদ্র দ্বীপ জোলোর উপর হামলা করেন। এই বিরাট সৈন্যদলের সম্মুখে স্বল্প সংখ্যক দ্বীপবাসী যে বিশেষ কিছু বাধা প্রদান করিতে পারে নাই তাহা বলাই বাহুল্য। স্পেনীয়রা অত্যাচারের চূড়ান্ত নিদর্শন প্রদর্শন করিল। অন্যান্য যুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি স্পেনীয়রা এই দ্বীপবাসীদের উপর প্রতিহিংসা গ্রহণের দ্বারা ভুলিবার চেষ্টা করিল। লোকালয়, ধান্যক্ষেত্র ও নৌকাগুলি ভস্মস্তূপে পরিণত হইল। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তাহারা পরবর্ত্তী বৎসরেই এই দ্বীপে পুনরায় আক্রমণ পরিচালনা করিল। এবারও স্পেনীয়রা দলে খুব ভারী ছিল। কিন্তু পরম বিস্ময়ের বিষয়, এবার স্পেনীয়রা পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে। ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে পুনরায় যে স্পেনীয় অভিযান প্রেরিত হয় তাহাও ব্যর্থ হয়।

এইভাবে পুনঃ পুনঃ স্পেনীয় অভিযান ব্যর্থ হওয়ায় স্পেনীয়রা সাফল্যলাভের অন্য উপায় খুঁজিতে থাকে। জেসুইট মিশনরীরা পরামর্শ দেয় যে, ঐ ভাবে অভিযান না করিয়া বিশেষ কোন সুবিধাজনক স্থানে আগে একটা শক্ত মিলিটারী ঘাঁটী স্থাপন করা দরকার। এই পরামর্শ অনুসারে ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল ক্যাপ্টেন জুয়ান ডি সাভেদ্র ১০০০ দেশীয় খ্রীষ্টান সৈন্য ও ৩০০ স্পেনীয় সৈন্য লইয়া মিণ্ডানাও দ্বীপের "জাম্‌বোয়াঙ্গা" নামক স্থানটীতে অবতরণ করিয়া উহাতে ঘাঁটী গাড়িতে প্রবৃত্ত হন। শীঘ্রই তথায় একটী শক্ত দুর্গ তৈয়ার হইয়া যায়। দ্বীপের মধ্যে এই ভাবে শত্রুপক্ষের একটী শক্ত ঘাঁটী গড়িয়া উঠিতে দেখিয়া মোরোরা প্রমাদ গণে। তাই যে কোন উপায়ে উহা ধ্বংস করার জন্য তাহারা বদ্ধ পরিকর হয়।

পূর্ব্বোল্লিখিত সুলতান কুদরতের ভ্রাতা "দাতু তাগালের" নেতৃত্বে একটি শক্ত অভিযাত্রী দল উপকূল ভাগ দিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। সমুদ্রে অবশ্য স্পেনীয়দের নৌবহর কড়া পাহারায় নিযুক্ত ছিল। কারণ তাহারাও এইরূপ প্রতি আক্রমণের আশঙ্কা করিয়াছিল। যাহা হউক, নিজেদেরই একজন হীনমতি লোক বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া দাতু তাগালের অবস্থিতি স্থানের গোপন কথা শত্রুপক্ষের নিকট ফাঁস করিয়া দেয়। ফলে, যাহা হইবার তাহাই হইল। "পুণ্টা ডি ফ্লেচাসের" নৌযুদ্ধে দাতু তাগাল পরাজিত হইলেন। এর পর গভর্ণর হুরটাডো-ডি-করকুউরা স্বয়ং ম্যানিলা হইতে আগমন করিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। ৪ঠা মার্চ্চ তারিখে তিনি সুলতান কুদরতের সৈন্যদলের উপর আপতিত হন। মোরোরা প্রাণপণ চেষ্টায় বাধা দেয়। কিন্তু সংখ্যাল্পতা হেতু তাহারা পরাজিত হয়।

১৬৩৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে গভর্ণর পুনরায় ৮০ খানা পোত দ্বারা গঠিত বিরাট নৌবহর, ১০০০ দেশীয় খ্রীষ্টান সৈন্য ও ৬০০ স্পেনীয় সৈন্য সহ "জাম্‌বোয়াঙ্গাতে" ফিরিয়া আসেন। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে ঐ সৈন্যদল লইয়া ক্ষুদ্র দ্বীপ জোলোর উপর আপতিত হন। সুলতান—"বাংসু" তথায় ৪০০০ মোরো সৈন্য লইয়া ঘাঁটি রক্ষা করিতেছিলেন। তিন মাস ধরিয়া প্রচণ্ড সংগ্রাম চলে। অবশেষে রণে ভঙ্গ দিয়া স্পেনীয়রা তথা হইতে চলিয়া আসে।

১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে অগাষ্টিন-ডি-সান পেড্রো ও ক্যাপ্টেন ফ্রান্সিসকো ৫০০ দেশীয় খ্রীষ্টান সৈন্য ও ৫০০ স্পেনীয় সৈন্য লইয়া "লানাও" হ্রদের তীরে অবতরণ করেন। তাঁহাদের সাহায্যার্থে ডন পেড্রো ফার্ণাণ্ডেজের অধিনায়কত্বে আর এক দল সৈন্য — প্রেরিত হয়। হয় নিজেদের স্বাধীনতা ও ধর্ম্ম, না হয়

www.ahlehadeethbd.org

মৃত্যু এই পণ করিয়া মুসলিমরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ফলে প্রায় সমগ্র স্পেনীয় বাহিনী বিধ্বস্ত হয়। যে কয়জন হতাবশিষ্ট ছিল তাহাদের রক্ষার্থে পাদ্রি সান-পেড্রো অকুস্থলে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে খ্রীষ্টান-দের উপনিবেশে লইয়া যান। এই প্রচণ্ড আঘাত খাইয়া স্পেনীয়রা প্রায় ২৫০ বৎসর পর্য্যন্ত আর ঐ স্থানে আগমন করিতে সাহসী হয় নাই।

মোরো-স্পেনীয় শান্তি চুক্তি

অস্ত্রের দ্বারা বশীভূত করিতে অক্ষম হইয়া স্পেনীয়রা অবশেষে মোরোদের সহিত শান্তি—চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। ১ম চুক্তি সম্পাদিত হয়—সুল-তান কুদরতের সহিত ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে। উহাতে শর্ত্ত থাকে যে, খ্রীষ্টান অধিবাসী ও মোরোরা পারস্পরিক ব্যবসা বাণিজ্য করিতে পারিবে এবং জেসুইট পাদ্রীরা খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারার্থে "কোটাবাটোতে" অব-স্থান করিতে পারিবে। ১৭৩৭ অব্দে আর একটি চুক্তি হয়। ইহার দ্বারা বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধার্থে পারস্পরিক সাহায্য, ম্যানিলা ও জোলোর মধ্যে অবাধ বাণিজ্য, বিনা মুক্তি পণে বন্দী বিনিময় প্রভৃতি বিষয়গুলির মীমাংসা হয়।

সংগ্রামের পুনরুজ্জীবন

অষ্টাদশ শতাব্দীর ২য় অর্দ্ধে ফিলিপাইনে—স্পেনীয়দের অবস্থা কাহিল হইয়া উঠে। এই সুযোগে মোরোরা তাদের উপর অনুষ্ঠিত অত্যাচারসমূহের সহিংস প্রতিকার সাধনে প্রবৃত্ত হয়। মোরোরা সর্ব্বত্রই আঘাত হানিতে আরম্ভ করে। এমন কি রাজধানী ম্যানিলাও রেহাই পায় নাই। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে স্পেনীয়দের কামান শ্রেণীকে উপেক্ষা করিয়া "ম্যালাইট" নামক সুরক্ষিত নগরীতে মোরোরা অবতরণ করে এবং নগর লুণ্ঠন করিয়া বহু মূল্যবান সম্ভার ও ২০ জন বন্দীসহ ফিরিয়া আসে। স্পেনীয় দলিল পত্র মোতাবেক ঐ সময় প্রতিবৎসর গড়ে ৫০০ খ্রীষ্টানকে মোরোরা বন্দী করিয়া লইয়া যাইতে থাকে। ১৭৭৪ হইতে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই কয় বৎসরে স্পেনীয় গবর্ণমেণ্ট মোরোদের বিরুদ্ধে—১৫১৯২০৯ পিয়াষ্টার মুদ্রা শুধু আত্মরক্ষার্থেই ব্যয় করিতে বাধ্য হন।

"জোলোর" ক্ষুদ্র নগরীটী মোরোদের হস্তচ্যুত হওয়ায় তাহাদের প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি ভীষণ ভাবে জলিয়া উঠে। ১৮৮৬-১৮৮৭ অব্দে গভর্ণর জেনা-রেল এমিলো টেরেরো "কোটাবাটোতে" অবতরণ করিয়া তথাকার মুসলিম নৌবহর ধ্বংস করেন। কিন্তু তাহাতেও মোরোদের শক্তির হ্রাস হয় না। সুতরাং যুদ্ধ চলিতেই থাকে। মিণ্ডানাও অধিকার করার জন্য তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে শেষ চেষ্টা করেন। হংকংএ প্রস্তুত ষ্টীম গানবোটের নৌবহর লইয়া তিনি "লানাও" হ্রদের তীরে অব-তরণ করেন। প্রচণ্ড সংগ্রামের পর "দাতু-আমাই-পাকপাক" নামীয় মুসলিম সেনানীকে পরাস্ত করিয়া "মারাবি" নামক স্থানটী অধিকার করেন। কিন্তু ইহাতে স্থায়ী ফল কিছুই হয় নাই। "দাতু আলী" "দাতু উতু" প্রভৃতি মুসলিম নায়কদের অধিনায়কত্বে মোরোরা সমানে সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে থাকে। অবশেষে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে স্পেনীয় সৈন্যরা মিণ্ডানাও এবং সুলু পরিত্যাগ করিয়া—চলিয়া আসে।

ফিলিপাইনে মার্কিনদের আগমন

ইতিমধ্যে ফিলিপাইনের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে পট পরিবর্ত্তন ঘটিল। জুলুমের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি সাম্রাজ্যবাদী স্পেন তথা হইতে পাত্তাড়ী গুটাইল। আর তাদের স্থান দখল করিল সুসভ্য মার্কিন।

মার্কিনরা প্রথম প্রথম স্বাভাবিক ভাবেই—মোরোদিগকে সাধারণ বিদ্রোহী বলিয়া ধারণা করিয়াছিল। কিন্তু শীঘ্রই তাহাদেব এ ভুল ভাঙ্গিল। কয়েক মাসের যুদ্ধেই মার্কিন পক্ষের বহু সৈন্য-সামন্ত হতাহত হইল। মার্কিনরা গভীর ভাবে অনুধাবন করিল যে মোরোরা সুসংহত, সু-সংবদ্ধ ও অসীম সাহসী। সুতরাং তাহাদিগকে অস্ত্রবলে জয় করার পণ্ডশ্রম না করিয়া তাহাদের সহিত—

www.ahlehadeethbd.org

মিত্রতায় আবদ্ধ হইবার জন্য মার্কিনরা ব্যগ্র হইয়া পড়িল। তাহারা মোরোদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল যে, তাহারা শোষণ ও লুণ্ঠন করিবার অভিলাষী হইয়া তথায় আগমন করে নাই; মোরো-দিগকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষাদান করিতেও তারা ইচ্ছুক নয়। তথাকার অধিবাসীদের বন্ধু হিসাবেই তাহারা—ফিলিপাইনে আগমন করিয়াছে। এই প্রকার মিষ্ট বাণী তাহারা ইতিপূর্ব্বে স্পেনীয়দের নিকট হইতেও শুনিয়াছে। কিন্তু মিষ্ট কথার পশ্চাতে স্পেনীয়দের যে ক্ষুরধার ছুরিকা লুক্কায়িত ছিল, তার পরিচয়ও মোরোরা হাড়ে হাড়ে অনুভব করিয়াছে। অতএব আর এক শ্বেতকায় জাতি—মার্কিনদের কথায় তাহারা যে সহজে আস্থা স্থাপন করিবে না, তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু ক্রমাগত চেষ্টার ফল অবশেষে—ফলিল। একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি জেনারেল বেট্‌স্ ও অন্যদিকে "মিণ্ডানাও" ও "সুলুর" সুলতানদের মধ্যে এক শান্তি চুক্তি স্থাপিত হইল। মার্কিনরা মোরোদিগকে স্বায়ত্ব শাসন প্রদান করিল, তাহাদের ধর্ম্মাচরণেও নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা দেওয়া হইল। মুসলিম জননায়কদের পুত্রগণকে শিক্ষিত করিবার ব্যয় নির্ব্বাহার্থেও এর পরে অর্থ সাহায্য করা হইতে লাগিল। তাহাদের শিক্ষার জন্য স্কুল স্থাপিত হইল এবং উপযুক্ত ছাত্রদিগের মধ্যে স্কলারশিপও বিতরিত হইতে লাগিল। এই সব কারণে মোরোরা ক্রমশঃ মার্কিনদের অনুরাগী হইয়া উঠিল। ফলে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, বিভিন্ন ভাষাভাষী ও বিভিন্নবর্ণের এই দুই জাতির মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল।

১৯৪৮ সালের আদমশুমারী হইতে জানা যায় যে, সমগ্র ফিলিপাইনের লোক সংখ্যা – ১, ৯২, ৩৪, ১৮২ জন; উহার মধ্যে ৮০০০০০ মুসলমান। অর্থাৎ মুসলিম জন সংখ্যা কিঞ্চিদধিক শতকরা ৪ জন মাত্র। তথাকার মুসলমানেরা সুন্নি। উহারা মিণ্ডানাও দ্বীপে ও সুলু দ্বীপমালায় সাধারণতঃ বসবাস করিয়া থাকে। অন্যত্র তাহাদের সংখ্যা অতি নগণ্য।

"Philippines China Cultural Journal" নামক পত্রিকাটী এক সময় মোরোদের সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছিল তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। উহাতে বলা হইয়াছিল—, "ফিলিপাইনবাসীদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বীর ও সাহসী হইতেছে 'মিণ্ডানাও ও 'সুলু' দ্বীপের অধিবাসী "মোরোরা", স্পেনীয়রা তাহাদের ৩৭৭ বৎসর ব্যাপী রাজত্বকালে ইহাদের জয় করিতে সমর্থ হয় নাই" ইহার উপর মন্তব্য নিস্প্রয়োজন। স্পেনীয়রা স্পেন হইতে বর্তমান ইউরোপের শিক্ষাদাতা "মুরদিগকে" — নির্ব্বাসিত করিয়াছে; কিন্তু তারা সাগরের বুকে অবস্থিত এই দ্বীপের নগন্য সংখ্যক "মোরোদিগকে" শত চেষ্টা করিয়াও পর্যুদস্ত করিতে পারে নাই। ইসলামের সঞ্জবনী মন্ত্রের এ এক জলন্ত নিদর্শন! ইসলামের বিজয় বৈজয়ন্তির এ এক অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত!! *

* Islamic Review এর ডিসেম্বর, ১৯৫২ সংখ্যায় প্রকাশিত Salik ututalum এর "The Beginnigs of Islam in the Philippines" নামক প্রবন্ধ হইতে সংখ্যা ও তত্ত্বগুলি গৃহীত হইয়াছে। —লেখক।

www.ahlehadeethbd.org

ঐতিহাসিক কথিকা

১। দিল্লীপথে

উনিশ বছরের পিতৃহারা নওজোয়ান। অভাবের তাড়নায় এসেছেন লক্ষ্ণৌ শহরে চাকুরীর—সন্ধানে। সহরের অলিগলি ঘুরে হয়রান হ'লেন বহুদিন, তবু চাকুরী জুটাতে পারলেন না একটিও; কিন্তু অভিজ্ঞতা হ'ল প্রচুর। শিয়া মতবাদের উদ্ভট বাস্তবরূপ দেখলেন নিজ চক্ষে আর প্রত্যক্ষ করলেন মানুষের যৌন-অবনতির বীভৎস দৃশ্য। সহরের কলুষিত আবহাওয়া তাঁর মনকে তুল্‌ল বিষিয়ে, উন্মনা হয়ে উঠল তাঁর অন্তর মহত্তম কিছু দেখবার ও শেখবার উদ্‌গ্র বাসনায়। দিল্লীর জগদ্বিখ্যাত আলেম শাহ আবদুল আযিযের নাম তখন ভারতের প্রত্যন্ত-সীমায় পরিব্যাপ্ত, তাঁর যশোগৌরব সকল মানুষের কণ্ঠে উচ্চারিত। যুবক মনস্থ করলেন কালবিলম্ব না করে রওয়ানা হবেন দিল্লী, হাজির হবেন শাহ ছাহেবের খেদমতে প্রাণের নব উন্মেষিত জ্ঞানবাসনা পরিতৃপ্ত করতে। একেক দণ্ড মনে হ'তে লাগল—একেক বর্ষের চেয়েও দীর্ঘতর, এক মুহূর্ত্তও আর থাকবেন না লক্ষ্ণৌর অবাঞ্ছিত পরিবেশে, এই তাঁর প্রতিজ্ঞা।

এমনি সময়ে দেখা হ'ল তাঁর এক বুজর্গ পিতৃ-বন্ধুর সাথে। দু'হাজার ফৌজের সেনা নায়ক—তিনি। আগ্রহ ভরে তিনি নিয়ে গেলেন বন্ধু পুত্রকে আপন গৃহে। যথোচিত সমাদর আর জ্ঞান-গর্ভ উপদেশ দিয়ে তিনি আপ্যায়িত করলেন তাঁকে। লক্ষ করলেন তিনি নওজোয়ান মনের উৎসুক গতি। খুশী হলেন অন্তরে।

কয়েক দিন অবস্থানের পর যুবক প্রস্তুত হলেন দিল্লী যাত্রার জন্যে। কিন্তু কি করে যাবেন? সম্বল বল্‌তে ছিলনা একটি পয়সাও হাতে। পদব্রজেই চল্‌বেন সমস্ত রাস্তা, সাথী মিলুক কিম্বা না মিলুক, যেতেই হ'বে তাঁকে বাঞ্ছিত লক্ষ্যস্থলে। ভরসা তাঁর একমাত্র রহমানুর রহিম আল্লাহ। তাঁর উপর অগাধ বিশ্বাসই একমাত্র সম্বল। কিন্তু পিতৃ-বন্ধু কিছুতেই রাজি হলেন না নিঃস্ব অবস্থায় তাঁকে পথে ছাড়তে। তাঁকে বাহন রূপে দিলেন একটা বলিষ্ঠ ঘোড়া; আর কিছু নগদ টাকা গুঁজে দিলেন তাঁর পকেটে। যুবক গুরুজনের এই স্নেহসিক্ত দান পারলেন না উপেক্ষা করতে। অগত্যা সেই নিয়ে—আল্লাহর নামে ঘোড়া ছুটালেন দিল্লী পথে···

মোহাম্মদ আবদুর রহমান।

নিঃসঙ্গ যুবক। মাঠের পর মাঠ, গ্রামের পর গ্রাম ঘোড়ায় চড়ে অতিক্রম ক'রে চলেছেন; অজানিত দেশের কত রঙ্গ বেরঙ্গের দৃশ্য তাঁর চক্ষের সম্মুখে দেদীপ্যমান হয়ে উঠছে, অচেনা মানুষের কত বিচিত্র পরিচয় তাঁর গণ্ডিবদ্ধ মানস রাজ্যের পরিধি বিস্তৃত ক'রে চলেছে। মানুষের দুঃখ ও বেদনার দুঃসহ দৃশ্য তাঁর মনকে সহানুভূতির আর্দ্র রসে সিক্ত করে তুল্‌ছে।

এক দিন তিনি দেখতে পেলেন, ৪জন দুঃস্থ পথিক নিঃসহায় ও কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় অবস্থায় পড়ে আছে,—একজন আহত, একজন পীড়িত আর দু'জন অতি বৃদ্ধ—চলৎ শক্তি রহিত। তাঁর মত এক নিঃসম্বল ও নিঃসঙ্গ পথিক কী করতে পারেন এই আর্ত ও ক্লিষ্ট মানুষের দুঃখ ঘোচাতে। ভাবতে থাকেন যুবক···সহসা আনন্দের বিদ্যুৎ রেখা খেলে যায় তাঁর চেহারা মুবারকে, হা পারেন বৈ কি? তাঁর সাথে একটা অশ্ব আর কিছু নগদ টাকা মওজুদ—আছে; এসব দান করলে তাদের কষ্টের কথঞ্চিৎ লাঘব হ'তে পরে। যেমন ভাবা তেমনই কাজ।

www.ahlehadeethbd.org

অকুণ্ঠ চিত্তে তাই দান ক'রে দিয়ে নিঃস্ব পথিক সাজলেন নিজে। সম্পূর্ণরূপে নিজেকে আল্লাহর হাতে সঁপে দিয়ে শান্তি বোধ করলেন প্রাণে।

দিল্লী তখনও বহু দূরে। কী করে এই দীর্ঘ পথ চল্‌বেন? কোমরে কাপড় বেঁধে পথ চল্‌তে শুরু করলেন, পথে দেখতে পেলেন এক চলৎ-শক্তি রহিত মানুষ, হাঁটবার শক্তি নেই মোটেই— অথচ যেতে হ'বে তাকে আরও তের মাইল দূরে। দয়ায় বিগ্‌লিত হ'ল যুবকের অন্তর। অশ্ব তো এখন নেই যে তুলে নিবেন তার পিঠে। কি করতে পারেন তা হ'লে? হা, তাঁর তো শক্তি আছে গায়ে,— কাঁধে তুলতে পারেন তাকে। সত্যিই তুলে নিলেন কাঁধে, এবং এক দু মাইল করে সুদীর্ঘ তের মাইল পথ বয়ে নিয়ে পৌঁছিয়ে দিলেন তাকে তার গন্তব্য স্থলে।

আবার শুরু হ'ল তার বিরামহীন হাঁটা। শুষ্ক, তপ্ত, বন্ধুর পথ। পায়ে হাঁটার পূর্ব-অভ্যাস ছিল না মোটেই। হাঁটতে হাঁটতে পদতলে পড়ল ফোসকা, ভ্রূক্ষেপ নেই সেদিকে। রক্ত বেরুল অজস্র ধারায়, বেদনার অনুভূতি নেই এতটুকু। আঘাতে আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হ'ল পা কিন্তু কী এক আকর্ষণে ধেয়ে চলেছেন সমুখ পানে। ...না, এখন আর ত চলার উপায় নেই, রাত্রি আগত প্রায়, অন্ধকার ঘনিয়ে আস্‌ছে, জঠরে এখন ক্ষুধার জ্বালাও অনুভূত হচ্ছে, কিন্তু কোথায় উঠবেন, কী খাবেন, কে দেবে তাকে আশ্রয়?

সৌভাগ্যক্রমে এক সরাইয়ের সন্ধান পেলেন নিকটেই। ক্লান্ত দেহ, ক্ষুধিত জঠর আর রক্তরঞ্জিত জখ্‌মি পদ নিয়ে হাজির হ'লেন সেখানে।

সরাই এর ভার ছিল এক পরিণত বয়স্কা পরিচারিকার উপর। শ্রান্ত পথিককে দিল সে আশ্রয়, নিজ হস্তে ক'রে দিল তার বিশ্রামের পূর্ণ ব্যবস্থা। লক্ষ ক'রে সে দেখে নিল যুবকের চেহারা—গৌরবর্ণ, সুদর্শন, সৌম্য-মূর্ত্তি, সুপুরুষ! শরীফ বংশের নির্ভুল ছাপ, চিত্তশুদ্ধি ও দৃঢ় চরিত্রের সুস্পষ্ট লক্ষণ সমগ্র চেহারায় ও অবয়বে, কথায় ও আচরণে!

"এ কী? পায়ে রক্তচিহ্ন? আহা বেচারা শরীফ জাদা! হয়ত রাগারাগি করে অভিমানভরে গৃহত্যাগ করে চলে এসেছে। পায়ে চলার অভ্যাস ছিল না বোধ হয় কোনদিনই। তাই দীর্ঘ পথ মারাতে পা ফেটে লহু বেরিয়েছে দরবিগলিত ধারায়।"

দৌড়িয়ে নিয়ে আসে ঔষধ। বলে, "যদি— এজাজৎ হয়, এই ঔষধটি লাগিয়ে দেই আপনার ক্ষতস্থলে— ইন্‌শা আল্লাহ সেরে যাবে একদিনেই।"

"শোক্‌রিয়া", যুবক উত্তর করেন, "আপনি কত কষ্ট স্বীকার করছেন আমার জন্য! ও থাক্‌না আপনিই সেরে যাবে।"

বৃদ্ধা ছাড়ে না কোনমতেই, হার মানতে হয় যুবককে। ঔষধ লাগান হয়— ক্ষত ভাল হয়ে যায় এক দিনেই।

আসে সযত্ন পাকান খানা। "আমি ত রিক্তহস্ত, আপনার এত মেহেরবানির বদ্‌লা দেব কি দিয়ে?" —বলেন যুবক।

"আমার এ গরীব সরাই এ আমার মেহ্‌মান্‌দারী স্বীকর করে আপনি সরফরাজ করেছেন আমাকে। হয়ত আপনার ওছিলাতেই আমার সৌভাগ্যের দ্বার উন্মোচিত হ'য়ে যাবে কোন দিন," উত্তর দেন বৃদ্ধা।

খেয়ে পরিতৃপ্ত হন ক্লান্ত পথিক। নীরব নিশিথ রাত্রে সকৃতজ্ঞ অন্তরে হাত তুলেন আল্লাহর নিকট, দারিদ্র্য পীড়িত পরিচারিকার কল্যাণ কামনা করেন বিশ্ব প্রভুর কাছে। আল্লাহ কি কবুল করবেন তাঁর প্রার্থনা?

সেই রাত্রেই ভিতর গৃহের এক ইটের দেওয়াল ধ্ব'সে পড়ে। তল দেশ থেকে বের হয়ে পড়ে একটি মুখ-ঢাকা কল্‌সী। সাগ্রহ পদ-বিক্ষেপে বৃদ্ধা যায় নিকটে। হাত দিয়ে তুলতে চায় উপরে, "খুব ভারি বোধ হচ্ছে, যে," হৃদয় উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠে, খুলে দেখে স্তম্ভিত হয় সে, "এ যে শত শত আশরফী,"— স্বর্ণমুদ্রা স্বপ্নেও দেখে নাই সে কোনদিন। কিন্তু

www.ahlehadeethbd.org

অকল্পিতভাবে এত অসংখ্য স্বর্ণমুদ্রা পেয়েও আনন্দে আত্মহারা হয় না সে। হাড়ি সমেত সমস্ত মুদ্রা নিয়ে হাজির করে পথিকের পদ প্রান্তে। সব বৃত্তান্ত খুলে ব'লে আরজ করে সে, "হুজুর, নিশ্চয় আপনারই দোওয়ার বরকতে আল্লাহ এই গুপ্তধন উদ্ঘাটিত করে দিয়েছেন, এ সবই আপনার, বিনাদ্বিধায় গ্রহণ করুন আপনি।

"না তা কখনও হ'তে পারে না," যুবক উত্তর করেন, "এ ধন আপনার গৃহ থেকে বের হয়েছে, আল্লাহ আপনাকেই নছিব করেছেন এ সব, আল্লাহর প্রতি শোকরিয়া আদা ক'রে সব নিয়ে রেখে দিন সুরক্ষিত কোন স্থানে।"

দীর্ঘ সময় ধরে কথা কাটাকাটি চলে, অবশেষে যুবক বলে উঠেন, "আর অধিক যদি এ বিষয়ে আমাকে পীড়াপীড়ি করতে থাকেন, তো আমি এই মুহূর্তে আপনার আশ্রয় ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হব।"

বৃদ্ধা অগত্যা স্বর্ণমুদ্রার কল্‌সি ফিরিয়ে নেন এবং সুরক্ষিত জায়গায় রেখে দেন।

পথিক যথা সময় দিল্লীতে পৌছে মওলানা শাহ আবদুল আযিযের খেদমতে হাজির হন।

কে এই আত্মত্যাগী উদার হৃদয় বুজর্গ পুরুষ?

আর কেহ নন, পরবর্ত্তী যুগের স্বনামধন্য আমিরুল মোমেনিন মওলানা সৈয়দ আহ্‌মদ শহীদ বেরলভী।

দীর্ঘদিন পর ইছলামের শাশ্বত পয়গাম আর জেহাদের আহ্বান নিয়ে দিল্লী হ'তে লক্ষ্ণৌর পথে বিরাট কাফেলা সহ সৈয়দ সাহেব সেই বৃদ্ধার গৃহে পুনঃ পদার্পণ করেন। বৃদ্ধা তার দুই যুবক পুত্র সহ—যারা ছিল প্রথম ছফরে বিদেশে—তাঁর হাতে বয়আৎ পড়ে কাফেলার অন্তর্ভুক্ত হন এবং তাঁদের সাথেই ঘর ছেড়ে বের হ'য়ে পড়েন। বৃদ্ধা আজীবন তাঁর সঙ্গে থেকে বালাকোটের পার্বত্য প্রান্তরে শাহাদতের অমৃত পান করে ধন্যা হন।

২। পুণ্য পরশ

মোগল শাসনের শেষ যুগ। পতনোন্মুখ মোগল সাম্রাজ্য—বিশেষ ক'রে রাজধানী দিল্লী অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত। মোগল শাসনের গৌরব-রবি অস্তমিত—দিল্লীর সে শানশওকত অতীতের বস্তুতে পরিণত, তার ভুবনখ্যাত দীপ্তি ও জৌলুস নির্বাণ-প্রাপ্ত।

মোগল বাদশাহ নাম মাত্র দিল্লীর সম্রাট। ইংরেজ সরকারের পেনশনখোর রূপে তিনি লালকেল্লার প্রাসাদ-অভ্যন্তরে বিলাস ব্যসনে আর সুন্দরীকুলের সুখ সাহচর্য ও যৌন সম্ভোগে মত্ত! আসল ক্ষমতা দিল্লীর ইংরেজ রেসিডেন্টের করায়ত্ত। উত্তর, দক্ষিণ ও সমস্ত পূর্বভারতে নাছারার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত, পশ্চিমে পাঞ্জাব প্রদেশ শিখ—হুকুমতের জুলমতে জর্জরিত।

অধঃপতন শুধু রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ আর শাহী দরবারেই ছিলনা সীমাবদ্ধ, আমীর ওমারা থেকে আরম্ভ ক'রে সাধারণ নাগরিক পর্যন্ত সকলের জীবনের সর্বস্তরেই হয়ে পড়েছিল পরিব্যাপ্ত। হেদায়তের জলন্ত মশাল, সর্ব সমস্যার সমাধায়ক কোরআনে মুবীনের স্থান তখন গৃহের কুলুঙ্গীতে নির্দিষ্ট। মানুষের প্রয়োজনে তার ব্যবহার সাধারণতঃ ভূত ছাড়ান আর রোগ দূরীকরণের জন্য ঝাড়া ফোঁকার কাজেই সীমাবদ্ধ। শের্ক ও বেদ্‌আত, পীরপূজা ও কবরসেজদা এবং অন্যান্য গয়র-ইছলামী কার্যকলাপ সর্বত্র সুপরিব্যাপ্ত। প্রত্যেক আমীরের গৃহে গণ্ডায় গণ্ডায় নক্ষত্র বিদ্যাবিশারদ জ্যোতিষীদের উপস্থিতি ও বিপুল প্রভাব। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা কোন কাজের শুভাশুভ গণনা ক'রে সে কাজ করার পরামর্শ না দিচ্ছে, তত-

www.ahlehadeethbd.org

ক্ষণ পর্যন্ত কাজে অগ্রসর হ'তে তারা নারাজ। সর্বত্র বিলাসিতা, যৌন ব্যভিচার আর নৈতিক অরাজকতা বীভৎস মূর্তিতে আত্ম-প্রকাশিত।

জাতির জীবন মরণের ঠিক এই সন্ধিক্ষণে অন্ধকারের যবনিকা ভেদ ক'রে আবির্ভূত হলেন শায়খুল হিন্দ শাহ ওলিউল্লাহ। প্রকৃত ও সার্থক চিকিৎসকের ন্যায় তিনি সমাজ-দেহের আসল রোগ আবিষ্কারের চেষ্টা করলেন আর অধ্যাপনা ও তাঁর রচিত পুস্তকাদির মারফত কোরআন ও হাদীছের—আলোকে সঠিক চিকিৎসার উপায় ও পদ্ধতি বর্ণনা করতে লাগলেন। তাঁর এই সুচিকিৎসা তত্ত্ব—জিজ্ঞাসু ও আলোক পিপাসুদের অন্তরে এক আলোড়নের সৃষ্টি করল, তাদের দেহ মনে জীবন স্পন্দন অনুভূত হ'ল, শরীয়তে মোহাম্মদীকে জানবার ও বুঝবার একটা তীব্র আকাঙ্খা এক শ্রেণীর লোকদের মধ্যে উন্মেষিত হ'ল। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্বনামধন্য পুত্রগণ এবং বিশেষ ক'রে শাহ আবদুল আযিয মুহাদ্দেছ পিতার আরব্ধ কাজ পরম আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে চালাতে লাগলেন।

কিন্তু শের্কের মারাত্মক কীট যে ভাবে সমাজ-দেহের সর্বাঙ্গকে জর্জরিত ক'রে তুলেছিল, বেদ্আতের যে কালিমা জনগণের অন্তর-দর্পণকে ঢেকে ফেলেছিল তাতে শুধু অধ্যাপনা ও পুস্তক রচনায় তা দূর হবার উপায় ছিলনা। এর জন্য প্রয়োজন ছিল বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে ঝাপিয়ে পড়ার, আওয়ামুন্নাছের মানসিক বিকার ও তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবটিকে আলোকের বিক্ষেপণে উৎসাদিত করার। শায়খুল হিন্দের যোগ্যতম পৌত্র আল্লামা শাহ ইছমাইল সে গুরুদায়িত্ব নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করলেন। তিনি মছজিদে মছজিদে, সভায় জলসায় জনগণের মধ্যে এই সুপরিব্যাপ্ত ও শিকড়-বদ্ধ শের্ক ও বেদআতের বিরুদ্ধে, প্রচলিত রসুম ও রেওয়াজের বিপক্ষে নির্ভীক কণ্ঠে বলন্দ আওয়াজ তুললেন। প্রতিটি অনাচার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কোরআন ও হাদীছের পরিপ্রেক্ষিতে শাণিত লেখনি ধারণ করলেন। চতুর্দিকের সূচিভেদ্য কুহেলিকার মাঝে জ্বালাতে চাইলেন শাশ্বত কেতাব ও চির-সুন্দর সুন্নতের সমুজ্জ্বল মশাল।

কিন্তু আঁধারের বাসিন্দারা এ বিচ্ছুরিত আলোক সইতে পারল না, সমাজ সুস্থ মনে তা গ্রহণ করল না। স্বার্থবাজদের আঁতে লাগল ঘা, আঁধারের পেচকরা শুরু করল চীৎকার। দিকে দিকে ইছমাইলের বিরুদ্ধে উত্থিত হ'ল বিরক্তি ও বিক্ষোভের আওয়াজ, আলোচনা চল্‌ল তাঁকে কৌশলে মারবার—শুরু হল হত্যা করার অভিসন্ধি। কিন্তু শাহ পরিবারের তখন যথেষ্ট সুনাম, সুখ্যাতি এবং প্রভাব। দিল্লীর অধিবাসিরা সরাসরি কিছুই করতে সাহস পেল না নিজেরা। অবশেষে সাহায্য চাইল পাঞ্জাবে, রণজিৎ-সিংহের আজ্ঞাবহ পীর-পোরস্ত ও কবরপূজক এক জায়গীরদার গোলাম রসুলের।

ইছমাইলের শির কাটার জন্য প্রেরিত হ'ল চার চার জন জাঁদরেল নওযোয়ান।

* * * *

তখন গ্রীষ্মের দিবস। বেলা দ্বিপ্রহর। তেজবান সূর্যের প্রচণ্ড তাপে চতুর্দিক খাঁ খাঁ করছে, মাটি অগ্নিবৎ তপ্ত হয়ে উঠেছে। বাজার, হাট, রাস্তা, মাঠ জনমানব শূণ্য, নিঃশব্দ ও নিস্পন্দ। সকলেই আপন আপন আশ্রয় কেন্দ্রে বিশ্রাম সুখ উপভোগ করছে। শুধু একজন মানুষ ঘরের বাইরে। ফতেহপুরী মছজিদ প্রাঙ্গণে পানির চৌবাচ্চার পার্শ্ব দিয়ে নগ্ন পদে পায়চারি ক'রে বেড়াচ্ছেন তিনি। তাঁর মাথার উপর অগ্নিবর্ষী সূর্য, পদতলে রৌদ্রতপ্ত পাথর। এ তাঁর প্রতিদিনের অভ্যাস, কষ্ট সইবার, সহিষ্ণুতা শিক্ষার দৈনন্দিন কসরৎ।

দিল্লীর রৌদ্রদগ্ধ বিজন রাস্তা দিয়ে সন্তর্পণে হেঁটে আসছে এক খুনপিয়াসী নওযোয়ান। ফতেহপুরী মছজেদের সামনে এসে গেল সে থেমে। তার বক্ষে ঝুলান শাণিত খঞ্জর, চোখে মুখে খুনের নেশা, হৃদয় মনে অর্থের লালসা। চতুর্দিক সে একবার তাকিয়ে নিল, দেখলো কোথাও কিছু নেই, মানুষের টু শব্দটিও নেই কোন খানে। ভাবল এই তো অতর্কিত আঘাত হানবার অপূর্ব সুযোগ। পবিত্র গৃহের দ্বার-প্রান্তে এসে সে তখন জুতো নিল

www.ahlehadeethbd.org

খুলে। তারপর ত্রস্তপদে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল সে। কিন্তু তপ্ত পাথরে পদক্ষেপ মাত্রই পা উঠল জ্বলে, ফিরে এসে জুতো পরেই অগ্রসর হ'ল ফের।

জলন্ত পাথরের আগ্নেয় স্পর্শের প্রভাব—পায়ের চামড়া ভেদ করে শিরা উপশিরার মারফতে পৌঁছে গেল অন্তর রাজ্যে। হৃদয়ের সমস্ত কালিমার আবরণ পুড়ে হ'ল ছাই, চোখের পরদা গেল ছিঁড়ে। নূতন চোখে চেয়ে দেখলেন— এক অপূর্ব দৃশ্য! নাভিদীর্ঘ সদ্য যৌবনোত্তীর্ণ পুরুষ সিংহের সৌম্য-মূর্তি। চেহারা মুবারকে অপূর্ব জ্যোতিচ্ছটা আর চিত্তশুদ্ধি ও সুমহান ব্যক্তিত্বের অপরূপ ছাপ।

হৃদয় কেঁপে উঠল, হাত অবশ হয়ে এল।

ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে সসম্মানে কোষবদ্ধ খঞ্জর তাঁর পদতলে রেখে বিনীত কণ্ঠে সে আরয করল,

"নরাধমের অপরাধ মার্জনা করুন, হুজুর!"

পুরুষ-সিংহ প্রথমে চমকিত হলেন, পরক্ষণেই শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন,

"কে তুমি? কী উদ্দেশ্যে খঞ্জর হাতে এখানে আগমন করেছিলে?

অনুতপ্ত যুবক সমস্ত কাহিনী আদ্যোপান্ত খুলে বলল,

আমি পাঞ্জাবের অধিবাসী, আরও ৩ জন আছে আমার সঙ্গে। দেড় মাস পূর্বে আমাদেরকে আনা হয়েছে আপনারই মাথা কাটার জন্যে। প্রতি শ্রুতি দেওয়া হয়েছে, এ কাজ সমাধা করতে পারলে রণজিৎসিংহের দাসানুদাস লাহোরের গোলাম—রসুলের নিকট থেকে আমরা পাব এক সহস্র রৌপ্য মুদ্রা আরও মূল্যবান বহু এনআম।

পথে আমাদের কৌতূহল হ'ল জানতে—যাকে আমরা মারতে যাচ্ছি, কী তার অপরাধ? জিজ্ঞেস করলাম আমাদের সেই দিল্লীবাসী সঙ্গীটিকে যে গিয়েছিল আমাদেরকে আনতে।

লোকটি সহজভাবে উত্তর করল, "আমরা আমাদের মৃত আত্মার রূহানী তরক্কীর জন্য ফাতেহার অনুষ্ঠান করি, সে তা করতে নিষেধ করে। আমরা পরম আগ্রহে ধুমধামের সঙ্গে বড় পীর ছাহেবের এগারই শরীফ পালন করি, এ লোকটি তা থেকে আমাদের বারণ করে। আমরা পীর দরবেশের কবরের তাযিম করি, মৃত ওলি আওলিয়ার পবিত্র রূহের উদ্দেশ্যে মানত করি, আমাদের উদ্দেশ্য পূরণের প্রার্থনা জানাই, আকাঙ্খিত বস্তু প্রার্থনা করি। লোকটি বলে এসব হয় শের্ক, নয় বেদ্‌আত। আমাদের যুগ যুগ প্রচলিত প্রথা ও পদ্ধতিসমূহের খেলাপ কথা প্রচার ক'রে বহু লোককে সে আকর্ষণ করছে নিজ পথে— ফলে সমাজে ভীষণ আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে— আর বহু লোকের রুজি রোজগারের পথ আসছে সঙ্কুচিত হয়ে।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে আমরা পুনঃ প্রশ্ন করি, তিনি কি কি নিষেধ করেন বুঝতে পারলাম—কিন্তু তিনি কি কি করতে আদেশ করেন, শুনি?

"উত্তর হ'ল, তিনি বলেন, এক আল্লাহর পূজা কর, সরাসরি তাঁকেই ডাক। তাঁর দরবারে প্রার্থনা জানাতে কারও মধ্যস্থতার প্রয়োজন নেই। পয়গম্বরকে (দঃ) সত্য নবী ব'লে মান—একমাত্র তাঁরই দেখান পথে চল।"

কথাগুলো আমাদের অন্তরে কিছুটা দোলা দিয়েছিল—কিন্তু জায়গীরদারের হুকুম আমাদের এগিয়ে আনল, অর্থের লালসা আমাদের দৃষ্টিকে পুনঃ অন্ধ করে ফেল্‌ল।

আমরা দিল্লীতে এসে আপনার গলা থেকে মস্তক ছিন্ন করার দুরাশায় গোপনে গোপনে লুকিয়ে লুকিয়ে দেড় মাস থেকে সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছি—বহু আকাঙ্খিত সে সুযোগ আজই মিলেছিল।

আল্লাহর হাজার প্রশংসা, লাখো শুক্‌রিয়া, পথিমধ্যে বেদাতী দিল্লীবাসীর কথা শুনে অন্তরের যে আবরণ উন্মোচিত হ'তে ধরেছিল, আজ আপনাকে মারতে এসে—অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে তা সম্পূর্ণ অপসারিত হয়ে গেল।

আপনার মাথা কাটার পরিবর্তে নিজেকেই সম্পূর্ণরূপে আপনার নিকট বিকিয়ে দিলাম। মাফ করুন আমাকে, আপনার একান্ত অনুগত গোলাম

(৯১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

www.ahlehadeethbd.org

বিশ্ব পরিক্রমা

পাকিস্তান

কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট

পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের ১৯৫৩—৫৪ সনের বাজেটে রাজস্ব খাতে ৯২ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা আয় ও ৯৮ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া দেখান হইয়াছে। কতিপয় নূতন কর ধার্য ও পুরাতন কর বৃদ্ধি করিয়া ৫ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকার ঘাটতি পূরণের পর ৩০ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া আশা প্রকাশ করা হইয়াছে। মোটর স্পিরিট, বস্ত্র ও চিনির উপর বর্ধিত কর এবং রেল মাশুলের বর্ধিত হারের বোঝা নূতন করিয়া দারিদ্র-পীড়িত জনসাধারণের স্কন্ধে চাপান হইবে। ব্যয় খাতে দেশ রক্ষা বাবদ ৬০ কোটি ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা খাতে মাত্র ২ কোটি ৬ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে।

প্রকৃতির ধ্বংস লীলা

প্রাকৃতিক ধ্বংস-লীলার সম্মুখে মানুষ কত অসহায়—১৩ই মার্চের কুষ্টিয়া জিলার আলমডাঙ্গা ও গাঙনি থানার উপর দিয়া প্রবাহিত এক বিভীষিকাময় ঘূর্ণিবাত্যা তাহা নূতন করিয়া প্রমাণ করিয়াছে। প্রকাশ, এই ঘূর্ণিবাত্যার ফলে প্রায় ৫০ জন লোক নিহত, ২ শতাধিক লোক আহত, ৫ শত পরিবার গৃহহীন, প্রায় ১ হাজার কাঁচা বাড়ী বিধ্বস্ত, কয়েকটি পাকা দালান ভূপতিত, অসংখ্য ছোট বড় বৃক্ষ উৎপাটিত এবং ১৬টি গ্রাম নিশ্চিহ্ন হইয়া—গিয়াছে। গৃহপালিত পশু যে কত মরিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

আহতদের মধ্যেও অনেকেই পরে মারা—গিয়াছে—যাহারা বাঁচিয়া আছে তাহাদের কাহারও পা ভাঙ্গিয়া হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে। কাহারও মাথা ফাটিয়া দরবিগলিত ধারায় রক্ত ঝরিয়াছে, কেহ চোখে মুখে নাসিকায় ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। বিভিন্ন গ্রামের গোলার ধান, মাচার বিচালী, ঘরের টীন এবং গৃহের বাসন পত্র ও সাজ সরঞ্জামাদি কোথায় যে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহার

(৯০ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

মনে ক'রে সৎপথ প্রদর্শন করুন!"

অনুতপ্ত ও আত্ম-সমর্পিত যুবকের মাথায় আল্লামা হাত বুলিয়ে বললেন, "তোমার উপর—আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়েছে, তিনিই সকলের সত্যপথ প্রদর্শক। আল্লাহ তোমাকে হেদায়ত করুন! আল্লাহর উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর আর সে বিশ্বাসকে সর্ব অবস্থায় অটুট রাখ—পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে একমাত্র তাঁরই নিকট মাগফেরাত কামনা কর।"

এ উপদেশ-বাণী নওযোয়ানের অন্তরদেশকে আলোকিত ক'রে তুলল। সে নিজেকে তাঁর অনুগত খাদেমরূপে পেশ করল। যে এসেছিল প্রাণ নিতে সে তাঁরই বিশ্বস্ত অনুচর রূপে তাঁর আজীবন সাহচর্য হেচে নিয়ে রয়ে গেল। অবশেষে জেহাদের মাঠে কান্দাহার সীমান্তে মুনাফেকদের ষড়যন্ত্রে শাহাদতের পেয়ালা আকণ্ঠ পান ক'রে আল্লামা শহীদের জানুর উপর মাথা রেখে তাঁর—অনুগ্রহের শোকরিয়া আদা করতে করতে সে এই ফাণী দুনিয়া থেকে মহাপ্রভুর অনন্ত সান্নিধ্যে গমনের সৌভাগ্য অর্জন করে।

পর দিন বাকী ৩ বন্ধু এসে হক পথকেই এখতেয়ার করল। পূতচরিত আল্লামার পুণ্য পরশে প্রত্যেকেই মানুষ হয়ে উঠল। দিল্লীবাসীর সব চক্রান্ত ফেঁসে গেল—সব অভিসন্ধি ব্যর্থ হ'ল।

www.ahlehadeethbd.org

সন্ধান করাই দুঃসাধ্য।

জীবিত ব্যক্তিগণের সমস্যাই এখন অত্যন্ত জটিল আকারে দেখা দিয়াছে। এখন এমন গৃহ নাই যেখানে এই বাত্যাহত লোকেরা মাথা গুজিবার ঠাঁই পাইবে, এমন বৃক্ষ একটিও অবশিষ্ট নাই—যেখানে কোনরূপে একটু আশ্রয় খুঁজিয়া লইবে। সরকার দ্রুত সাহায্যের আয়োজন করিয়াছেন—তাঁহারা ২ কিস্তিতে পৌণে দুই লক্ষ টাকা খয়রাতি সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন—বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগণও সহায়তার হস্ত লইয়া কিছুটা আগাইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু সমস্যার গুরুত্ব ও জটিলতার তুলনায় উহা মোটেই যথেষ্ট নহে। সরকার ও সেবা প্রতিষ্ঠানগুলির এবং দেশের দানশীল ব্যক্তিগণকে আরও বেশী করিয়া এই দুঃস্থ মানবতার সেবায় আগাইয়া আসা উচিত।

এই ধ্বংসলীলার পর পরই ২১ শে মার্চ ময়মনসিংহ জিলার জামালপুর মহকুমার জামালপুর,—মেলান্দহ, মাদারগঞ্জ ও শরিষাবাড়ী থানার উপর দিয়া বৃষ্টিহীন এক প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যা প্রবাহিত হয়, ফলে কতিপয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বহু ঘর বাড়ী ও অসংখ্য গাছপালা ভূমিস্মাৎ হয় এবং শত শত দরিদ্র পরিবার আশ্রয়হীন হইয়া পড়ে। এই বৃষ্টিহীন—বাত্যাপ্রবাহের সময় অনেক স্থানে আগুন লাগিয়া যায় এবং কতিপয় গুদামসহ বহু গৃহ ভস্মীভূত, কয়েকজন লোক জীবন্ত দগ্ধ ও বহু লোক আহত হয়। আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ কয়েক লক্ষ টাকা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ছাত্র সমাজ

আল্লামা সৈয়দ সুলায়মান নদভীর বিরুদ্ধে ছাত্রদের বিক্ষোভ ও তাঁহার প্রতি অসৌজন্যমূলক আচরণের দীর্ঘদিন পর গত ২৩শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের এক বৈঠকে উক্ত কার্যের নিন্দা ও তজ্জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করা হয়। ছাত্র বিক্ষোভ সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য কাউন্সিল একটি কমিটিও নিয়োগ করেন।

একজিকিউটিভ কাউন্সিলের অন্য এক সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ধর্মঘট, সভা সমিতি ও বিক্ষোভ প্রদর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি বিধি নিষেধ আরোপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আরও স্থির হয়, ছাত্রগণ কোন অবস্থাতেই অননুমোদিত সভা ও ধর্মঘট আহ্বান করিতে এবং কোন ছাত্র অপর ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস, লেবরেটরী ও লাইব্রেরীতে উপস্থিত হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করিতে পারিবেননা। উপরোক্ত নির্দেশ অমান্য করিলে কর্তৃপক্ষ অমান্যকারী ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহিষ্কার অথবা অন্য কোন শাস্তি দিতে পারিবেন। ধর্মঘটের দিনে কেহ অনুপস্থিত থাকিলে তাঁহাদের পারসেন্টেজ কাটিয়া দেওয়া হইবে এবং স্কলারসিপ ও স্টাইপেণ্ড হোল্ডারদের বৃত্তি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

কাউন্সিলের এই নির্দেশের প্রতিবাদে ছাত্রগণ ১৩ই এপ্রিল ধর্মঘট আহ্বান করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সলার কাউন্সিলের নির্দেশের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া ছাত্রদিগকে নিয়ম শৃঙ্খলা মানিয়া চলার জন্য আবেদন জানাইয়াছেন এবং ছাত্রদের পিতামাতা, অভিভাবক ও জন সাধারণকেও উক্ত নির্দেশের স্বপক্ষে ছাত্রদের উপর তাঁহাদের প্রভাব বিস্তারের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

গত ৩১শে মার্চ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বিল সম্পর্কিত আলোচনা ও কতিপয় ধারার সংশোধনের পর উহা চূড়ান্ত ভাবে গৃহীত হইয়াছে। বিলটি পাশ হওয়ার পর প্রধান মন্ত্রী জনাব নুরুল আমীন পরিষদকে এই আশ্বাস দেন যে, উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজ শীঘ্রই শুরু করা হইবে।

কয়েদীদের স্বাবলম্বী করার চেষ্টা

আমাদের দেশের জেলগুলিতে কয়েদীদিগকে শুধু শাস্তি প্রদান ও দুর্ভোগ ভোগানর নীতিই ব্রিটীশ আমল হইতে অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। বন্দীদের পরবর্তী জীবনে সুস্থ্য জীবন পরিচালনার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সুযোগ সৃষ্টি এবং তাহাদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধনের কোন চেষ্টা এ পর্যন্ত হয় নাই। এ ব্যাপারে বাগদাদুল জাদিদ হইতে একটি সুখকর সংবাদ আসিয়াছে। জানা গিয়াছে, সারা বিশ্বের মধ্যে একমাত্র বাগদাদুল জাদিদের সেন্ট্রাল জেলের কয়েদীরা কুটির শিল্পের দ্বারা স্বাবলম্বী হইতে পারিয়াছে। শুধু বাগদাদুল জাদিদেই নয়, বাহাওয়ালপুর রাজ্যের সমস্ত জেলগুলিকেই শিল্প কেন্দ্রে পরিণত করা হইয়াছে। কয়েদীদের নির্মিত কুটির শিল্পের দ্রব্যাদি রাজ্যের সর্বত্র এবং বাহিরেও বিক্রয় করা হয় এবং বিক্রয় লব্ধ অর্থ দ্বারা জেলের ব্যয় নির্বাহ করা হয়। পাকিস্তানের সর্বত্র এই নীতি অনুসৃত হওয়া সম্ভব নয় কি?

পাঞ্জাবে ধরপাকড় ও শাস্তিবিধান

কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলনে জড়িত পশ্চিম পাঞ্জাবের ৭টি দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশ নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়ায় ২ শতাধিক বার্তাজীবী বেকার হইয়া পড়িয়াছেন। উক্ত আন্দোলনে দাঙ্গা হাঙ্গামা, লুট ও অগ্নি সংযোগের দায়ে অভিযুক্ত ৫ ব্যক্তির মধ্যে ৩ জনকে লাহোর সামরিক আদালৎ মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত করার পর উহা রদ করিয়া প্রত্যেককে দশ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করিয়াছেন। পশ্চিম পাঞ্জাবের পরিষদ-সদস্য জনাব আহমদ সাইয়েদ কিরমানীও উপরোক্ত অপরাধে ৯ বৎসরের কারাদণ্ড ভোগের আদেশ পাইয়াছেন। অপর এক সদস্য মওলানা আবদুছ ছাত্তার নিয়াজীকে পুলিশ বহু অনুসন্ধানের পর গত ২৩শে মার্চ কাসুরে গ্রেফতার করিয়াছেন।

জামা'তে ইছলামীর প্রধানতম নেতা মওলানা আবুল আ'লা মওদুদী এবং আরও ৩৫ জন বিশিষ্ট আলেম ধৃত হইয়াছেন। প্রকাশ, সামরিক আদালতে মওলানা মওদুদীর বিচার হইবে। আরও প্রকাশ, গবর্ণমেণ্ট জামা'তে ইছলামীর অফিস ও তহবিল দখল করিয়াছেন।

সাপ্তাহিক আল্ ই'তিছাম পত্রিকায় প্রকাশ, পশ্চিম পাকিস্তান জমঈয়তে আহ্লে হাদীছের কার্যকরী সংসদের সদস্যগণের মধ্যে নায়েমে আ'লা মওলানা মোহাম্মদ ইছমাইল, মওঃ আবদুল্লাহ্—লায়ালপুরী, মওঃ হাফেয মোহাম্মদ ইছমাইল যবিহ, মওঃ আবদুল মজিদ (ঝিলম), মওঃ মোহাম্মদ দাউদ এরশাদ, সাপ্তাহিক আহ্লে হাদীছের সম্পাদক মওঃ আবদুল মজিদ ছুহদরী এবং মওঃ মঈনুদ্দীন ছাহেবান গ্রেফতার হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত পশ্চিম পাঞ্জাবের বিভিন্ন জিলায় জামা'তের বৃহৎ বৃহৎ বহু শুস্ত হুকুমতের শিকারের লক্ষবস্তুতে পতিত হইয়াছেন। উপরি উক্ত দুইটি ইছলামী আন্দোলনের ধৃত সকলেই কিম্বা কেহ দাঙ্গা হাঙ্গামায় প্রত্যক্ষ কিম্বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন কিনা জানা যায় নাই। কিন্তু একথা দৃঢ়তার সঙ্গেই বলা যাইতে পারে যে, 'রাষ্ট্র বিরোধী' আহরারদের প্ররোচনায় ইঁহাদের কেহই ইছলামের বুন্‌য়াদী আকীদা—রছুলুল্লাহর (দঃ) নবুওয়তের চরমত্ব-প্রাপ্তির অস্বীকারকারী কাদিয়ানীদিগকে পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়রূপে ঘোষণার দাবীতে—সমর্থন জ্ঞাপন করেন নাই। এই দাবীর পিছনে প্রেরণা যোগাইয়াছে রছুলুল্লাহর (দঃ) রেছালতের চরমত্ব-বৈশিষ্ট্যের প্রতি তাঁহার উম্মতবৃন্দের অটল বিশ্বাস ও পর্বতদৃঢ় আকিদা। শান্তি ভঙ্গ, অরাজকতা বিস্তার ও বিশৃঙ্খলা সৃজনকারী এবং বিদ্রোহীগণ অবশ্যই অভিযুক্ত হইবে ও শাস্তিভোগ করিবে। কিন্তু নির্বিচারে সকলের উপর দমননীতি চালাইয়া এবং ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া ইছলামী—রাষ্ট্রের জাগ্রত মুছলমানদের আকিদাগত ন্যায়সঙ্গত দাবী কস্মিনকালে দাবাইয়া দেওয়া সম্ভবপর হইবে না, একথা আমাদের সরকার বাহাদুর, রাষ্ট্র ধুরন্ধর ও পত্রিকার সম্পাদকগণ যতশীঘ্র উপলব্ধি করিবেন ততই মঙ্গল।

পাঞ্জাব মন্ত্রীসভার বদবদল

কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলনে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যর্থতার প্রমাণে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের নির্দেশক্রমে পশ্চিম পাঞ্জা-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বের প্রধান মন্ত্রী মিঞা মমতাজ দওলাতানা গত ২৪শে মার্চ পদত্যাগ পত্র পেশ করিতে বাধ্য হন। পূর্ব বঙ্গের গবর্ণর মালিক ফিরোজ খান নুন তৎস্থলে প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার ৭ জন সদস্য বিশিষ্ট নব মন্ত্রীসভায় পূর্ব মন্ত্রীমণ্ডলীর দুই-জনকে রাখা হইয়াছে।

পূর্ব পাকিস্তানের নূতন গবর্ণর

চৌধুরী খালিকুয্যমান পূর্ববঙ্গের গবর্ণর নিযুক্ত হইয়া গত ৪ঠা এপ্রিল কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। চৌধুরী ছাহেব ১৮৮১ খৃঃ যুক্তপ্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গত ৪০ বৎসর যাবৎ সক্রিয় রাজ-নীতির সহিত যুক্ত রহিয়াছেন। তিনি দীর্ঘদিন মহাত্মাগান্ধী ও মরহুম মওলানা মোহাম্মদ আলীর সহিত একযোগে কংগ্রেস ও খেলাফত আন্দোলনে কাজ করিয়া কারাবরণ করেন। ১৯৩৬ সালে মুস-লীম লীগ পুনর্গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন এবং কায়েদে আযমের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ কাজ করিয়া যান। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি ভারত হইতে হিজরত করিয়া করাচীতে গমন করেন এবং কায়েদে আযমের পর পাকিস্তান মুছলিম—লীগের প্রথম প্রেসিডেন্ট পদে বরিত হন। তিনি কয়েকবার মধ্য প্রাচ্য ও ইউরোপ সফর করেন। আ'লমে ইছলাম সম্বন্ধে তিনি বিশেষরূপে ওয়াকেফ হাল। চৌধুরী ছাহেবের গবর্ণর পদে নিয়োগে প্রদেশের রাজনৈতিক মহল খুশী হইয়াছেন। আমরা তাঁহাকে খোশ আমদেদ জানাই।

সিন্ধুর আসন্ন নির্বাচন ও লীগের দলীয় দ্বন্দ্ব

খাজা নাজিমুদ্দীন পাঞ্জাবের লীগ নেতৃত্ব হইতে সুকৌশলে ও সাফল্যের সঙ্গে অবাঞ্ছিত দওলাতানাকে অপসারিত করিতে সক্ষম হইলেও সিন্ধুর লীগ নেতা একগুঁয়ে জনাব খুরোকে লইয়া বড় বিপাকে পড়িয়াছেন। গত ১৯৫১ সনের ৩০শে ডিসেম্বর হইতে খুরো সিন্ধু লীগের বৈধ প্রেসিডেন্ট নন এবং তখন হইতে সভাপতিরূপে তাঁহার সমস্ত নির্দেশ, ব্যবস্থা ও সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য, এই বলিয়া কেন্দ্রীয় লীগ সভাপতি এক রুলিং জারি করিয়াছেন। কিন্তু জনাব খুরো এই রুলিং অগ্রাহ্য করিয়া উল্টা নাজিমুদ্দী-নের কেন্দ্রীয় লীগ সভাপতিত্বকেই বে-আইনি ও নিয়মতন্ত্র বিরোধী বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। অথচ মজার কথা এই যে, খুরোর প্রস্তাব ক্রমেই লীগের গত ঢাকা অধিবেশনে তিনি সভাপতি নির্বা-চিত হন। খুরো এই খানেই থামেন নাই, তিনি নাজিমুদ্দীনের লীগ সভাপতিত্বের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা (injunction) জারি করার প্রার্থনা জানাইয়া সিন্ধু হাইকোর্টে এক আবেদন পেশ করিয়াছেন। হাই-কোর্ট তাঁহার বিরুদ্ধে কেন এই ইন্‌জাকশন জারি করা হইবেনা তাহার কারণ দর্শাইবার জন্য আগামী ১৬ই এপ্রিল আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়াছেন।

অপর দিকে খুরোর নির্দেশ ক্রমে গত ২৭শে মার্চ সিন্ধু প্রাদেশিক মুছলিম লীগ খুরোকে নূতন করিয়া প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করিয়া জটিলতার নূতন গ্রন্থি সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। কেন্দ্রীয় লীগ এই নির্বাচনকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই অবৈধ লীগ সিন্ধুর আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য নয়া পার্লামেন্টারী বোর্ড গঠন করিয়াছেন এবং স্বয়ং খুরো উহার প্রেসিডেন্ট সাজিয়াছেন। ফলে সিন্ধুতে দুইটি মুছলিম লীগ ও দুইটি পার্লামেন্টারী বোর্ড আসন্ন নির্বাচনে অবতীর্ণ হইয়া সমানে লীগ টিকেট বিতরণ করিয়াছেন এবং প্রচার আসরে অবতীর্ণ হইয়া পরস্পর কাঁদছুঁড়াছুঁড়ি করিতেছেন। আন্তর্জাতিক রেষারেষি, পাক-ভারত বিরোধ, আভ্যন্তরীণ অশান্তি, খাদ্য ঘাটতি, অর্থ-নৈতিক দুরবস্থা প্রভৃতি সমস্যায় পাকিস্তান যে সঙ্ক-টের সম্মুখীন তাহার মোকাবেলা করার জন্য যখন জাতীয় ঐক্য এবং বিশেষ করিয়া মুছলিম লীগের সঙ্ঘবদ্ধতা ছিল একান্তভাবে কাম্য তখন ক্ষমতালোভী লীগ ধুরন্ধরদের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব বড় বেদনাদায়ক এবং পাকিস্তানের সোনার ভবিষ্যতের পক্ষে সর্বনাশকর।

www.ahlehadeethbd.org

ভারতে সাম্প্রদায়িক আন্দোলন

জম্মু প্রজা পরিষদ সত্যাগ্রহের সমর্থনে যে আন্দোলন জনসঙ্ঘ, হিন্দু মহাসভা ও রামরাজ্য পরিষদ মিলিতভাবে শুরু করিয়াছে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়া ও গরম গরম বক্তৃতা হাঁকিয়া উহাতে ইন্ধন যোগাইতেছেন। ইতিমধ্যেই পশ্চিম বঙ্গ হইতে জম্মুতে স্বেচ্ছাসেবক প্রেরণ শুরু হইয়াছে। দিল্লী ও অমৃতসরে সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য পূর্বক শোভাযাত্রা বাহির করিয়া বহু লোক গ্রেফতারী বরণ করিয়াছে। পণ্ডিত নেহেরুর সতর্কবাণীর প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া ডাঃ মুখার্জি ভারতের মুছলমানদিগকে এই উপদেশ খয়রাত করিয়াছেন যে, সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের আস্থা অর্জন করিতে না পারিলে কোন শক্তিশালী প্রধান মন্ত্রীই তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন না।

সম্প্রতি ত্রিপুরা রাজ্যে, হুগলী জিলায় এবং বাঙ্গালোরে কয়েকটি হিন্দু মুছলিম দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে এবং কয়েক ব্যক্তি হতাহত হইয়াছে।

পাক-ভারত বাণিজ্য চুক্তি

২০শে মার্চ পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে স্বাক্ষরিত বাণিজ্য চুক্তি অনুসারে আগামী ৩ বৎসরের জন্য ভারত পাকিস্তান হইতে বার্ষিক ১৮ লক্ষ গাঁইট পাট খরিদ করিবে এবং পাকিস্তানে প্রতি মাসে ৮২ হইতে ৮৪ টন পর্যন্ত কয়লা প্রেরিত হইবে। উভয় পক্ষেই কর ও লাইসেন্স ফি রহিত করা হইয়াছে। এই চুক্তিতে উভয় দেশের কল্যাণকামীগণ খুশী হইলেও এক শ্রেণীর ভারতীয় সাংবাদিক ইহাকে পাকিস্তানের নিকট ভারতের নতি স্বীকারের নযির রূপে উল্লেখ করিয়া কূটিল মন্তব্যের দ্বারা উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সৌহার্দ প্রতিষ্ঠার পথে বিঘ্ন সৃষ্টির চেষ্টায় মাতিয়া উঠিয়াছেন।

কাশ্মীর প্রসঙ্গ

সম্প্রতি কাশ্মীর বিরোধ সম্বন্ধে ডাঃ ফ্রাঙ্ক গ্রাহাম তাঁহার ৫ম রিপোর্ট নিরাপত্তা পরিষদের নিকট পেশ করিয়াছেন। তাঁহার এই সর্বশেষ রিপোর্টকে অন্যপরে কা কথা, আমাদের আশাবাদী পররাষ্ট্র সচিবও অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। কিন্তু তবু তিনি আশাহীন আশা লইয়া পুনরায় নিরাপত্তা পরিষদকে এ সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট—সুফারেশ পেশ করার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। আশ্চর্য যে, সুদীর্ঘ ৫ বৎসরেও জাতিসঙ্ঘ সমস্যার প্রথম পর্যায়—যুদ্ধবিরতি সীমারেখায় উভয় দেশের সৈন্য মোতায়েন প্রশ্নেরই মীমাংসা করিয়া দিতে পারিলেন না। জম্মু ও কাশ্মীরের ভারতভুক্তির পথ পরিষ্কার করার জন্য ভারত ও কাশ্মীর সরকার এবং বিরোধী দলগুলির সব অপচেষ্টা দেখিয়াও না দেখার ভাণ করিয়া অন্তহীন আশার দৃষ্টি লইয়া আমাদের সরকার পরম নিশ্চিন্তে নিরাপত্তা পরিষদের দিকে তাকাইয়া থাকিলে অবশেষে অশ্ব ডিম্ব ছাড়া আমাদের ভাগ্যে যে আর কিছুই জুটিবে না, একথা পাকিস্তানের ভাগ্যবিধাতাগণ কবে বুঝিবেন? কাশ্মীর "সমস্যার সমাধানে আমরা দৃঢ় সঙ্কল্প," "শেষ পর্যন্ত আমাদের জনগণের অভিপ্রায়ই জয়যুক্ত হইবে," এই ধারণা সরকারী আশ্বাস বাণী দ্বারা জনগণকে আর কত দিন বিভ্রান্ত করিয়া রাখা চলিবে?

আলমে ইছলাম

আফগানিস্তানে গণ আন্দোলন

এখানকার রিপাবলিকান দল বর্তমান সরকারের তীব্র নিন্দা করিয়া এবং রাজা জহির শাহের সিংহাসন ত্যাগের দাবী জানাইয়া সম্প্রতি কাবুল, কান্দাহার ও গজনিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছে। আফগান সরকারের পাকিস্তান বৈরি ও স্বৈরাচারী নীতির প্রতি জনসাধারণ কিরূপ উগ্রমূর্তি হইয়া উঠিয়াছে, সমস্ত দমননীতি অগ্রাহ্য করিয়া এই স্বতঃস্ফূর্ত—প্রকাশ্য বিক্ষোভের মধ্যে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে।

ইরাণে তৈল জাতীয় করণের পর

প্রধানমন্ত্রী ডাঃ মোসাদ্দেক ও শাহ রেজা—পাহলবীর মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিরোধের কারণ দর্শাইতে গিয়া প্রধান মন্ত্রী বৃটেনকেই এজন্য দায়ী করিয়াছেন। তিনি বলেন, তৈল জাতীয় করণের পূর্বে তাঁহাদের মধ্যে সদ্ভাবই বজায় ছিল কিন্তু পরে জাতীয় করণ প্রচেষ্টাকে বানচাল করার জন্যই বৃটেন তাহার অন্যায় স্বার্থরক্ষার তাকীদে এই বিরোধ—উসকাইয়া দিয়া উহা জিয়াইয়া রাখার চেষ্টা করিতেছে। মোসাদ্দেক তৈল সম্পর্কে সর্বশেষ ইঙ্গ মার্কিন প্রস্তাব প্রত্যাখান করায় বৃটেন আরও চটিয়া গিয়াছে এবং নানাভাবে ইরাণকে ভয় দেখাইতেছে। কিন্তু মোসাদ্দেক দমিবার পাত্র নহেন। তিনি, সুস্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করিয়াছেন, তৈল জাতীয় করণ পুরাপুরি চালু করার জন্যই বৃদ্ধ বয়স ও অসুস্থ্য শরীরে প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব বহন করিতেছেন।

ইরাণ সরকার ও শাহের মধ্যে সদ্ভাব বজায় রাখিয়া সুষ্ঠুভাবে শাসন যন্ত্র চালু করার পথ নির্দে-

www.ahlehadeethbd.org

শের জন্য সরকার নিযুক্ত কমিশন সম্প্রতি যে রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন উহাতে শাহকে ইংল্যাণ্ডের ন্যায় নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা রাখিয়া রাজ্য শাসনের সমস্ত দায়িত্ব মন্ত্রীসভার হস্তে ছাড়িয়া দেওয়ার সুপারেশ করা হইয়াছে। শাহী দরবার ও তাঁহাদের স্বপক্ষীয়গণ এই পরিবর্তনের পথে অন্তরায়ের সৃষ্টি করিতেছে। অপর পক্ষ হইতেও বিক্ষোভ শুরু হইয়াছে।

বুরাইমী মরুদ্যান ও ইঙ্গ-সঊদী বিরোধ

ইরাণ উপসাগরের বুরাইমী মরুদ্যান লইয়া ইবনে সঊদ এবং মস্কট ও ওমানের সুলতানের মধ্যে যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে বৃটেন উহাতে দ্বিতীয় পক্ষের মুরুব্বি সাজিয়া অর্থনৈতিক অবরোধ এবং আক্রমণাত্মক ও সন্ত্রাসবাদী কার্য চালাইয়া সমস্যাটিকে অত্যন্ত জটিল করিয়া তুলিয়াছেন। সঊদি আরব কর্তৃক বিরোধ মীমাংসার জন্য গণভোট গ্রহণের ন্যায্য প্রস্তাব বৃটেন আমল দিতে চাহিতেছেন না। আরও আলোচনা চালানর জন্য সঊদী আরব-প্রতিনিধি লণ্ডনে পৌঁছিয়াছেন। প্রকাশ, উক্ত মরুদ্যানে তৈল খনির আবিষ্কার সম্ভাবনাই নাকি লুব্ধ-দৃষ্টি ও সুযোগ সন্ধানী বৃটেনের মুরুব্বিয়ানার মুখ্য কারণ।

মিসরের বিবিধ পরিকল্পনার সুফল

নজিব সরকারের ভূমি সংস্কার পরিকল্পনা অনুযায়ী কেহই দুইশত বিঘার বেশী জমি রাখিতে পারিবে না। রাজনৈতিক দলগুলির বিলুপ্তির পর চাকুরীতে স্বজন-প্রীতি লোপ পাইয়াছে। সামরিক বাহিনীকে জার্মান বিশেষজ্ঞদের অধীনে আধুনিক যুদ্ধ বিদ্যায় ট্রেণিং দেওয়া হইতেছে। বিভিন্ন দেশের সহিত নব সম্পাদিত বাণিজ্য চুক্তি অনুসারে তুলার বিনিময়ে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র আমদানী করা সম্ভব হইতেছে।

শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন সম্পর্কে নিযুক্ত সাব-কমিটী তাঁহাদের রিপোর্টে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ও প্রজাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পক্ষে রায় দিয়াছেন।

সুদান ও সুয়েজ

সুদান চুক্তির কালি শুখাইতে না শুখাইতেই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছেন। মিসরের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন দক্ষিণ সুদানীয় নেতৃবৃন্দকে—গ্রেফতার ও ভীতি প্রদর্শন করা হইতেছে। সুদান বাসীগণ সুদানের গবর্ণর জেনারেল এবং দক্ষিণ সুদানের ব্রিটিশ এডমিনিষ্ট্রেটরদের অপসারণের দাবী জানাইয়াছেন।

সুয়েজের সৈন্যাপসরণ সম্বন্ধে বহু প্রতীক্ষিত আলোচনা বৈঠকের তারীখ এখনও ধার্য হয় নাই। মধ্য প্রাচ্যের সহিত বৃটেন ও তাহার বর্তমান মুরুব্বী আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ জড়িত থাকায়—বৃটেন প্রাচ্যের প্রবেশ দ্বারের এই চাবিকাঠি পরিত্যাগ করিতে একান্তই ইতস্ততঃ-পরায়ণ। কিন্তু জাগ্রত মিসরের জাতীয় অধিকার দখলের জন্য—জেনারেল নজিব বলদৃপ্ত কণ্ঠে নূতন করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন—সুয়েজ খাল অঞ্চল হইতে বিনা শর্তে হয় সমস্ত বৃটিশ সৈন্যের অপসরণ, নয় মিসরীয়দের মৃত্যু বরণ—ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা।

তুরস্কে ভূমিকম্প

গত মার্চ মাসে তুরস্কের দার্দানেলিস অঞ্চলে এক ভয়াবহ ভূমিকম্পের ফলে কমপক্ষে ১৭ হাজার লোক নিহত হইয়াছে। এক ইয়েনিম সহরেই কিঞ্চিন্যূন ১ হাজার লোক নিহত ও ২ সহস্রাধিক লোক আহত হইয়াছে এবং ১২ হাজার লোক গৃহ হারা হইয়া পড়িয়াছে।

বহির্জগৎ

শান্তির আশা

কোরিয়ার যুদ্ধবিরতির পথে যুদ্ধবন্দী সমস্যা যে অচলাবস্থা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল ১১ই এপ্রিল পানমুনজনে সাক্ষরিত বন্দী বিনিময় চুক্তিতে সেই সঙ্কট অনেকখানি দূরীভূত হইয়াছে। প্রকাশ, ২০শে এপ্রিল হইতে উভয় পক্ষের রুগ্ন ও আহত সৈন্যবৃন্দের বিনিময় শুরু হইবে। রাশিয়া ও আমেরিকা উভয় রাষ্ট্রই এই চুক্তির প্রতি অভিনন্দন জানাইয়াছেন। ইহার ফলে কোরিয়ার রণাঙ্গনে যুদ্ধের তীব্রতা হ্রাস পাইয়াছে।

মাউ মাউ আন্দোলন

পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গনে শান্তির পরিবেশ কিছুটা সৃষ্টি হইলেও আফ্রিকার কেনিয়ায় আবার অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। স্বাধীনতা অর্জনের প্রতিজ্ঞায় কেনিয়ায় মাউ মাউদের সশস্ত্র উত্থান বৃটিশ তাঁহাদের বর্বর দমননীতির সাহায্যে দাবাইয়া দেওয়ার চেষ্টা—করিতেছেন। আন্দোলনের নেতা কেনিয়াত্তা সহ সহস্র সহস্র 'বিদ্রোহী' ধৃত হইয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

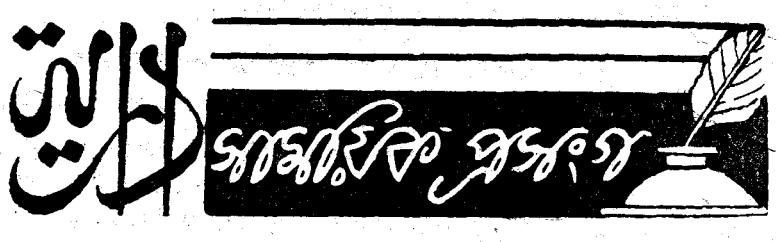

পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও পরিবেশ

ভারতবর্ষের মুছলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় ইছলামের স্বকীয় বিধিবিধান এবং বিশিষ্ট কৃষ্টি ও তমদ্দুনকে মুছলমানদের ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে পূর্ণরূপে রূপায়িত করার সুযোগলাভের জন্যই পাকিস্তানের দাবী উত্থিত হয় এবং সেই দাবীর পিছনে সমস্ত মুছলমান ঐক্যবদ্ধ শক্তি লইয়া দাঁড়াইবার ফলেই পাকিস্তান অর্জিত হয়। কিন্তু দুই শত বৎসরের বিধর্মী ও বিজাতি ইংরাজের অনৈছলামিক প্রভাবে সমাজ জীবনে যে জঞ্জাল রাশি জমিয়া স্তূপীকৃত হইয়াছে তাহা দূরীভূত করিয়া উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি না করা পর্যন্ত এই রূপায়ণ কিছুতেই সম্ভবপর নয়। তাই উদ্দেশ্যমূলক প্রস্তাবে একথা স্বীকৃত ও স্পষ্টভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে যে, "মুছলমানগণ কোরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা ও শর্তানুযায়ী যাহাতে তাহাদের ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে তাহার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা হইবে।"

পরিবেশ সৃষ্টিতে গাফলতি ও তাহার পরিণাম

কিন্তু ঐ পর্যন্তই। সুদীর্ঘ ছয় বৎসরে এই আদর্শের মহিমা প্রচারে বক্তৃতার খৈ ফুটাইলেও উহার রূপায়ণে ও বাঞ্ছিত পরিবেশ সৃষ্টির প্রচেষ্টায় আমাদের রাষ্ট্র-তরণীর কর্ণধারগণ এক পদও অগ্রসর — হইলেন না। নিশ্চেষ্টতা ও নির্লিপ্ততার ফলে আমাদের সমাজ জীবনের প্রত্যেক স্তরে ফাঁকিবাজি ও জুয়াচুরি, ঘুষ ও রেশ্‌ওয়াত, শঠতা ও প্রবঞ্চনা, দায়িত্বহীনতা ও কর্মবিমুখতা, দুর্নীতি ও স্বজন প্রীতি, মুনাফাখুরী ও কালবাজারী ব্যাপকতর হইয়া উঠিল।

ছাত্র সমাজের উপর গাফলতির ফল

নেতৃবৃন্দের এই গাফলতির ফল ছাত্র সমাজের উপর অন্যরূপে ফলিল। ইঁহারাই একদিন আদর্শের জন্য প্রাণপণ লড়িয়াছেন, নেতাদের সাহসকে উদ্দীপিত ও শক্তিকে বর্ধিত করিয়াছেন, দেশের নিঃসাড় প্রাণে স্পন্দন আনিয়াছেন, অচল সমাজ দেহটিকে কর্মচঞ্চল করিয়া তুলিয়াছেন কিন্তু সেই আদর্শের রূপায়ণের যখন সময় আসিল তখন তাঁহারা দেখিলেন উহার ব্যাখ্যা কেহ করিতেছেন না, উহার রূপায়ণের কোন প্রোগ্রাম কেহ তাঁহাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতেছেন না। কী তাঁরা করিবেন? পাহাড়ের বুক চিরিয়া যে বেগবতী ঝর্ণাধারা উত্থিত হইল, পাথরের সুকঠিন পথ বাহিয়া যে স্রোতস্বতী নিম্নমুখী ধাবিত হইল, সমতল ক্ষেত্রে আসিয়া সে যদি সুনির্ধারিত খাদের অনুসন্ধান না পায় আপন পথ সে করিয়া লইবেই। বিপথে চলিয়া, শষ্য ক্ষেত্র ডুবাইয়া গ্রাম ও জনপদ বিধ্বস্ত করিয়াও যদি চলিতে হয় তবু সে চলিবেই। স্থির নিশ্চলতা তাহার ধর্ম নয়।

সম্ভাবনার উৎস ছাত্র দল

যেমন অন্যান্য দেশে তেমন আমাদের দেশেও ছাত্র ও শিক্ষিত তরুণ সমাজ জাতির ভবিষ্যতের আশা ভরসা, শক্তির স্তম্ভ ও বিপুল সম্ভাবনার উৎস। আজিকার তরুণ ছাত্রই আগামীকাল স্বাধীন রাষ্ট্রের জ্ঞানবৃদ্ধ নাগরিক রূপে বিচারকের সমুন্নত চেয়ারে সমাসীন হইবেন, শিক্ষকের পবিত্র দায়িত্ব স্কন্ধে লইবেন, বৈজ্ঞানিকের সাধনায় তন্ময় হইবেন, সাহিত্যিকের কলমী আঁচরে সমাজের চলার পথ আঁকিয়া দিবেন, কবির কবিত্ব গাথায় দেশকে প্রেরণা যোগাইবেন। ঐতিহাসিকের গবেষণায় জাতির হারান সম্বিৎ ফিরাইয়া আনিবেন, সার্থক যোদ্ধা ও সেনাপতিরূপে দেশের ইয্যতকে রক্ষা করিবেন, সফল কূটনীতিবিদ্‌রূপে বিভিন্ন রাষ্ট্রে নিজেদের সার্থসংরক্ষণ ও জগৎ সভায় দেশের মুখ উজ্জ্বল করিবেন, রাষ্ট্র শাসকরূপে জাতিকে গড়িয়া তুলিবেন ও উন্নতি ও সমৃদ্ধির পানে আগাইয়া নিবেন এবং সর্বোপরি সকলে মিলিত ভাবে ইছলামকে জয়যুক্ত করার সাধনায় আত্মনিয়োগ করিবেন।

গুরুতর প্রশ্ন

কিন্তু এই বিরাট দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত হওয়ার জন্য যে গভীর জ্ঞানানুশীলনের প্রয়োজন, যে বিরাট

www.ahlehadeethbd.org

শক্তি সাধনার আবশ্যক, যে সুশৃঙ্খল জীবন-পদ্ধতির অনুসরণ ও নিয়মানুবর্তিতার শিকল পরিধান করা জরুরত, সেই সাধনা, নিয়ম ও শৃঙ্খলার প্রতি নিষ্ঠা কোথায়? শিক্ষা ও সাধনা, অনুশীলন ও অনুধাবন এবং চিন্তা ও প্রজ্ঞার পথ ত্যাগ করিয়া ছাত্রগণ রাজনৈতিক দলগঠন, পার্টি পলিটিক্সে অংশ গ্রহণ, সভা, শোভাযাত্রা ও ধর্মঘটের আয়োজন, বিক্ষোভ ও অসৌজন্য প্রদর্শন, 'গণতান্ত্রিক অধিকার' রক্ষার জন্য আলটিমেটাম প্রেরণ, ইত্যাদি শত শত হৈচৈ কাণ্ড নিয়া মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন কেন? নিজেদের আদর্শকে ছাইচাপা দিয়া অপরের আদর্শ জানিবার ও বুঝিবার এবং উহার প্রবর্তন, অনুসরণ অথবা অনুকরণের জন্য এত আগ্রহ কেন?

প্রশ্নের জওয়াব ও প্রতিকার উপায়

ইহার উত্তর খুঁজিয়া বাহির করার জন্য খুব বেশী দূর যাওয়ার প্রয়োজন করিবে না। এজন্য ছাত্র সমাজের ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপাইতে যাওয়া অন্যায়। তাঁহারা অবাঞ্ছিত পরিবেশের বাগিচায় বিজাতি রোপিত শিক্ষা বৃক্ষের অপরিহার্য ফল। আমরা বিদেশের রাজনৈতিক অধীনতার জিঞ্জির ভাঙ্গিয়া বস্তুগত আজাদী লাভ করিয়াছি, কিন্তু আমাদের মানসিকতায় বিজাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগদ্দল প্রভাব আজও চাপিয়া আছে। আজও আমাদের দেশী শাসকবৃন্দ সেই ঘুণে-ধরা শিক্ষানীতির মোহ পরিত্যাগ করিয়া পাকিস্তানের বিঘোষিত আদর্শের ভিত্তিতে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের দিকে সত্যিকার ভাবে মনোসংযোগ করিতে পারিলেন না। আর পারিপার্শ্বিক অপপ্রভাব হইতেও তাঁহাদিগকে রক্ষার জন্য কোন চেষ্টা করিলেন না। অথচ আদর্শ রাষ্ট্রের পক্ষে এইটাই ছিল তাঁহাদের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কর্তব্য। কিন্তু তাঁহারা নিশ্চেষ্ট থাকায় বহু গলৎপূর্ণ পাশ্চাত্য শিক্ষাকেই হুবহু চালু রাখায় এবং পেটসর্বস্ব লা-দীনী আইডিয়ার বন্যাধারা প্রবাহিত হওয়ার সুযোগ দেওয়ায় ছাত্রদের মধ্যে বিরূপ আচরণের বল্গাহীন প্রকাশ অপ্রতিরোধ্য হইয়া উঠিয়াছে।

এই দুঃসহ অবস্থা হইতে জাতিকে সত্যিকার ভাবে বাঁচাইতে এবং পাকিস্তানের ভবিষ্যত আশা ও ভরসা ছাত্রদের চরিত্রকে সুগঠিত, বুদ্ধিকে সুবিকশিত ও বিবেককে সুস্থ্য করিয়া রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব বিধান ও সমৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত রাখিতে হইলে অবিলম্বে গোড়া হইতে আগা পর্যন্ত শিক্ষার আমূল পরিবর্তন এবং সঙ্গে সঙ্গে উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির জন্য যথা সাধ্য চেষ্টা করিতে হইবেই। তবেই সম্ভাবনার যে বীজ তাঁহাদের ভিতর লুক্কায়িত রহিয়াছে তাহার সুষ্ঠু বিকাশ এবং অপেক্ষমান বিরাট দায়িত্ব সমূহের প্রতি তাঁহাদিগকে কর্তব্যসজাগ করিয়া তুলা সম্ভব হইবে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভার পরিবর্তন

গত ১৭ই এপ্রিল পাকিস্তানের গবর্ণর জেনারেল অত্যন্ত আকস্মিকভাবে নাজিম মন্ত্রীসভাকে অযোগ্যতার অভিযোগে বরখাস্ত করিয়া যুক্ত রাষ্ট্রস্থ পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত জনাব মোহাম্মদ আলীকে নূতন মন্ত্রী সভা গঠনের আহ্বান জানাইয়াছেন। গবর্ণর জেনারেলের এই কার্য একটি গুরুতর শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নের সৃষ্টি করিয়াছে। যোগ্যতা অযোগ্যতার বিচার আপাততঃ বাদ রাখিয়া একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নিয়মতান্ত্রিক 'প্রধান' আইন সভার সম্পূর্ণ আস্থাভাজন মন্ত্রীসভাকে এইরূপ নাটকীয় পদ্ধতিতে পদচ্যুত করিতে পারেন কিনা তাহাই বিবেচ্য। অতঃপর পাকিস্তান কি অবাধ রাজতন্ত্র, একনায়কত্ব অথবা স্বেচ্ছাচারিতার পথেই অগ্রসর হইবে? তারপর নূতন প্রধান মন্ত্রী অপরাপর মন্ত্রী নির্বাচনে বর্জন ও গ্রহণের কোন্ নীতি অনুসরণ করিয়াছেন তাহাও অত্যন্ত দুর্বোধ্য। আমরা শাদা চোখে শুধু ইহাই দেখিতে পাইতেছি যে, ইছলামী নীতি ও ব্যবস্থার প্রতি যাঁহাদের কিছু কিঞ্চিৎ বিশ্বাস ও অনুরাগ বিদ্যমান ছিল তাঁহাদিগকে বাছিয়া বাছিয়া বাদ দেওয়া হইয়াছে আর যাঁহাদিগকে গ্রহণ করা হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে এমন লোকও আছেন যাঁহারা কোরআনী শাসন ব্যবস্থার যথেষ্টতা বা স্বয়ং-সম্পূর্ণতা সম্বন্ধে অতীতে প্রকাশ্যভাবে বিরূপ মন্তব্য করিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই।

মওলানা ছাহেবের সংবাদ

পূর্ণ আড়াই মাস ঢাকায় পরীক্ষা ও চিকিৎসার পর শ্রদ্ধেয় তর্জুমান-সম্পাদক হযরত মওলানা ছাহেব খোদার ফযলে গত ১৯শে এপ্রিল রবিবার পাবনায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। অতঃপর ইনশা আল্লাহ্ এখানে কিম্বা সময় বিশেষে দিনাজপুরস্থ বাড়ীতে অবস্থান করিয়াই তিনি ঢাকার চিকিৎসকগণের নির্দেশমত চিকিৎসা কার্য চালাইয়া যাইবেন। মাঝে ৩৮ দিন বিরতির পর আর একটি বড় রকম বেদনার আক্রমণ হয় যাহার ফলে তাঁহার ক্রমোন্নয়মান শারীরিক ও মানসিক অবস্থার কিছু অবনতি ঘটে। খোদার ফযলে বর্তমান অবস্থা কিছুটা ভালর দিকে। রোগের যাতনা হইতে স্থায়ীভাবে মুক্তিলাভের আশ্বাস দিতে না পারিলেও ডাক্তারগণ সাময়িক উপশমের জন্য সুদীর্ঘকাল শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম বন্ধ রাখিয়া ব্যয়সাধ্য চিকিৎসা নিষ্ঠার সহিত চালাইয়া যাওয়ার পরামর্শ দিয়াছেন। মেহেরবানীপূর্বক আল্লাহর দরগাহে তাঁহার পূর্ণ রোগ মুক্তির জন্য দোওয়া জারি রাখিবেন, ইহাই সকলের খেদমতে বিনীত আরয।

www.ahlehadeethbd.org

কয়েকখানা মূল্যবান পুস্তক

১।	কলেমায় তৈয়েবা	মূল্য ১৷৷০	৫।	নূতন আদর্শ দীনিয়াত	মূল্য ১।০
২।	ইছলামী শাসনতন্ত্রের সূত্র	„ ১৲	৬।	নামাজ শিক্ষা	„ ৷৷০
৩।	পাকিস্তানের শাসন সংবিধান	„ ২।০	৭।	ঈদে কোরবান	„ ৵০
৪।	গোর যিয়ারত	„ ৷৵০	৮।	যওউল লামে (উর্দ্দুতে, মছজিদ সম্পর্কিত মছলা সম্বলিত)	„ ১৲

তর্জুমানুল হাদীছের পুরাতন সেট

	চামড়ার বাধাই	কাপড়ের বাঁধাই
১ম বর্ষ—৩য় সংখ্যা হইতে ১২শ সংখ্যা পর্যন্ত ঃ সডাক মূল্য	৯৲	৮৲
২য় বর্ষ— „ „ „ „	৯৲	৮৲
৩য় বর্ষ—১ম „ „ „	১০৲	৯৲

(প্রথম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা হইতে তফছীর শুরু হইয়াছে)

প্রাপ্তিস্থান ঃ— আলহাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস,
পোঃ ও-জিলা পাবনা, পূর্ব পাকিস্তান।

হিমালয়

একটী কেশ ও মস্তিষ্কের সর্ব্বরোগ আরোগ্যকারী স্নিগ্ধ ও সুগন্ধী কেশ তৈল। অন্য তৈল ব্যবহারের পূর্বে এই হিমালয় ব্যবহার করিয়া দেখুন। দেশের পয়সা দেশে রাখুন। প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়।

সেখ নূর মহম্মদ, আটুয়া, পাবনা (ই, পি,)।

তর্জুমানুল হাদীছের নিয়মাবলী—

১। বার্ষিক মূল্য সডাক সাড়ে ছয় টাকা, প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য আট আনা।

২। ভিঃ পিঃ তে লইতে হইলে সাড়ে ছয় আনা অতিরিক্ত লাগে।

৩। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে হয়।

৪। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য গ্রাহক করা হয় না।

৫। মনিঅর্ডার ও ভি পির অর্ডার ম্যানেজারের নামে পাঠাইতে হয়।

৬। প্রবন্ধ, কবিতা ও অন্যান্য রচনা সম্পাদকের নামে প্রেরিতব্য।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলী ম্যানেজারের নিকট পত্র লিখিয়া জ্ঞাতব্য।

Printed & Published by M, A. Kafee Al-Quraishee at Al-Hadeeth Printing and Publishing House from the office of All Bengal & Assam Jamiati Ahli-Hadeeth, Pabna, Pak-Bengal. (E P.)

www.ahlehadeethbd.org